১৯৭২–৭৫

নিহত ৬৩০

বেবী মওদুদ সম্পাদিত

১৯৭২–৭৫
নিহত ৬৩০

১৯৭২-৭৫
নিহত ৬৩০

সম্পাদনা : বেবী মওদুদ

সহযোগিতায়

হামিদা খানম, সামসুন নাহার

রেহানা নবী ও লায়লা আর্জুমান্দ বানু

সময় প্রকাশন

১৯৭২-৭৫ : নিহত ৬৩০
বেবী মওদুদ সম্পাদিত

সময়
সময় ৩১৮
প্রথম প্রকাশ
বইমেলা ২০০১

প্রকাশক ॥ ফরিদ আহমেদ
সময় প্রকাশন, ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রচ্ছদ ॥ ধ্রুব এষ

কম্পোজ ॥ ওয়াটার ফ্লাওয়ার
২৮/এ, কাকরাইল [৩ তলা] রুম নং-১২, ঢাকা-১০০০

মুদ্রণ ॥ সালমানী প্রিন্টার্স, নয়া বাজার, ঢাকা

মূল্য ॥ ৬০.০০ টাকা

1972—75 : NIHATA 630 • Edited by Baby Maudud • First Published : Bookfair 2001 by Farid Ahmed, Somoy Prakashan, 38/2Ka Banglabazar, Dhaka-1100.

Price: Tk. 60.00 only

ISBN 984-458-318-7
www.somoy.com

উৎসর্গ

সাংবাদিক বন্ধুদের

ভূমিকা

১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১ বাঙালি জাতি এক রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশকে স্বাধীন করেছিল। আর এই স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ১০ জানুয়ারি পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে তাঁর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন আরও এক বিজয় অর্জন ছিল। যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশগড়ায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের দিন-রাত অক্লান্ত পরিশ্রম আজকের বাংলাদেশের ভিত রচনায় এক বিরাট অবদান একথা স্বীকার করতেই হবে। তারপরও ছিল সে সময়ে দুষ্কৃতকারী, সন্ত্রাসী, উগ্র বামপন্থীদের হঠকারিতা। তারা যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ গড়ে তোলার বিরুদ্ধে একটি চ্যালেঞ্জ ছিল। মুক্তিযুদ্ধের অস্ত্রসমর্পণ হলেও কেউকেউ অস্ত্র জমা না দিয়ে দেশকে অশান্তির পথেই ঠেলে দিতে থাকে। এর পেছনে অবশ্যই স্বাধীনতার পরাজিত শক্তি মদদ যুগিয়েছিল। বিশেষ করে পাকিস্তানী স্বৈর সামরিক শাসকবর্গ ও তাদের অনুচর রাজাকার, আলবদর একজোট হয়ে বাংলাদেশকে ধ্বংসের ষড়যন্ত্র শুরু করে নানাভাবে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। কিন্তু রক্ত ও আত্মত্যাগের বিনিময়ে স্বাধীন বাংলাদেশের সম্ভাবনাময় অগ্রযাত্রা কেউ রুখতে পারেনি।

১৯৭২ জানুয়ারি, ১৯৭৫ আগস্ট নিহত ৬৩০ জন মূলতঃ পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ থেকে তথ্য সংগৃহীত। ১৫ আগস্ট ১৯৭৫-এ নিহত হন প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবুর রহমান, তাঁর স্ত্রী, তিন পুত্র, দুই পুত্রবধু, প্রেসিডেন্টের ভাই শেখ আবু নাসের। কৃষি মন্ত্রী আবদুর রব সেরনিয়াবাত ও তার দুই মেয়ে ও নাতি। যুব নেতা ও বাংলার বাণীর সম্পাদক শেখ ফজলুল হক মণি ও তাঁর অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী। তাদের হত্যাকাণ্ডের সংবাদ পত্রিকার পাতায় ছাপা হয়নি। শুধু রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান নিহত হয়েছেন তাঁকে টুঙ্গিপাড়ায় সমাধিস্থ করা হয় এবং দেশে সামরিক শাসন জারি হয়েছে এটাই ছিল জাতীয় সংবাদ সংস্থা বাসস পরিবেশিত সংবাদ।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাষ্ট্র পরিচালনার সফলতা হচ্ছে তিনি যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশের ভিত সুকঠিনভাবে মজবুত করে যান এবং বিশ্বে বাংলাদেশের মর্যাদা, সাহস ও আদর্শকে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করে যান যে, যে কারণে তাঁর হত্যাকারী ও ষড়যন্ত্রকারী পরবর্তী শাসকবর্গ শুধুই নিন্দিত ও ঘৃণিত হয়েছেন। বঙ্গবন্ধুর সারা জীবনের সংগ্রাম জীবন দিয়ে তিনি মহীয়ান করে গেছেন। স্বাধীনতার পরাজিত শক্তি ও তাদের সহায়ক ঘাতকের হাতে বঙ্গবন্ধুর নৃশংস নিহত হওয়া বাঙালি জাতির জন্য ব্যর্থতা একথা আমাদের স্বীকার করতেই হবে। আমরা তাঁকে রক্ষা করতে পারিনি, এ ব্যর্থতা প্রশাসনের, নিরাপত্তা বাহিনীর।

১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ দেশ শাসন করে। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের পর বঙ্গবন্ধুকে সরকার গঠন করতে দেয়নি পাকিস্তানী স্বৈরাচারী সামরিক শাসকগোষ্ঠী, ষড়যন্ত্রকারী রাজনৈতিক দল এবং সুবিধাবাদী আমলারা। সময়ক্ষেপণ করে ১ মার্চ জেনারেল ইয়াহিয়া সংসদ অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করেন। তখন বাংলার মানুষকে বঙ্গবন্ধু ডাক দিলেন পাকিস্তানী স্বার্থান্বেষী সামরিক শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে। শুরু হল অসহযোগ আন্দোলন। পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক হরতাল, আন্দোলন-উত্তাল জনতা স্লোগান তুলল 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর' 'তোমার আমার ঠিকানা পদ্মা মেঘনা যমুনা,' 'জয় বাংলা'।

৭ মার্চ, ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে উত্তাল জনসমুদ্রে বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করলেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'। বাঙালি আর সেদিন থেকে অপেক্ষা করেনি। মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে ওঠে। এ দুর্গ বড় কঠিন, এ দুর্গ হৃদয়ের প্রবল প্রাণশক্তি, চেতনার অগ্নিশিখা— বাঙালি মাত্রই সর্বস্তরের নারী পুরুষ স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় প্রয়োজনে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকে এবং ঐক্যবদ্ধ হতে থাকে। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে সংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ হতে থাকে বাঙালি। ২৫ মার্চ রাতের অন্ধকারে পাকিস্তানী দখলদার সেনাবাহিনী নিরীহ বাঙালির উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের যুদ্ধজয়ের সকল অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে। ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব স্বাধীনতার ঘোষণা দিলেন। পাকিস্তানী সামরিক বাহিনী রাত ১টায় তাঁকে গ্রেফতার করে পাকিস্তানে নিয়ে আটক করে রাখে। আর দীর্ঘ নয় মাস ধরে তারা গণহত্যা, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ এবং লুটপাট করে বাংলাদেশ ও বাঙালিকে ধ্বংস করার এক মানবতাহীন, সভ্যতাবিবর্জিত দুঃশাসন কায়েম করে। কিন্তু বীর বাঙালি সারাবিশ্বের সমর্থন নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ করে তাদের শুধু পরাস্তই করেনি অস্ত্রসমর্পণেও বাধ্য করেছে। ১৬ ডিসেম্বর বাঙালি তার যুদ্ধজয়ের বিজয় উৎসব করেছে। বাঙালির হাজার বছরের স্বাধীনতার স্বপ্ন বাস্তবায়ন হয়েছে। আর এর পেছনে ছিল জাতির জনক শেখ মুজিবের আজীবনের সংগ্রাম ও সফল নেতৃত্ব। যিনি নিজের জীবনের বিনিময়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা এবং বাঙালির মুক্তি চেয়েছিলেন। এই স্বাধীনতা অর্জনের পেছনে ছিল ৩০ লাখ শহীদের রক্ত, ২ লাখ মা-বোনের সম্ভ্রমহানি, বিপুল আত্মত্যাগ। বাঙালি বীরের জাতি হিসেবে নিজেকে সদম্ভে প্রতিষ্ঠিত করে। তার সাহসিকতা, জীবনাদর্শ, মূল্যবোধ ও চেতনার উদ্দীপ্ততা, মেধা-মনন-শ্রমশক্তির এক আলোকিত পরিচয়ে উদ্ভাসিত হয়। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু এবং জয় বাঙালির ধ্বনিতে বাঙালি তার যুদ্ধজয়ের আনন্দোৎসব করেছিল অস্ত্র তুলে।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব পাকিস্তানের এক নিভৃত এলাকা মিয়ানওয়ালীর কারাগারে বন্দী জীবন-যাপন করেছেন, পাকিস্তানী সামরিক শাসকগোষ্ঠী তাঁকে দেশদ্রোহী আখ্যা দিয়ে মৃত্যুদণ্ড দেয়, কিন্তু কার্যকর করার সাহস পায়নি। বিশ্ব নেতৃবর্গ, বিশ্ববাসীর চাপে বঙ্গবন্ধুকে তারা মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। পাকিস্তান সরকার ৮ জানুয়ারি, ১৯৭২ রাতে তাঁকে বিমানে উঠিয়ে লন্ডন পাঠিয়ে দেয়। ৯ জানুয়ারি তিনি লন্ডন থেকে রওনা

হয়ে ১০ জানুয়ারি ঢাকায় এসে পৌঁছান তাঁর স্বপ্নের সোনার বাংলায়। বঙ্গবন্ধুর সেই প্রত্যাবর্তন ছিল অভূতপূর্ব, ঐতিহাসিক। ১২ জানুয়ারি, ১৯৭২ সালে তিনি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন। যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ, ধনসম্পদ লুণ্ঠিত করে গেছে পাকিস্তানী সৈন্যরা, একটি প্রাদেশিক অঞ্চল হিসেবে বাংলাদেশকে পাকিস্তানীরা শুধু শোষণ, বঞ্চনা ও নির্যাতনই করেনি— ধ্বংস করে গেছে অনেক জাতীয় সম্পদ। বঙ্গবন্ধুর সামনে এসে দাঁড়াল যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত মা-বোন, শহীদ পরিবার, পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধা, অসহায় দরিদ্র মানবেতর জীবন-যাপনকারী বাংলার মানুষ। যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্তদের কথা শুনতে শুনতে তাঁর হৃদয় ভারাক্রান্ত হত, চোখ অশ্রুসিক্ত হত। তিনি তাদের মাথায় হাত রাখতেন এবং যথাসম্ভব সাহায্য করতেন। মানুষ তাঁর সান্নিধ্যে গিয়ে নিশ্চিত হত।

শূন্যহাতেই বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের ভিত গড়ে তুলতে থাকেন। বিদেশী সাহায্য ও ঋণ, প্রশাসনের আন্তরিকতা, মানুষের কঠোর পরিশ্রম— এসব কিছুর পেছনে ছিল বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শী প্রশাসনিক চিন্তা-ভাবনা। তিনি ভারতীয় সেনাবাহিনী যারা মিত্র বাহিনী হিসেবে আমাদের মুক্তিযুদ্ধকে সহায়তা করে বিশেষ অবদান রেখেছিল, তাদের চলে যাবার ব্যবস্থা করেন, মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্রসমর্পণ করান,বিনা লাইসেন্সে অস্ত্র নিষিদ্ধ করেন, নিজস্ব সেনাবাহিনী গড়ে তোলেন, ক্ষতিগ্রস্ত পুল, ব্রীজ ও সেতু নির্মাণ করেন, চট্টগ্রাম বন্দর মাইনমুক্ত করেন,প্রশাসনিক ব্যবস্থা ঢেলে সাজান, পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন, সম্ভ্রম হারানো মা-বোনদের পারিবারিক ও সামাজিকভাবে পুনর্বাসিত করেন, শহীদ পরিবারকে অর্থ-সাহায্য ছাড়াও চাকরি দিয়ে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেন,সকল কৃষি ঋণ মওকুফ করে কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়নে উদ্যোগ নেন। তাঁর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব ছিল মাত্র একবছরের মধ্যে একটি পবিত্র সংবিধান প্রণয়ন করা। যে সংবিধানের আলোকে তিনি জাতীয় নির্বাচন করে একটি সংসদীয় সরকার গঠন করেছিলেন। যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশকে মাত্র সাড়ে তিন বছরে পুনর্গঠিত করে তিনি আন্তর্জাতিকভাবে ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছেন। চুয়াত্তরের দুর্ভিক্ষে মানুষের অসহায় মৃত্যুর আর পুনরাবৃত্তি যাতে না হয়, তার জন্য অর্থনৈতিক কর্মসূচি গ্রহণ করে দেশকে এক নতুন ধারায় নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। সকল রাজনৈতিক, সামাজিক ও প্রশাসনিক ব্যক্তিবর্গকে ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত করে কৃষক-শ্রমিক আওয়ামী লীগ গঠন করেন। যেখানে দলমত নির্বিশেষে সবাইকে একত্রিত করে তিনি দেশ গড়ার লক্ষ্যে একাত্ম করতে চেয়েছেন। এই বিপুল আয়োজনে সবাই তাঁকে সমর্থন দিয়েছিল। তাঁর নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে চেয়েছিল। কেননা বাংলার মানুষের প্রতি তাঁর যেমন টান ছিল, তেমনি তাঁর প্রতিও বাংলার মানুষের প্রচণ্ড আস্থা ছিল। এর কারণ বঙ্গবন্ধুর সম্মোহনী শক্তি। এই শক্তি অর্জিত হয় তাঁর জীবনাদর্শ, আজীবনের সংগ্রামের উৎস থেকেই। কৃষক-শ্রমিক আওয়ামী লীগ গঠন করে বঙ্গবন্ধু দেশ ও জাতিকে একটি শৃঙ্খলাপূর্ণ স্থিতিশীলতায় আনতে চেয়েছেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল মানুষের সার্বিক উন্নয়ন। এই উন্নয়নের ধারা তিনি তৃণমূল থেকেই শুরু করতে চেয়েছেন।

১৯৭৫-এ এক ভাষণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বলেছেন, "আমি আপনাদের সমর্থন চাই। আমি জানি আপনাদের সমর্থন আছে। কিন্তু একটা কথা, এই যে নতুন সিস্টেমে

যেতে চাচ্ছি আমি, গ্রামে গ্রামে বহুমুখী কো-অপারেটিভ করা হবে। ভুল করবেন না, আমি আপনাদের জমি নেব না। ভয় পাবেন না, যে জমি নিয়ে যাব তা নয়। পাঁচ বছরের প্ল্যান-এ বাংলাদেশের ৬৫ হাজার গ্রামে একটি করে কো-অপারেটিভ হবে। প্রত্যেকটি গ্রামে এই কো-অপারেটিভ-এ জমির মালিকের জমি থাকবে। কিন্তু তার অংশ যে বেকার প্রত্যেকটি মানুষ যে মানুষ কাজ করতে পারে তাঁকে এই কো-অপারেটিভের সদস্য হতে হবে। এগুলো বহুমুখী কো-অপারেটিভ হবে। পয়সা যাবে তাদের কাছে, ফার্টিলাইজার যাবে তাদের কাছে, টেস্ট রিলিফ যাবে তাদের কাছে, ওয়ার্কস প্রোগ্রাম যাবে তাদের কাছে। আস্তে আস্তে ইউনিয়ন কাউন্সিল টাউটদেরকে বিদায় দেয়া হবে,তা না হলে দেশকে বাঁচানো যাবে না। এই জন্যই ভিলেজ কো-অপারেটিভ হবে। আমি ঘোষণা করছি আজকে যে পাঁচ বছরের প্ল্যানে প্রত্যেকটি গ্রামে পাঁচশ' থেকে হাজার ফ্যামিলি পর্যন্ত নিয়ে কম্পলসারী কো-অপারেটিভ হবে। আপনার জমির ফসল আপনি নেবেন, অংশ যাবে কো-অপারেটিভের হাতে। অংশ যাবে গভর্নমেন্টের হাতে; দ্বিতীয়ত, থানায় থানায় একটি করে কাউন্সিল হবে। এই কাউন্সিলে সরকারি রাজনৈতিক কর্মী, কর্মচারী যেই হয় একজন তার চেয়ারম্যান হবেন। এই থানা কাউন্সিলে থাকবে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের সরকারি কর্মচারী। তার মধ্যে আমাদের কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগের প্রতিনিধি থাকবে, যুবক প্রতিনিধি থাকবে, কৃষক প্রতিনিধি থাকবে, তারাই থানাকে চালাবে। আর জেলা থাকবে না, সমস্ত মহকুমা জেলা হয়ে যাবে, মহকুমায় একটি করে এডমিনিস্ট্রেটিভ কাউন্সিল হবে। তার চেয়ারম্যান থাকবে। সব কর্মচারীরা এক সঙ্গে তার মধ্যে থাকবে। সেখানে তারা সরকার চালাবেন। এভাবে আমি একটা সিস্টেম চিন্তা করেছি এবং করব বলে ইন্‌শাল্লাহ আমি ঠিক করেছি। আমি আপনাদের সাহায্য ও সহানুভূতি চাই।" (সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে জনসভা ২৬ মার্চ, ১৯৭৫)

২

১৯৭২-সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বাংলাদেশের শাসনভার গ্রহণ করার পর সবচাইতে বেশি হতাশ হয়েছিল স্বাধীনতার পরাজিত শক্তি আলবদর-আলশামস-রাজাকার এবং ধর্মভিত্তিক রাজনীতিবিদরাই শুধু নয়, সেইসঙ্গে চৈনিক বামপন্থী ও ডানপন্থী দলগলোও। তাদের প্রথম ধারণা ছিল বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তানীরা মৃত্যুদণ্ড দিয়ে ফেলেছে। এখন বঙ্গবন্ধুকে জীবিত অবস্থায় বিজয়ীর বেশে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন ও দেশ শাসন করতে দেখে তারা আবার ষড়যন্ত্রের পথ বেছে নেয়। তারা কখনই চায়নি বাংলাদেশ স্বাধীন হোক, বাঙালির জাতিসত্তার পরিচয় মর্যাদার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হোক। এ কারণে তারা প্রথম ছক পাতলো যে, বঙ্গবন্ধু সরকারকে ব্যর্থ করে দেবে এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে অগ্রাহ্য করে তুলবে।

বিশাল মানবিক হৃদয়ের অধিকারী বঙ্গবন্ধু চেয়েছেন বাংলাদেশে স্থিতিশীলতা আনতে। দীর্ঘ সংগ্রাম সংঘর্ষ, আন্দোলন, রক্তাক্ত মুক্তিযুদ্ধ, স্বজন হারানোর বেদনায় ভারাক্রান্ত বাঙালিকে আবার আনন্দময়, শান্তিময় করে তুলতে। এজন্য অস্ত্রসমর্পণের ডাক দিয়েছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ ক্ষমাও ঘোষণা করেছিলেন। তবে পাকিস্তানী

দখলদার বাহিনীর গণহত্যা, নারী ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ ও লুণ্ঠন কাজে সহায়তাকারী হিসেবে যাদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ছিল তাদের তিনি ক্ষমা করেননি। তাদের বিরুদ্ধে মামলা ছিল, কোন মামলা চলছিল এবং এরা অধিকাংশই ছিল কারাবন্দী। আর নূরুল আমীন, মাহমুদ আলী ও গোলাম আযমসহ ১৯ জনের নাগরিকত্ব বাতিল করা হয়েছিল।

এরা তখন পাকিস্তান ও অন্যত্র পলাতক ছিল। বঙ্গবন্ধু ধর্মকে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ব্যবহারও সংবিধানে নিষিদ্ধ করে দেন। '৭২-এর সংবিধানে উল্লেখ ছিল— "ধারা ১২ তে খ. রাষ্ট্র কর্তৃক কোন ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদাদান, গ. রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মের ব্যবহার। ধারা ৩৮. জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতার স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধা নিষেধ সাপেক্ষে সমিতি বা সঙ্ঘ গঠন করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে; তবে শর্ত থাকে যে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসম্পন্ন বা লক্ষ্যানুসারী কোন সাম্প্রদায়িক সমিতি বা সঙ্ঘ কিংবা অনুরূপ উদ্দেশ্যসম্পন্ন বা লক্ষ্যানুসারী ধর্মীয় নামযুক্ত বা ধর্মভিত্তিক বা অন্য কোন সমিতি বা সঙ্ঘ গঠন করিবার বা তাহার সদস্য হইবার বা অন্য কোন প্রকারে তাহার তৎপরতায় অংশগ্রহণ করিবার অধিকার কোন ব্যক্তির থাকিবে না।"

বঙ্গবন্ধুর শাসনামল পদে পদে বিঘ্নিত করার জন্য এসব পরাজিত ও প্রতিহিংসাপরায়ণ শক্তিগুলো গুপ্ত হত্যা, খুন, অগ্নিসংযোগ ও সামাজিক জীবনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির উদ্যোগ নেয়। আওয়ামী লীগ থেকে একটি কট্টর গ্রুপ বের হয়ে গিয়ে 'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র' প্রতিষ্ঠার নামে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল গঠন করে। বঙ্গবন্ধুর সরকারের বিরুদ্ধে তারা হয়ে ওঠে কট্টর সমালোচক। এরাও হঠকারী কর্মসূচি গ্রহণ করে বঙ্গবন্ধুর সরকারকে উৎখাত করতে চায়। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর বিশাল হৃদয়ের মত হিমালয় সমান উচ্চ ছিল তাঁর ব্যক্তিত্ব, তাঁর জনপ্রিয়তা এবং সমুদ্রের গভীরতাপূর্ণ ছিল জনগণের ভালোবাসা। তাদের গুপ্ত হত্যা ও খুনের প্রধান শিকার ছিলেন স্বয়ং বঙ্গবন্ধু, কিন্তু তাঁকে স্পর্শ করার মতো শক্তি ও সাহস অর্জনে তারা দেশব্যাপী একটি একটি করে হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে। সোনালী আঁশযুক্ত পাটের গুদামে আগুন দিয়েছে। প্রশাসনের ভেতরে ও বাইরে ঘাপটি মেরে থাকা এসব সন্ত্রাসীরা, দুষ্কৃতকারীরা বাংলাদেশের জনগণকে প্রথম সাড়ে তিন বছর এতোটুকু স্বস্তি দিতে চায়নি। মুক্তিযুদ্ধ জয়ের পর, গেরিলা যুদ্ধ সমাপ্তির পর যে কোন দেশে এটা অস্বাভাবিক ছিল না। প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধারা, সৎ নাগরিকরা অস্ত্রসমর্পণ করলেও দুষ্কৃতকারী, হঠকারী রাজনৈতিক সুবিধাবাদী এদের অনেকেই তা করেনি। আর অতি বামপন্থীরা তো সশস্ত্র লড়াইয়ের পথ বেছে নিয়েছিল পাকিস্তান শাসনামল থেকেই। তাদের যোগাযোগ ছিল ভারতের পশ্চিমবঙ্গের নকশালদের সঙ্গে। ঐ সময়ে পশ্চিমবঙ্গে নকশালদের প্রচণ্ড দৌরাত্ম্য ছিল। তার প্রভাব আমাদের এখানে অতি বামপন্থীদের মধ্যেও ছিল। বাংলাদেশ স্বাধীনতার পর তাদের কর্মতৎপরতা নতুন করে শুরু হয়। দক্ষিণবঙ্গই ছিল মূলতঃ তাদের আস্তানা। মুক্তিযুদ্ধ বা বিপ্লবের পর যে কোন দেশে এমনটি হওয়া স্বাভাবিক বা হয়েও থাকে। বাংলাদেশ তার থেকে ব্যতিক্রম নয়। এখানেও বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ

আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধেও রাজনৈতিক প্রচারণার প্রধান সমালোচক ছিলেন মওলানা ভাসানী ও নবগঠিত জাসদ। তারা সরকারের প্রথম দিন থেকেই বিরোধিতায় নেমেছিল। যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ, ধন-সম্পদ লুণ্ঠিত, খাদ্য নেই, প্রশাসন ছিল প্রাদেশিক, পুলিশ-প্রতিরক্ষা সর্বত্রই শূন্যতা, যোগাযোগ ব্যবস্থাও চুরমার— বঙ্গবন্ধুর শুরুটা ছিল দূরদর্শিতাপূর্ণ। তিনি একটি একটি করে কাজ শুরু করলেন। তাঁর নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা, উদ্যোগেই প্রশাসনে প্রাণ ফিরে আসে। এর কারণে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাকালে ভিতটা তিনি মজবুত করতে সমর্থ হন। মাত্র সাড়ে তিন বছর খুবই কম সময়, এতেই তিনি সবকিছু নতুন করে গুছিয়ে নিতে সমর্থ হন। বঙ্গবন্ধু নিজেই বলেছেন, "আমাদের গুদামে খাদ্য ছিল না। গত তিন চার বছরে ২২ কোটি মণ খাবার বাংলাদেশে আনতে হয়েছে।" চুয়াত্তরের বন্যার পর ফসল হয়নি, তারপর দেখা দিল ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। দুর্ভিক্ষে হাজার হাজার মানুষ অনাহারে মৃত্যুবরণ করে। ঐ সময়ে বিদেশ থেকে খাদ্যশস্যবহনকারী জাহাজ আটকেরও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র ছিল। দ্রব্যমূল্য বেড়েছিল, ফসল হয়নি,খাদ্যবাহী জাহাজ আটকের ষড়যন্ত্র ইত্যাদিই ঐ সময়ের দুর্ভিক্ষের প্রধান কারণ। বাংলার ছিয়াত্তরের মন্বন্তর, চুয়াত্তরের দুর্ভিক্ষ প্রাকৃতিক দুর্যোগে এসব দুঃখ ছিলই। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে লাখ লাখ মানুষ অনাহারে মারা যায়। চুয়াত্তরের দুর্ভিক্ষে বঙ্গবন্ধু নিজেই সংসদে দাঁড়িয়ে স্বীকার করেছেন ২৭ হাজার মানুষের মৃত্যুর কথা।

বঙ্গবন্ধু নিজেই বলেছেন, "খাদ্য আমাদের কিনতে হয় বাইরে থেকে। মানুষ না খেয়ে মারা যায়। আমরা যখন স্বাধীনতা পেলাম তারপর থেকে বাংলাদেশে আসল drought.তারপরে হলো দুনিয়াজোড়া ইনফ্লেশন। যে জিনিস কিনতাম একশ' টাকা দিয়ে সে জিনিস কিনতে হয় দু'শ টাকা দিয়ে। আমাদের দেশের জিনিস যা বিদেশে বিক্রি করতাম তার ন্যায্যমূল্য আমরা পেলাম না। আমরা যারা অনুন্নত দেশ, এ কষ্ট আমাদের ভোগ করতেই হয়। কারণ, আমাদের শোষণ করেই তারা বড়লোক হয়। তাদের কাছ থেকে যখন আমাদের জিনিস আনতে হয় তখন অনেক পয়সা দিয়ে আনতে হয়। আর আমরা যখন বিক্রি করি তার দাম আমরা পাই না। এ অবস্থার মধ্যে আমাদের দেশ চলেছে। তারপরেও আমাদের দেশ চালাতে হয়েছে। ভিক্ষার ঝুলি হাতে নিয়ে দুনিয়া ঘুরতে হয়েছে। খাবার দুনিয়া থেকে আনতে হয়েছে, গ্রামে গ্রামে পৌঁছাতে হয়েছে। সমস্ত দুনিয়ায় যে ইনফ্লেশন হয়ে গেল, শুধু আমরা নয়, সমস্ত দুনিয়ার যারা অনুন্নত দেশ তাদের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আসল এক ভয়াবহ বন্যা। যে বন্যা— এতবড় বন্যা আমার জীবনে আমি দেখেছি কি-না সন্দেহ। না ছিলো খাবার। পাঁচ হাজার সাতশ লঙ্গরখানা খোলা হলো এবং সেখানে রিলিফ অপারেশন চালানো হল। বন্ধুদের কাছ থেকে সাহায্য নিয়ে নিজেদের যা কিছু ছিল তা-ই নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। বাঁচাতে পারলাম না সকলকে। ২৭ হাজার লোক না খেয়ে মারা গেল। এখনও মানুষ না খেয়ে কষ্ট পাচ্ছে। গায়ে তাদের কাপড় নাই। আমি জীবনভর এদের সঙ্গে থেকে সংগ্রাম করেছি ওদের পাশাপাশি রয়েছি।" (জাতীয় সংসদের ভাষণ ২৫ জানুয়ারি, ১৯৭৫)

৩

১২ জানুয়ারি ১৯৭২ আগস্ট ১৯৭৫, এই সাড়ে তিন বছর শাসনকাল হচ্ছে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন সরকারের। আর এর নেতা ছিলেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনের দেশ বাংলাদেশ। পাকিস্তানের দখলদার সেনাবাহিনীকে সশস্ত্র লড়াই করে, গেরিলা যুদ্ধ করে আত্মসমর্পণে বাধ্য করা হয়েছে। আর এ যুদ্ধে যোগ দিয়েছে সকল বাঙালি। কৃষক-শ্রমিক-ছাত্র-জনতা ছাড়াও দেশ প্রেমিক সকল রাজনৈতিক দল। সুতরাং যুদ্ধের প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র তারা সহজেই প্রাপ্ত হয়েছিল। কিন্তু বঙ্গবন্ধু যেদিন অস্ত্রসমর্পণের ডাক দিলেন, সেদিন তাঁর আদর্শের সৈনিকরা অস্ত্র জমা দিলেও অনেকেই দেয়নি। তাদের গোপন বাসনা ছিল, প্রতিহিংসা ছিল, রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষও থাকতে পারে।

বঙ্গবন্ধু নিজেই তাঁর বক্তৃতায় বলেছেন, "আমি মানুষকে বললাম, আমার ভাইদের বললাম, মুক্তিবাহিনীর ছেলেদের বললাম, তোমাদের অস্ত্র জমা দাও। তারা অস্ত্র জমা দিল। কিন্তু একদল লোক— আমার জানা আছে, যাদের পাকিস্তান অস্ত্র দিয়ে গিয়েছিল তারা অস্ত্র জমা দেয়নি। তারা এসব অস্ত্র নিয়ে নিরপরাধ লোককে হত্যা করতে শুরু করলো। এমনকি পাঁচজন পার্লামেন্ট সদস্যকেও তারা হত্যা করলো। তবুও আমি শাসনতন্ত্র দিয়ে নির্বাচন দিলাম। কিন্তু যদি বাংলার জনগণ নির্বাচনে আমাকেই ভোট দেয় সে জন্য দোষ আমার নয়। ৩১৫ জন সদস্যের মধ্যে ৩০৭ সিট বাংলার মানুষ আমাদের দিলেন। কিন্তু একদল লোক বলে, কেন জনগণ আমাকে ক্ষমতা দিল? কোনদিন কোন দেশে সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করে, কেউ কাউকে এভাবে অধিকার দেয় না।" (২৬ মার্চ, ১৯৭৫ এ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের জনসভার ভাষণ থেকে)

জাতীয় সংসদে ১৫ জানুয়ারি, ১৯৭৫-এ আরও একটি ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেছেন, "মুখে বলেছে তারা, আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি, নাগরিক অধিকারে বিশ্বাস করি, কিন্তু গোপনে গোপনে তারা অস্ত্র যোগাড় করেছে এবং এসব অস্ত্র দিয়ে যাদের কাছ থেকে অস্ত্র নিয়েছি— যারা অস্ত্র দিয়ে স্বাধীনতা অর্জন করেছে তাদের হত্যা করেছে ঘরের মধ্যে গিয়ে। আমরা দেখেছি যে, প্রত্যেক দেশে নিয়ম আছে যদি আপনাকে অধিকার ভোগ করতে হয়, অন্যের অধিকারকেও রক্ষা করতে হয়, 'ইফ ইউ হ্যাভ এ লিবার্টি ইউ হ্যাভ রেস্পনসিবিলিটি' একথাটা ভুললে চলবে না। কিন্তু রেস্পনসিবিলিটি নেবে না আর সেখানে গিয়ে সরকারি কর্মচারীর মধ্যে গোলযোগ সৃষ্টি করবে, জনগণের মধ্যে গিয়ে তারা অন্য কথা বলবে এবং তারপর তারা অস্ত্র যোগাড় করবে, রাতের অন্ধকারে মানুষকে হত্যা করবে, সশস্ত্র বিপ্লব করে ক্ষমতা দখল করবে, প্রয়োজন হলে উৎখাত করে দেয়া হবে। আমি যদি বলতাম যে, আপনারা বক্তৃতার মধ্যে বলেন,উৎখাত করতে হবে, আপনারা কবে প্রস্তুত হইয়া উৎখাত করবেন আর আমার যা শক্তি আছে সে শক্তি দিয়ে দুই মিনিটের মধ্যে আমি উৎখাত করতে পারি, আপনাদের কিন্তু তবু আমরা অধিকার দিয়েছি। আজকে আপনারা জানেন, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে এটা একটা 'হট বেড অফ ইন্টারন্যাশনাল ক্লিক'। এখানে অর্থ আসে, এখানে মানুষকে পয়সা দেয়া হয়। এখানে তারা বিদেশীদের দালাল হয়। আজকে একটা কথা এখানে

আমাদের ভুললে চলবে না, যে রক্ত দিয়ে স্বাধীনতা এনেছি, সেই রক্ত দিয়ে স্বাধীনতা দরকার হলে রক্ষা করা হবে। স্বাধীনতা নস্যাৎ হতে দেয়া হবেনা। এবং তাদের মনে রাখা দরকার আমরা যারা দীর্ঘদিন, পঁচিশ বছর মাথানত না করে বাংলার স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্বের জন্য এদেশের মানুষের জন্য সংগ্রাম করেছি, আমাদের রক্ত থাকতে এদেশের স্বাধীনতাকে নস্যাৎ করার ক্ষমতা কারোর নাই। (হর্ষধ্বনি) অস্ত্র আইয়ুব খান নিয়ে এসেছিলেন, অস্ত্র ইয়াহিয়া খান নিয়ে এসেছিলেন, অস্ত্র ইস্কান্দার মির্জা নিয়ে এসেছিলেন, কোনদিন তাদের কাছে আমরা মাথানত করি নাই।"

১৯৭২ থেকে বাংলাদেশ এগুচ্ছে, বাংলাদেশের যাত্রাপথ কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না একথা সত্য। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশ এগুচ্ছে। বাঙালির হাজার বছরের স্বপ্ন সফল হয়েছে। বাঙালি নিজস্ব ভূমিতে নিজের সৃজনশীলতার চর্চা করবে এটাই ছিল একমাত্র লক্ষ্য, এটাই ছিল মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মূল্যবোধ। কিন্তু এই চেতনা, এই আদর্শ ও মূল্যবোধকে বিনষ্ট করতে এদেশে অস্ত্রের ঝনঝনানি শুরু হলো, গুপ্ত হত্যার রাজনীতি শুরু হলো— যার চূড়ান্ত অবস্থা আমরা দেখেছি ১৫ আগস্ট, ১৯৭৫-এ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে নৃশংসভাবে নিহত হতে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে স্বাধীনতার পরাজিত শক্তির সহায়তায় ও উচ্চাভিলাষী রাজনৈতিক ব্যক্তি ও সামরিক অফিসারদের মদদে বঙ্গবন্ধু সপরিবারে নিহত হয়েছেন। আর এরাই অন্যদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মদদ যুগিয়েছে '৭২ থেকে '৭৫ পর্যন্ত বাংলাদেশকে অস্থিতিশীল করে তুলতে।

১৯৭২ থেকে ১৪ আগস্ট ১৯৭৫ পর্যন্ত বাংলাদেশে নিহতের সংখ্যা নিয়ে প্রচুর লেখা হয়েছে, প্রচুর পরিসংখ্যান দিয়ে আওয়ামী লীগ শাসনামলের সমালোচনা করা হয়েছে। কেউ বলেছে ৩০ হাজার, কেউ ১ লাখ, কেউবা তারও বেশি উল্লেখ করেছে। রক্ষীবাহিনীই ১ লাখ মানুষ মেরেছে বলে বলা হয়। এসবই মিথ্যার বেসাতি, অপপ্রচার। আওয়ামী লীগ বিরোধী সমালোচক, রাজনীতিবিদ, লেখক, সাংবাদিকরা একের পর এক মিথ্যা কথা বলে গেছে পরবর্তী সামরিক সরকারগুলোর প্রিয়ভাজন হবার স্বার্থে, সুবিধা লাভের স্বার্থে, উচ্ছিষ্ট ভোগের প্রত্যাশায়।

বাংলাদেশে তখন সবচেয়ে প্রচারিত পত্রিকা দৈনিক বাংলা সরকার নিয়ন্ত্রিত। দৈনিক ইত্তেফাক জনপ্রিয় হওয়া সত্ত্বেও তখনও বহুল প্রচারিত হতে পারেনি তার গেটআপ মেকআপ ও মুদ্রণ ব্যবস্থার কারণে। ১৯৭৫ এর পরই এটি ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠতে থাকে। দৈনিক সংবাদ ছিল ন্যাপ ও কম্যুনিস্ট পার্টির সমর্থক। দৈনিক আজাদ ক্রমশ ম্লান হচ্ছে। দৈনিক পূর্বদেশ সরকারি ব্যবস্থাপনায়। দৈনিক বাংলার বাণী যুবলীগ নেতা শেখ ফজলুল হক মণির সম্পাদিত নিজস্ব পত্রিকা। দৈনিক গণকণ্ঠ বের করে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল। সরকার বিরোধী লেখা এবং সংবাদ বেশি ছাপতো তারা। দৈনিক ইত্তেফাক সরকার সমর্থক হিসেবে কখনও কখনও ভূমিকা পালন করলেও তা চোখে পড়ার মত ছিল না। বরং সরকারের বিরুদ্ধেও বেশি সংবাদ ছাপা হতো। উপসম্পাদকীয়ও ছাপা হতো। তবে গণকণ্ঠের মতো আদাজল খেয়ে লেগে থাকত না। আরও একটি পত্রিকা ছিল আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী সম্পাদিত দৈনিক জনপদ। এ পত্রিকাটিও সরকার

বিরোধী সংবাদ ও সম্পাদকীয় পাতায় লেখা ছাপাত। তবে সরকার সমালোচনায় ও বিরোধিতায় দৈনিক ইত্তেফাক ও দৈনিক গণকণ্ঠই ছিল সামনের সারিতে।

দৈনিক ইত্তেফাক ও দৈনিক গণকণ্ঠে ১৯৭২-৭৫ পর্যন্ত পরীক্ষা-নীরিক্ষা করে দেখা যাচ্ছে নিহতের সংখ্যা ১৯৭২ সালে ১২৫ জন, ১৯৭৩ সালে ২৭৮ জন, ১৯৭৪ সালে১৭৬ জন এবং ১৯৭৫ সালের ১৪ আগস্ট পর্যন্ত ৫১ জন। মোট নিহতের সংখ্যা ৬৩০ জন।

নিহতের তালিকায় রাজনৈতিক দল, মুক্তিযোদ্ধা, পুলিশ, ছাত্র, ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য, রিলিফ কমিটির সদস্য ছাড়া সাধারণ নাগরিকও রয়েছে। তালিকা অনুযায়ী সংখ্যা হচ্ছে—

আওয়ামী লীগ ১২৩ জন, যুবলীগ ২ জন, মুক্তিযোদ্ধা, পুলিশ, ছাত্র, ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য, রিলিফ কমিটির সদস্য ছাড়া সাধারণ নাগরিকও রয়েছে। তালিকা অনুযায়ী সংখ্যা হচ্ছে—

আওয়ামী লীগ ১২৩ জন, যুবলীগ ২ জন, ছাত্রলীগ ৩১ জন, শ্রমিক লীগ ৯ জন, কৃষক লীগ ৩ জন, জাসদ ৩৭ জন, ন্যাপ (মোজাফফর ও ভাসানী) ১১ জন, মুক্তিযোদ্ধা ১৮ জন, পুলিশ ২৬ জন, ছাত্র ১০ জন, সাধারণ নাগরিক (দলীয় পরিচয়হীন) ২৭৭ জন, লালবাহিনী ১৭ জন, মুজিব বাহিনী ১১ জন, রক্ষীবাহিনী ১ জন, সাংবাদিক ১ জন, কমিউনিস্ট পার্টি ও ছাত্র ইউনিয়ন ৩ জন, রিলিফ কমিটির সদস্য ২ জন, দুষ্কৃতকারী ১৫ জন, ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য ১৩ জন, বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ ১৫ জন, পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি ৪ জন।

পত্রিকা দু'টির সংবাদে হত্যাকারী হিসেবে যাদের চিহ্নিত করেছে তারা হচ্ছে ডাকাত, দুর্বৃত্ত, সশস্ত্র দুষ্কৃতকারী, অজ্ঞাতনামা, মুখোশধারী দুর্বৃত্ত, পুলিশ-জনতার প্রহার, রক্ষীবাহিনী, উগ্রবাদী ও সন্ত্রাসবাদী দল ইত্যাদি।

তথ্য গবেষণায় উল্লেখযোগ্য কয়েকটি সংবাদ হচ্ছে—

(১) ১৬.১.৭২ তারিখে ইত্তেফাকে প্রকাশিত, 'গত বুধবার রাত্রিতে অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির গুলিতে টিপু সুলতান রোডস্থ মুক্তিবাহিনীর শিবিরের বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব আলী নেওয়াজ (বিদ্যুৎ) শাহাদৎবরণ করেন।'

(২) ২০.৫.৭২ তারিখে দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত, 'বগুড়া জেলার শেরপুর থানার অধীন ৪নং খাসপুর ইউনিয়নের সংগ্রামী ও সমাজসেবী নেতা খাসপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ডা. দবিরউদ্দীন আহমদ একদল সশস্ত্র আওয়ামী লীগ বিদ্বেষী ও সমাজ বিরোধী লোকের হাতে নিহত হন।'

(৩) ৭.৫.৭২-এ দৈনিক গণকণ্ঠে প্রকাশিত, 'ঘটনার বিবরণে প্রকাশ হানাদার বাহিনীর দালাল সিরাজ মিয়া একদল গুণ্ডা নিয়ে জাতীয় শ্রমিক লীগের অন্তর্ভুক্ত ইউ এম সি জুট মিল শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্যদের উপর হামলা চালায়। এতে দু'জন ঘটনাস্থলেই নিহত হয় এবং শিশু ও মহিলাসহ আরও বেশ কিছু লোক আহত হয়।'

(৪) ১৬.৬.৭২ দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত, 'শতাধিক ব্যক্তির একটি সশস্ত্রদল অপহরণ করে বাড়ি হতে প্রায় এক মাইল দূরে গঙ্গাসাগর বিলের কাছে নিয়ে গিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে। নিহতরা হচ্ছেন— ১. আবদুস সাত্তার চৌধুরী আওয়ামী লীগ

কর্মী ও ওয়ার্ড রিলিফ কমিটির চেয়ারম্যান, ২. নুরুজ্জামান গড়পাড়া ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর প্রধান, ৩. মোসাম্মৎ রওশন আরা চৌধুরী গড়পাড়া ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ মহিলা শাখার সাধারণ সম্পাদক এবং ৪. সুরেশ দাস বাড়ির পাহারাদার

(৫) ৬.২.৭৩ দৈনিক গণকণ্ঠে প্রকাশিত, '৪ঠা ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রামের বারবকু শিল্পাঞ্চলে আর আর টেক্সটাইল মিলের নিরীহ শ্রমিকদের উপর একটি সশস্ত্র গুণ্ডাবাহিনী হামলা চালিয়ে ৫০ জন শ্রমিককে হত্যা করে।'

(৬) ২৭.২.৭৩ দৈনিক গণকণ্ঠে প্রকাশিত '২৫ ফেব্রুয়ারি সন্দ্বীপের সাইদের হা নামক স্থানে আওয়ামী লীগ আয়োজিত জনসভায় একটি গ্রেনেড নিক্ষেপের ফলে ৬ ব্যক্তি নিহত ও ২৫ ব্যক্তি আহত হয়।'

(৭) ১১.৩.৭৩ দৈনিক গণকণ্ঠে প্রকাশিত, '১০ মার্চ শনিবার সকালে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি, মোজাফফর-ন্যাপ ও বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের স্থানীয় কয়েকজন নেতা ও কর্মী কোটালীপাড়া থেকে গোপালগঞ্জে যাওয়ার পথে দুর্বৃত্তদের দ্বারা আক্রান্ত হন। দুর্বৃত্তদের এলোপাতাড়ি লাঠিপেটায় ঘটনাস্থলেই ৪ জন ও পরে আরও ১ জনসহ মোট ৫ জন নিহত হন।'

(৮) ৫.১০.৭৩ দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত, 'রক্ষীবাহিনীর সাথে গুলি বিনিময়ে ৮ জন নিহত। ৪ঠা অক্টোবর রাতে শাহজাদপুর থানার খুকশী নামক স্থানে রক্ষীবাহিনীর সাথে গুলি বিনিময়ে ৮ জন সশস্ত্র ব্যক্তি নিহত হয়েছে। ৭ জন ঘটনাস্থলেই নিহত হয় এবং গুলিবিদ্ধ অবস্থায় সিরাজগঞ্জ নিয়ে আসার সময় আর একজন পথেই মারা যায়। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ সশস্ত্র ব্যক্তিদের সন্ধান গোপন সূত্র হতে পেয়ে রক্ষীবাহিনী যখন নৌকাযোগে ঐ স্থান অতিক্রম করিতেছিল তখন রক্ষীবাহিনী তাদের চ্যালেঞ্জ করে। এর জবাবে নৌকা হতে গুলি ছোঁড়ে। রক্ষীবাহিনীও পাল্টা গুলি চালায়। ফলে উক্ত নৌকাটি ডুবে যায়। এবং ৭ জন ঘটনাস্থলেই নিহত হয়। এই দলের নিকট হতে দু'টি স্টেনগানসহ প্রচুর গোলাবারুদ উদ্ধার করা হয়।'

(৯) ১৮.৩.৭৪ দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত, 'জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের ঘেরাও আন্দোলনের সূচনায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বাসভবন ঘেরাও এর সময় পুলিশ ও রক্ষীবাহিনীর গুলিতে ৬ জন নিহত।'

(১০) ৬.৪.৭৪ দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত, 'গতকাল ভোরের দিকে একদল সশস্ত্র দুষ্কৃতকারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সূর্যসেন হলে প্রবেশ করে জোরপূর্বক ৭ জন ছাত্রকে মহসিন হল এলাকায় নিয়া গিয়া হত্যা করে। নিহতদের নাম— ১. নাজমুল হক কোহিনুর ২য় পর্ব এম. এ. সোসিওলজি, ২. মো. ইদ্রিস এম. কম ১ম পর্ব, ৩. রেজওয়ানুর নুর রব, ১ম বর্ষ সম্মান সোসিওলজি, ৪. সৈয়দ মাসুদ মাহমুদ ১ম বর্ষ সোসিওলজি, ৫. বশির উদ্দিন আহমেদ ১ম পর্ব এম কম, ৬. আবুল হোসেন ১ম বর্ষ সম্মান সোসিওলজি, ৭. এবাদ খান ১ম বর্ষ সম্মান সোসিওলজি।'

(১১) ৫.১১.৭৪ দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত, 'মুন্সীগঞ্জ মহকুমা ও বগুড়া সদরে সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপে কমপক্ষে ২২ ব্যক্তির গুম হওয়ার খবর পাওয়া গিয়াছে। প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ মুন্সীগঞ্জ মহকুমার গ্রামাঞ্চলে চরমপন্থীদের সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপ

বৃদ্ধি পাইয়াছে।'

(১২) ২৭.১২.৭৪ দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত, 'কুষ্টিয়া-২৭ ডিসেম্বর। সংসদ সদস্য ও কুষ্টিয়া জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি জনাব গোলাম কিবরিয়া গত বুধবার ভোরে ঈদগাঁ ময়দানে নামাজ আদায়ের সময় দুস্কৃতকারীদের গুলিতে নিহত হয়েছে। ১২ জন গ্রেফতার।'

(১৩) ৪.১.৭৫ দৈনিক গণকণ্ঠে প্রকাশিত, '১লা জানুয়ারি সিরাজুল হক সিকদার ওরফে সিরাজ সিকদারকে গ্রেফতার করা হয়। ঐদিনই তাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ঢাকায় পাঠানো হয় বলে ঢাকায় পুলিশ সুপারেনটেনডেন্ট স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানা গেছে। জিজ্ঞাসাবাদের সময় তিনি একটি স্বীকারোক্তিমূলক বিবৃতি দেন এবং তার দলীয় কর্মীদের ও অননুমোদিত অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ রাখার গোপন আড্ডায় যাওয়ার সময় তিনি সাভারের কাছে ভ্যান থেকে লাফিয়ে পড়েন এবং পালানোর চেষ্টা করেন। তিনি যাতে পালাতে না পারেন সেজন্য পুলিশ গুলি চালায়। এতে সঙ্গে সঙ্গে সিরাজ সিকদার এর মৃত্যু হয়।'

এ সময় দৈনিক বাংলায় 'স্বাভাবিক মৃত্যুর গ্যারান্টি চাই' উপ-সম্পাদকীয় লিখেও প্রচণ্ড আলোড়ন তোলা হয়। কিন্তু এই মৃত্যুর কারণ কি তার শেকড়ে যাবার চেষ্টা হয়নি। এমন রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের পর সাধারণ মানুষের চাওয়া পাওয়ার কিছু ছিল না, শুধু পেটভরে খাওয়া শান্তিতে ঘুমানো ও শ্রম শক্তি দিয়ে দেশ গড়তে তারা চেয়েছে। কিন্তু স্বাধীনতার পরাজিত শক্তি তাদের এ দেশীয় চরদের মাধ্যমে এসব হত্যাকাণ্ড, কলে-কারখানা-গুদামে অগ্নিকাণ্ড-সন্ত্রাসী তৎপরতা,কালোবাজারি ও পাচার কর্মকাণ্ড অব্যাহত রেখে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি করে দেশকে অসহনীয় পথে নিয়ে যেতে থাকে। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনের পর বঙ্গবন্ধু অর্থনৈতিক কর্মসূচি গ্রহণ করলেন, তখন তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্র হয়। বাংলার মানুষ সুখে থাকুক এটা কুচক্রী খুনি গোষ্ঠী ও তাদের মুরুব্বীরা মেনে নিতে পারেনি। বঙ্গবন্ধুর আকাশচুম্বি জনপ্রিয়তা ও বিশ্ব নেতৃত্বের দূরদর্শিতা তাদের আতঙ্কের কারণ হয়ে উঠেছিল। তারা বাংলার সবুজ শ্যামল প্রান্তর রক্তাক্ত করেছে, বাঙালির শান্তিময় জীবনকে কলুষিত করেছে এবং স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষাকে পদদলিত করতে চেয়েছে। কিন্তু বীরের জাতি বাঙালি কখনও পদানত থাকেনি, পরাজিত থাকেনি। রক্ত দিয়ে জীবন দিয়ে আত্মত্যাগর এক অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত রেখে গেছে।

কিছু কিছু হত্যাকাণ্ড ঘটেছে দুষ্কৃতকারী হিসেবে উগ্রবামপন্থীদের দ্বারা, যারা পাকিস্তান আমল থেকেই হতার মত একটা নিষ্ঠুর ও অমানবিক পথ বেছে নিয়েছিল। তারা শ্রেণী শত্রু খতম করার শ্লোগান তুলে বহু ত্যাগী নিষ্ঠাবান মানুষকে হত্যা করেছে। তারা ক্ষমতা দখল করতে অস্ত্র বেছে নেয়, জনগণের সমর্থন ও ভালবাসার উপর আস্থা বা বিশ্বাস ছিল না বলেই। অস্ত্র যে কোন শান্তি স্থাপন করতে পারে না এ বোধশক্তি তারা যেন হারিয়ে ফেলেছিল।

দেশী-বিদেশী এতো চক্রান্তসত্ত্বেও আজকের বাংলাদেশের উত্তরণ আমাদের সব শোক, দুঃখ ও বেদনা ভুলিয়ে দেয়। আমরা বিজয়ী জাতি। আমরা পরাজিত হতে জানি না।

এই গ্রন্থটি তৈরি করতে প্রথম আমরা প্রধানতঃ দৈনিক পত্রিকাগুলির উপর নির্ভর করি। এরপর শুধুমাত্র দৈনিক ইত্তেফাক ও দৈনিক গণকণ্ঠ নির্বাচিত করি। এজন্য আমরা কাজ করি ঢাকার বেশ কয়েকটি লাইব্রেরি। জাতীয় আর্কাইভ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও পাবলিক লাইব্রেরি। অনেক দিনের কাগজ পাওয়া যায় নি। কোথাও কোথাও এমন বিবর্ণ ও কেউবা কেটে নিয়ে গেছে। ধুলো ও পোকার খাদ্য হিসেবেও পড়ে থাকা কোথাও কোথাও কাগজ খুঁজতে হয়েছে। তারপরও আমরা চেষ্টা করেছি বস্তুনিষ্ঠ থাকতে এবং প্রকৃত তথ্যটুকু যতোখানি সম্ভব উদ্ধার করতে। পাঠক, গবেষকরা এ থেকে যথাসম্ভব সহায়তা পাবেন এটাই আমাদের একমাত্র প্রত্যাশা। তাহলে আমাদের শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করবো।

এ গ্রন্থের তথ্য সংগ্রহে বিশেষভাবে পরিশ্রম করেছেন হামিদা খানম, রেহানা নবী, শামসুন নাহার ও লায়লা আর্জুমান্দ বানু। তাদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এ গ্রন্থের ব্যাপক প্রচার হলে তাদের শ্রম সার্থক হবে।

গ্রন্থটি প্রকাশ করার জন্য সময়ের প্রকাশক ফরিদ আহমেদকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই।

পান্থপথ, ঢাকা
১৯.১.২০০১

বেবী মওদুদ

১৯৭২-১৯৭৫ সালের ১৪ আগস্ট পর্যন্ত দৈনিক ইত্তেফাক ও দৈনিক গণকণ্ঠ পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ অনুযায়ী নিহতদের সংখ্যা

১৯৭২ সালে নিহত মোট	=	১২৫ জন
১৯৭৩ সালে নিহত মোট	=	২৭৮ জন
১৯৭৪ সালে নিহত মোট	=	১৭৬ জন
১৯৭৫ সালের ১৪ই আগষ্ট পর্যন্ত নিহত মোট	=	৫১ জন
		৬৩০ জন

দলীয় হিসাবে নিহতদের সংখ্যা

১.	আওয়ামী লীগ	১২৩ জন
২.	যুবলীগ	০২ জন
৩.	ছাত্রলীগ	৩১ জন
৪.	শ্রমিক লীগ	০৯ জন
৫.	কৃষক লীগ	০৩ জন
৬.	জাসদ	৩৭ জন
৭.	ন্যাপ (মোজাফফর, ভাসানী)	১১ জন
৮.	মুক্তিযোদ্ধা	১৮ জন
৯.	পুলিশ	২৬ জন
১০.	ছাত্র	১০ জন
১১.	সাধারণ নাগরিক (দলীয় পরিচয় নাই)	২৭৭ জন
১২.	লাল বাহিনী	১৭ জন
১৩.	রক্ষী বাহিনী	০১জন
১৪.	মুজিব বাহিনী	১১ জন
১৫.	জাতীয় লীগ	০১ জন
১৬.	সাংবাদিক	০১ জন
১৭.	কমিউনিস্ট পার্টি (ছাত্র ইউনিয়ন)	০৩ জন
১৮.	রিলিফ কমিটির সদস্য	০২ জন
১৯.	দুষ্কৃতিকারী	১৫ জন
২০.	ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য	১৩ জন
২১.	বাকশাল কর্মী	১৫ জন
২২.	পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি	০৪ জন
		৬৩০ জন

১৯৭২ হতে ১৯৭৫ পর্যন্ত সময়কালে নিহতদের তথ্য

তাং, তথ্যসূত্র	নিহতদের নাম ও ঠিকানা এবং ঘটনার বিবরণ
১৬-০১-৭২ ইত্তেফাক	আলী নেওয়াজ (বিদ্যুৎ) সাবেক কায়েদে আযম কলেজের ইন্টার মিডিয়েট এর ছাত্র। ইত্তেফাক রিপোর্ট-গত বুধবার রাত্রিতে অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির গুলিতে টিপু সুলতান রোডস্থ মুক্তিবাহিনীর শিবিরের বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব আলী নেওয়াজ (বিদ্যুৎ) শাহাদত বরণ করেন।
০৩-০২-৭২ ইত্তেফাক	জহির রায়হান। বিএসএস-প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও চিত্র পরিচালক গত ২৯ শে জানুয়ারি থেকে নিখোঁজ হয়েছেন। তারপর থেকে জনাব জহির রায়হানের আর কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি।
০৭-০২-৭২ ইত্তেফাক	আনিসুর রহমান (দাগু) জয়নগর, ঈশ্বরদী। পাবনা (৫ই ফেব্রুয়ারি)-ইত্তেফাকের পাবনাস্থ সংবাদদাতা। ঈশ্বরদী থানার জয়নগর ইউনিয়নের মুক্তিযোদ্ধা আনিসুর রহমান (দাগু) রহস্যজনকভাবে খুন হয়েছে।
২০-০৩-৭২ ইত্তেফাক	নয়জন মুক্তিযোদ্ধা, চিরির বন্দর থানা, দিনাজপুর। দিনাজপুর, ১৮ মার্চ-সম্প্রতি দিনাজপুর সদর মহকুমার চিরির বন্দর থানায় একদল সশস্ত্র দুষ্কৃতকারী নয়জন মুক্তিযোদ্ধাকে হত্যা করেছে। লুকিয়ে থাকা রাজাকারদের দ্বারা এই হত্যাকাণ্ড সংগঠিত হয়েছে বলে আশঙ্কা করা হয়েছে।
২০-০৩-৭২	এ. আর. চৌধুরী, নোয়াখালী জেলার রামগঞ্জ থানার সোনাচাকা গ্রাম। ইত্তেফাক-১২ মার্চ তারিখে বীর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন এ আর চৌধুরী নারায়ণগঞ্জস্থ তার বাসভবনে আততায়ীর গুলিতে আহত হয়ে পরে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে মৃত্যুবরণ করেন।

তাং, তথ্যসূত্র	নিহতদের নাম ও ঠিকানা এবং ঘটনার বিবরণ
০২-০৪-৭২ গণকণ্ঠ	৮ ব্যক্তি নিহত (নাম উল্লেখ নাই) দিনাজপুরের বাংলাদেশ সেনা বাহিনীর কিছু সংখ্যক লোকের গুলি বর্ষণে ৮ ব্যক্তি নিহত ও ১০ জন আহত হয়। সিনেমা হলে এক বাক-বিতন্ডার ফলে উক্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।
১১-০৪-৭২ ইত্তেফাক	মোহাম্মদ সেলিম মিয়া, ২৯/৩০ নং ইসলামপুর রোড। আহসানউল্লাহ রোডের ফল বিক্রেতা এবং কমিশন এজেন্টস মোহাম্মদ সেলিম মিয়া ২৯-৩০ নং ইসলামপুর রোড, আমপট্টির নিজস্ব ভবনে রাত্রি নয়টার সময়ে হঠাৎ আক্রমণকারী একদল সশস্ত্র লোকের পিস্তলের গুলিতে নিহত হন। সেলিম মিয়া আওয়ামী লীগের একজন কর্মী ছিলেন।
২০-০৫-৭২ ইত্তেফাক	ডা: দবির উদ্দিন আহমদ বগুড়া জেলার শেরপুর থানার ৪নং খাসপুর ইউনিয়ন। বগুড়া জেলার শেরপুর থানার অধীন ৪নং খাসপুর ইউনিয়নের সংগ্রামী ও সমাজসেবী নেতা খাসপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ডা: দবির উদ্দিন আহমদ একদল সশস্ত্র আওয়ালী লীগ বিদ্বেষী ও সমাজ বিরোধী লোকের হাতে নিহত হন।
২৫-০৫-৭২ গণকণ্ঠ	আজিজুল হক, ছাত্রলীগ কর্মী। টাঙ্গাইলের বুকে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ কর্মীদের মশাল মিছিলের ওপর হাতবোমা ছুঁড়ে যে অতর্কিত নগ্ন হামলা দুর্বৃত্ত কাদের সিদ্দিকীর পাষণ্ড চেলা চামন্ডারা করেছিল, তারই করুণ পরিণতি আজিজুল হকের অকাল মৃত্যু।
০৬-০৫-৭২ গণকণ্ঠ	আনোয়ারুল ইসলাম ও আব্দুল হাই। মুক্তিযোদ্ধা নওগাঁ। গত সোমবার রাতে (৪ মে) কয়েকজন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির গুলিতে আনোয়ারুল ইসলাম ও আব্দুল হাই নিহত হন।
০৭-০৫-৭২ গণকণ্ঠ	দুইজন (নাম উল্লেখ নাই) টঙ্গী। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, হানাদার বাহিনীর দালাল সিরাজ মিয়া একদল গুন্ডা নিয়ে জাতীয় শ্রমিক লীগের অন্তর্ভুক্ত ইউ এম সি জুট মিল শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্যদের উপর হামলা চালায়। এতে দুই জন ঘটনাস্থলেই নিহত হয় এবং শিশু ও মহিলাসহ আরো বেশ কিছু লোক আহত হয়।

তাং, তথ্যসূত্র	নিহতদের নাম ও ঠিকানা এবং ঘটনার বিবরণ
১২-০৫-৭২ গণকণ্ঠ	নূরু মিয়া (ছাত্র) মুক্তিযোদ্ধা, ময়মনসিংহ। ১০ই মে ময়মনসিংহে সাবেক তরুণ মুক্তিযোদ্ধা নূরু মিয়া তার বাড়ির কাছে কতিপয় আততায়ীর গুলিতে নিহত হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।
১৩-০৫-৭২ গণকণ্ঠ	মাজুমিয়া শ্রমিক, টঙ্গী শিল্পাঞ্চল। টঙ্গী শিল্পাঞ্চলের মন্নু টেক্সটাইল মিলে দুটি বিবদমান শ্রমিক দলের সংঘর্ষে একজন নিহত হয়।
১৫-৫-৭২ গণকণ্ঠ	কুতুব ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া। জনাব কুতুব সন্ধ্যার সময় একটি চায়ের দোকানে বসে যখন চা পান করছিলেন তখন কয়েক ব্যক্তি তাকে বাইরে ডেকে আনে এবং কিছু দিন পর তার লাশ পাওয়া যায়।
১৭-৫-৭২ গণকণ্ঠ	১ জন নিহত (নাম উল্লেখ নাই)। চুয়াডাঙ্গায় পুলিশের গুলিতে একজন নিহত ১৪ জন আহত। এলাকার লোকজন নিহতের লাশ সরিয়ে ফেলে প্রবল প্রতিরোধের মুখে পুলিশের পক্ষে মৃতদেহ উদ্ধার সম্ভব হয়নি। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, একদল উচ্ছৃংখল জনতা ষ্টেশনে মালগাড়ির একটি ওয়াগান থেকে যখন গম লুট করে নিচ্ছিল তখন জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য পুলিশ গুলি চালায়।
০১-৬-৭২ গণকণ্ঠ	মোঃ গোলাম মোস্তফা। ঝিনাইদহ ৩০ শে মে। সম্প্রতি কোটচাঁদপুর ও মহেশপুর থানার মুক্তিবাহিনীর কমান্ডার মোঃ গোলাম মোস্তফাকে কে বা কারা রাতের আঁধারে গুলী করে মেরে ফেলেছে বলে জানা গেছে।
০১-৬-৭২ গণকণ্ঠ	আফসার উদ্দিন। ঝিনাইদহ থানার ছয়মাইল দূরে অপর এক গ্রামে আফসারউদ্দিন নামে আর এক ব্যক্তিকে গুলী করে হত্যা করা হয়।
০৭-০৬-৭২ গণকণ্ঠ	হুমায়ুন কবীর। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক জনাব হুমায়ুন কবীর গতকাল রাত সাড়ে ন'টায় অজ্ঞাত আততায়ীর গুলীতে নিহত হয়েছেন।

তাং, তথ্যসূত্র	নিহতদের নাম ও ঠিকানা এবং ঘটনার বিবরণ
০৮-০৬-৭২ গণকণ্ঠ	আবদুল গফুর খুলনা অফিস ৭ জুন। গতকাল দুপুরে গণপরিষদ সদস্য জনাব আব গফুর দুইজন আওয়ামী লীগ কর্মীসহ নৌকাযোগে পাইকগাছা যাওয় পথে মুখোশধারী কর্তৃক অপহৃত হয় এবং পরে নদীতে তার ল পাওয়া যায়।
১০-০৬-৭২ গণকণ্ঠ	৩ জন নিহত ও ৮ জন আহত। কুষ্টিয়া ৯ জুন তারিখে সকালে স্থানীয় সোনালী ব্যাংকের একটি শা সামনে অচল ঘোষিত নোট বদল সংক্রান্ত কাজে আগত জনতার সা ব্যাংক কর্মচারীদের মধ্যে সৃষ্ট বচসাকে কেন্দ্র করে পুলিশের গুলী বর্ষ ৩ ব্যক্তি নিহত ও ৮ জন আহত হয়েছে।
১০-০৬-৭২ ইত্তেফাক	নজরুল ইসলাম গত ১০ জুন রাতে কালিয়া হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক জনাব নজরু ইসলামকে তার বাসভবনে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে।
১১-০৬-৭২ ইত্তেফাক	(১) কোরবান আলী দোকান কর্মচারী লীগের সম্পাদক, (২) শহীদুজ্জা হেলাল, শাহজাদপুর কলেজ ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক, (৩) ফরহাদ উদ্দিন ছাত্রলীগ সদস্য, (৪) দিলীপ কুমার কলেজের দ্বিতী বর্ষের ছাত্র, (৫) সকিম উদ্দিন সাধারণ লোক, (৬) সমির উদ্দিন সাধা লোক। শাহজাদপুর সোনালী ব্যাংকের সামনে ৫ টাকা ও ১০ টাকা নোট ব নিয়ে একদল সশস্ত্র উন্মত্ত লোক হাঙ্গামা সৃষ্টি করে। ছাত্র এ জনসাধারণের দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দলের মধ্যে এই হাঙ্গামার ফলে ৬ ব্য বুলেট বিদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলেই নিহত হয়।
১৩-৬-৭২ ইত্তেফাক	১৭ জন (নাম উল্লেখ নাই)। ষ্টাফ রিপোর্টার। খুলনায় লাল বাহিনীর উপর পুলিশের গুলীবর্ষণে ১ জন নিহত এবং ৭ জন আহত হয়েছে বলে সরেজমিন তদন্ত শে জাতীয় শ্রমিক লীগের আবদুল মান্নান এম সি এ জানান।
১৪-৬-৭২ ইত্তেফাক	(১) আবু বকর আওয়ামী লীগের সম্পাদক, (২) আফসার উদ্দিন আওয়া লীগের কর্মী, (৩) ময়দান আলী ছাত্র পাবনা সদর মহকুমার বেড়া থান অন্তর্গত তাওরাকিনী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সম্পাদক আবু বকর

	কতিপয় দুষ্কৃতিকারী নিষ্ঠুরভাবে ছুরিকাঘাতে খুন করে। কুমারখালী থানার পান্টি গ্রামের বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ কর্মী আফসার উদ্দিন মাস্টার কতিপয় দুষ্কৃতিকারীর গুলীতে নিহত হন।
১৪-৬-৭২ ইত্তেফাক	গোলাম আম্বিয়া দৈনিক বাংলারবাণীর সাংবাদিক। গোলাম আম্বিয়া তার স্ত্রী, পুত্র ও কন্যাদের রাজশাহী জেলার নাটোরে পাঠানের উদ্দেশ্যে কমলাপুরে বিআরটিসি কোচে উঠিয়ে দিতে যান। এর পর হতে জনাব আম্বিয়ার কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি। পরে মেডিক্যাল হাসপাতালের মর্গে তার লাশ পাওয়া যায়।
১৬-৬-৭২ ইত্তেফাক	৪ জন নিহত হয় (১) আবদুস সাত্তার চৌধুরী আওয়ামীলীগ কর্মী ও ওয়ার্ড রিলিফ কমিটির চেয়ারম্যান, (২) নুরুজ্জামান চৌধুরী মাড়াপাড়া ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর প্রধান, (৩) মোসাম্মত রওশন আরা চৌধুরী গড়াপাড়া ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ মহিলা শাখার সাধারণ সম্পাদক এবং বাড়ির পাহারাদার, (৪) সুরেশ দাস। শতাধিক ব্যক্তির একটি সশস্ত্রদল অপহরণ করে বাড়ি হতে প্রায় এক মাইল দূরে গঙ্গাসাগর বিলের কাছে নিয়ে গিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে।
২১-৬-৭২ গণকণ্ঠ	শহীদুজ্জামান হেলাল সহ ৬ জনের হত্যাকান্ড (নাম উল্লেখ নাই)। গণকণ্ঠের স্থানীয় সংবাদদাতা জনাব শহীদুজ্জামান হেলালসহ ছয় ব্যক্তির নিষ্ঠুর হত্যাকান্ডই এর জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত। এই ঘটনাটি ঘটেছে আইন-শৃংখলার রক্ষক বলে পরিচিত পুলিশের নিস্পৃহ চোখের উপর। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, সরকারি ঘোষণা অনুযায়ী পাকিস্তান আমলের পাঁচ ও দশ টাকার নোট দ্রুত বদল করার জন্য ঘটনার দিন (১৯ শে জুন) পাবনা জেলার শাহজাদপুরের একটি ব্যাংকে বহু সংখ্যক লোক ভীড় করেন। হাজার লোকের ভীড়ের মধ্যে থেকে দুর্বল ও বৃদ্ধদের পক্ষে টাকা বিনিময় করা অসম্ভব হয়ে ওঠে। ব্যাংকের অভ্যন্তরের লোকেরা পয়সার বিনিময়ে টাকা বিনিময় করে বলে কয়েক শত লোক কৃষক সম্মেলনের নেতৃবৃন্দের কাছে অভিযোগ উত্থাপন করলে তারা বিশৃংখলার অবসান ঘটানোর এবং সুষ্ঠুভাবে টাকা বিনিময়ের অনুরোধ করলে বাক বিতণ্ডার এক পর্যায়ে দুর্বৃত্তরা আঘাতের পর আঘাত হেনে তাদের হত্যা করে।
২৫-৬-৭২ গণকণ্ঠ	এস কে বিশ্বাস। গত ২০ শে জুন রাতে ৮৪/৪ কাকরাইলের জনৈক এস কে বিশ্বাস

তাং, তথ্যসূত্র	নিহতদের নাম ও ঠিকানা এবং ঘটনার বিবরণ
	জিঞ্জিরায় দুষ্কৃতিকারীদের হাতে নিহত হন।
২০-৭-৭২ গণকণ্ঠ	মনিরুজ্জামান, পুলিশ সাবইন্সপেক্টর। গত পহেলা জুলাই জনাব মনিরুজ্জামান নামে মীরপুর থানার এক পুলিশ সাব ইন্সপেক্টর সোমরার রাতে শুভ্যাপ গ্রামে কর্তব্যরত থাক কতিপয় সশস্ত্র দুষ্কৃতিকারীদের গুলীতে নিহত হয়।
২৬-৭-৭২ গণকণ্ঠ	আব্দুল মালেক। গত ২৩ শে জুলাই আওয়ামী গুন্ডা বাহিনী ও সরকার সমর্থক এ এফ মার্কা ছাত্রদলের ক্যাসিবাড়ি হামলায় আব্দুল মালেক আহত হ ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, ২৩ শে জুলাই রাত সাড়ে আটটায় আ হাসপাতালে আনা হয়। আনার পর তার সংকটাপন্ন অবস্থা কাটে এবং তিনি ভোরের দিকে মারা যান।
২৬-৭-৭২ ইত্তেফাক	দিনাজপুর জেলার বিরল থানার ছাত্র লীগের প্রচার সম্পাদক আব্দু মালেক। ২৫ জুলাই আওয়ামী লীগ অফিসে গ্রেনেড হামলায় আহত আব্দুল মা ২৬ জুলাই সকালে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে শেষ নি ত্যাগ করেন।
২৬-৭-৭২ ইত্তেফাক	আবদুল জলিল, গুণবতী রেলওয়ে স্টেশন। নিহত মুক্তিযোদ্ধা আবদুল জলিল ট্রেনের অপেক্ষায় গুণবতী স্টেশ অপেক্ষা করছিলেন। হঠাৎ প্রধান আসামী আনোয়ার উল্লাহ ও অপ কয়েকজন দুর্বৃত্তসহ তাকে আক্রমণ করে ও ছুরিকাঘাত করে। ফ ঘটনাস্থলেই আবদুল জলিল-এর মৃত্যু হয়।
১৯-৮-৭২ ইত্তেফাক	বাগের হাট শেখ মুজিবুর রহমান। শেখ মুজিবুর রহমান তার বন্ধু আবদুস ছামাদসহ বাগের হাট হতে ঘ ফেরার সময় হত্যাকারীরা তার উপর হাতবোমা নিক্ষেপ করে ব্যর্থ হয় পরে তারা নির্মমভাবে ছুরিকাঘাত করলে ঘটনা স্থলেই তার মৃত্যু হয়।
২১-৮-৭২ ইত্তেফাক	ঝালকাঠির বাসান্দা ইউনিয়ন (১) খোন্দকার আবদুর রাজ্জাক ও(২) আনোয়ার হোসেন। সশস্ত্র ডাকাতের গুলিতে বাসান্দা ইউনিয়নের আওয়ামী লীগের

	প্রেসিডেন্ট খোন্দকার আবদুর রাজ্জাক ও ভাইস প্রেসিডেন্ট আনোয়ার হোসেন নিহত হন।
২৬-৮-৭২ ইত্তেফাক	২ জন শ্রমিক নিহত। আদমজী জুট মিলে দুটি বিবদমান শ্রমিক দলের মধ্যে সংঘর্ষে দুইজন শ্রমিক নিহত হয়।
২৯-৮-৭২ ইত্তেফাক	নওয়াবগঞ্জ থানাধীন আফতাবগঞ্জ ইউনিয়ন কাসিমউদ্দিন আহমদ। নওয়াবগঞ্জ থানাধীন আফতাবগঞ্জ ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি কাসিমউদ্দিন আহমদ কয়েক জন অজ্ঞাতনামা আততায়ীর গুলীতে নিহত হয়েছেন। দলের সাংগঠনিক কাজ শেষে তিনি বাড়ি ফিরার পথে দুর্বৃত্তরা তাকে গুলি করে হত্যা করে।
০৮-০৯-৭২ ইত্তেফাক	পাবনার ফরিদপুর থানা আওয়ামী লীগ সভাপতি অধ্যাপক আবুল হোসেন। ফরিদপুর থানা আওয়ামী লীগের সভাপতি অধ্যাপক আবুল হোসেন অজ্ঞাতনামা আততায়ীর গুলীতে নিহত হন।
১৪-৯-৭২ ইত্তেফাক	সাতক্ষীরা বাবুলিয় গ্রামের মোবারক আলী সরকার। সাতক্ষীরা জেলার বাবুলিয় গ্রামের মোবারক আলী সরকারকে কতিপয় দুষ্কৃতিকারী নৃশংসভাবে হত্যা করে এবং তার ভাইকে মারধর করে।
২৩-৯-৭২ ইত্তেফাক	জামালপুর আলহাজ জুট মিলে শ্রমিক লীগের আবদুর রাজ্জাক। আলহাজ জুটমিলের নিকটস্থ একস্থানে শ্রমিক লীগের সভাপতি আবদুর রাজ্জাককে প্রকাশ্য দিবালোকে গুলী করে হত্যা করা হয়। ইতিপূর্বে নিহত থানা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবদুল গণীর লাশ তিনটি খণ্ডে বিভক্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। দুই দিন যাবৎ জুট মিলে যে প্রচণ্ড শ্রমিক অসন্তোষ দেখা দিয়েছে তারই পরিণতিতে এই ঘটনা ঘটেছে।
২৬-০৯-৭২ গণকণ্ঠ	(১) খলিল মিয়া (২) আলম। ১৬ ই এপ্রিল সোমবার রমনা থানাধীন সন্নিকটস্থ সিএন্ডবি এলাকার নির্মিত একটি কাচা রাস্তায় রকেট বোমা বিস্ফোরণের ফলে ২ ব্যক্তির মৃত্যু হয়।
৩০-০৯-৭২	লৌহ জং থানা আওয়ামী লীগের কর্মী মজিবুর রহমান হাওলাদার ও তার

ইত্তেফাক	ছোট ভাই ওমর আলী হাওলাদার। লৌহ জং থানা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ও মুন্সীগঞ্জ মহকুমার আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক কমিটির সদস্য মহিবুর রহমান হাওলাদার ও তার ছোট ভাই ওমর আলী হাওলাদার অজ্ঞাতনামা আততায়ীর গুলিতে নিহত হয়।
০৫-১০-৭২ গণকণ্ঠ	শামসুল হক, মাইজদী কোর্ট আওয়ামী লীগ কর্মী। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, জনাব শামসুল হক নিজ বাড়িতে স্ত্রীর সাথে কথা বলার সময় জানালা দিয়ে দুবার তার প্রতি গুলি বর্ষণ করা হয়। গুলি বর্ষণে ১০ মিনিটের মধ্যেই তিনি মারা যান।
০৫-১০-৭২ গণকণ্ঠ	মোঃ মোস্তাফা, আঃ স্বেচ্ছাসেবক নোয়াখালী। ১লা অক্টোবর গভীর রাতে চর জুবলীর জনৈক গৃহস্ত বাড়িতে ঢুকে জোর করে গৃহস্ত কন্যাকে ধরে আনার চেষ্টা করলে গৃহকর্ত্রী দা দিয়ে আঘাত করে তাকে হত্যা করে।
১২-১০-৭২ গণকণ্ঠ	মোঃ মাসুদুজ্জামান, ছাত্র গফরগাঁও। গফরগাঁও কলেজের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে মুজিববাদী কর্মীদের হাতে নিহত হয়।
১৩-১০-৭২ গণকণ্ঠ	আঃ হক, শ্রমিক ও শরীফুল ইসলাম, ৮ম শ্রেণীর ছাত্র কুমিল্লা জেলা স্কুল। ছাত্রলীগের মিছিলে মুজিববাদী দলের গুলি বর্ষণে নিহত হয়।
১৭-১০-৭২ ইত্তেফাক	আবদুল করিম সরকার। রাজশাহী (নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত) গত ১৫-১০-৭২ তারিখে রাতে কতিপয় দুষ্কৃতিকারী টানোর থানা আওয়ামী লীগের সভাপতি আবদুল করিম সরকারকে স্টেনগান দ্বারা তাহার নিজ গৃহে গুলী করিয়া হত্যা করে। পুলিশী তদন্ত চলিতেছে।
১৭-১০-৭২ ইত্তেফাক	তাহের আলী মালিক ও জালাল মালিক। পাবনা : (নিজস্ব সংবাদাতা প্রেরিত) ১৬-১০-৭২ তারিখে পাবনা সদর থানার অন্তর্গত দোগাছি ইউনিয়নের ফুলুমিয়া গ্রামের তাহের আলী মালিক ও তাহার পুত্র জালাল মালিককে নিষ্ঠুরভাবে ছুরিকাঘাতে হত্যা করা

	হয়। গভীর রাতে ১৫ জন সশস্ত্র দুষ্কৃতিকারী এই হত্যা কাণ্ড ঘটায়।
১৮-১০-৭২ ইত্তেফাক	জনৈকা বিবাহিতা তরুণী। ঢাকা : (ইত্তেফাক রিপোর্ট) ১৭-১০-৭২ তারিখে রাত্রে মতিঝিল পুলিশ ফাঁড়ি সংলগ্ন কলোনীতে এজিবি অফিসের একজন উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তার ঘরে রাত পৌনে ১১ টার সময় মুখোশ পরা ৩ ব্যক্তি প্রবেশ করে আহাররত অবস্থায় ঘরে অবস্থানরত স্বামী স্ত্রী দুজনের প্রতি গুলি বর্ষণ করলে ভদ্রলোকের স্ত্রী গুলিবিদ্ধ হন।
১৯-১০-৭২ ইত্তেফাক	শাসমুজ্জোহা, সাবেক মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার ও আওয়ামী লীগ কর্মী। কুষ্টিয়া (নিজস্ব সংবাদদাতার বার্তা) গত ১০-১০-৭২ তারিখে সকালে কুষ্টিয়া ঝিনাইদহ সড়কের উপর বৃত্তিপাড়ার সন্নিকটে শামসুজ্জোহা নামে ২৮ বছর বয়সের সাবেক মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার ও একজন আওয়ামী লীগ কর্মীকে দুষ্কৃতিকারীরা প্রকাশ্যে গুলি করে হত্যা করে।
১৯-১০-৭২ গণকণ্ঠ	গোলাম আলী জোয়ারদার ও জামাল উদ্দিন শরিষাডাঙা আওয়ামী লীগ কর্মী। বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে বেয়নেট ও রডের সাহায্যে পিটিয়ে হত্যাকরা হয়।
২০-১০-৭২ ইত্তেফাক	ওমর আলী। শাহাজাদাপুর। গত ৮ই অক্টোবর ছাত্রলীগের কর্মী ও ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থী ওমর আলীকে কতিপয় দুষ্কৃতিকারী নৃশংসভাবে দেহ থেকে মস্তক বিচ্ছিন্ন করে হত্যা করে।
২০-১০-৭২ ইত্তেফাক	আবদুল মাজেদ। বিপিআই পরিবেশিত সংবাদে প্রকাশিত। খুলনা জেলার কোতোয়ালী থানাধীন আনন্দ গ্রামের জনৈক আবদুল মাজেদ একদল সমাজ বিরোধীর হাতে নিহত হয়েছেন।
২২-১০-৭২ ইত্তেফাক	কলিমউদ্দিন মিয়া। ঝিনাইদহ, ২০ শে অক্টোবর- (সংবাদদাতা) কোটচাঁদপুর থানার দোরা ইউনিয়নস্থ লক্ষ্মীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের চেয়ারম্যান ও বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ কর্মী জনাব কলিমউদ্দিন মিয়া সশস্ত্র দুষ্কৃতিকারীর গুলিতে ২১-১০-৭২

তাং, তথ্যসূত্র	নিহতদের নাম ও ঠিকানা এবং ঘটনার বিবরণ
	তারিখে নিহত হয়েছেন।
২৩-১০-৭২ গণকণ্ঠ	মোঃ ইসহাক, মাগুড়া থানার মিঠাপুকুর। গভীর রাতে বাড়িতে আক্রমণ চালিয়ে তাকে হত্যা করা হয়।
২৪-১০-৭২ গণকণ্ঠ	আমির হোসেন চাঁদপুর। দুষ্কৃতিকারীরা আমির হোসেনকে হত্যা করে লাশ নদীতে ফেলে দে
২৪-১০-৭২ ইত্তেফাক	নেকবর হোসেন। ঝিনাইদহ ২২ শে অক্টোবর। সম্প্রতি ঝিনাইদহ থানার চাঁদপুর গ্রা নেকবর হোসেন চেয়ারম্যান কতিপয় আততায়ীর গুলিতে নিহত হন
২৭-১০-৭২ ইত্তেফাক	মীর আবদুর রহমান (রিপন)। মুন্সীগঞ্জ (নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত) গত ২৪-১০-৭২ তারিখে মুন্সীগ থানার অন্তর্গত উত্তর কাজী কসবা গ্রামের সাবেক মুক্তিযোদ্ধা মীর আবদু রহমান (রিপন) অজ্ঞাত পরিচয় আততায়ীর হাতে নৃশংসভাবে নিহ হয়েছে।
২৮-১০-৭২ ইত্তেফাক	আবদুল করিম। ঝিনাইদহ ২৭ শে অক্টোবর (নিজস্ব সংবাদদাতা) হরিনাকুন্ডু থানা প্লাটাগংগা গ্রামের অধিবাসী আওয়ামী লীগের প্রভাবশালী কর্মী জনাব আবদু করিমকে (৫০) একদল দুষ্কৃতিকারী গতরাতে গুলি করা হত্যা করে।
০৪-১১-৭২ গণকণ্ঠ	খন্দকার আফতাব, চাচড়া যশোর। দুষ্কৃতিকারীর গুলিতে নিহত।
০৬-১১-৭২ ইত্তেফাক	ইসমাইল খান। ৬ই নভেম্বর '৭২ তারিখে অপরাহ্ন সাড়ে ৩ টার দিকে আদমজী জু মিল হইতে খুচরা যন্ত্রাংশ অপহরণ করিয়া লইয়া যাওয়ার সন্দেহে উত্তেজিত একদল শ্রমিক মিলের প্রধান গেটের অনতিদূরে খুচরা পার্টস সাপ্লাইয়ার বলিয়া কথিত জনৈক ইসমাইল খানকে পিটাইয়া হত্যা করে।
১২-১১-৭২ ইত্তেফাক	শ্রী নলিনী মোহন বিশ্বাস। ১১ই নভেম্বর কালীগঞ্জ থানার দুই নম্বর কামালপুর ইউনিয়নের সাহায্য

	ও পুর্নবাসন কমিটির চেয়ারম্যান ও বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ নেতা শ্রী নলিনী মোহন বিশ্বাস দুষ্কৃতিকারীদের গুলীতে নিহত হইয়াছেন। একদল দুর্বৃত্ত আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া গভীর রাতে তাহার বাড়ি আক্রমণ করে এবং তাহাকে হত্যা করে।
১৪-১১-৭২ গণকণ্ঠ	সিদ্দিকুর রহমান। সিদ্দিকুর রহমান স্কুল হোষ্টেলের বারান্দায় বসে নামাজের জন্য অজু করার সময় তার ওপর ষ্টেনগানের ব্রাশ ফায়ার করা হয়। এতে তিনি ঘটনাস্থলেই মারা যান।
১৪-১১-৭২ গণকণ্ঠ	রহিম বক্স, মহেশখালী কক্সবাজার। ঘটনার রাতে এক বন্ধুর সাথে বাড়ি ফেরার পথে দুষ্কৃতিকারীর গুলিতে নিহত হন।
১৫-১১-৭২ ইত্তেফাক	সিদ্দিকুর রহমান। ১২ই নভেম্বর রাত ৭-২০ মিনিটে ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ হাই স্কুলের জনপ্রিয় শিক্ষক ও শিঙ্গার থানার চারিগ্রাম নিবাসী জনাব সিদ্দিকুর রহমান নৃশংসভাবে খুন হন। মরহুম সিদ্দিক যখন বোর্ডিং এর বারান্দায় অজু করিতেছিলেন তখন তাহাকে লক্ষ্য করিয়া উপর্যুপরি কয়েক রাউন্ড গুলী চালানো হয়। মরহুম সিদ্দিক মুজিব বাহিনীর একজন একনিষ্ঠ সদস্য রূপে বিগত মুক্তি সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেন।
১৬-১১-৭২ ইত্তেফাক	আইজুদ্দীন আহমেদ। ১৩ই নভেম্বর ৭২ তারিখে ঝিনাইদাহ জেলার শৈলকুপা থানার অন্তর্গত করবয়া গ্রামের সাবেক মুক্তিযোদ্ধা তরুণ আওয়ামী লীগার জনাব আইজুদ্দীন আহমেদ গুলীবিদ্ধ হয়ে মারা যান। জানা গিয়েছে যে গভীর রাতে একদল সশস্ত্র দুষ্কৃতিকারীরা তাহার বাড়িতে চড়াও হইয়া তাহাকে স্বীয় শয়নকক্ষ হইতে হেচড়াইয়া বাহিরে নিয়ে আসে এবং গুলী করে হত্যা করে।
১৮-১১-৭২ ইত্তেফাক	মোঃ নূরুল ইসলাম। কুমিল্লা জেলার হাজীগঞ্জ থানার শোরখাকের বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগ কর্মী মোঃ নূরুল ইসলাম সম্প্রতি দুষ্কৃতিকারীদের হাতে নিহত হন। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ '৬ই নভেম্বর রাত সাড়ে আটটার সময়

তাং, তথ্যসূত্র	নিহতদের নাম ও ঠিকানা এবং ঘটনার বিবরণ
	একদল লোক মোঃ নূরুল ইসলামকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে ধারা ছুরির দ্বারা নির্মমভাবে হত্যা করে।
০৩-১২-৭২ ইত্তেফাক	সাধু বাবা রাজবংশী। ১লা ডিসেম্বর রাতে সাভার এলাকায় সাধুবাবা নামে পরিচিত জ রাজবংশীকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করা হয়েছে। খবরে প্রকাশ, ক দুষ্কৃতিকারী গভীর রাতে দরজা ভেঙে সাধুবাবার গৃহে প্রবেশ করে তাহ নির্মমভাবে হত্যা করে। সাধুবাবা গত বৎসর যাবৎ স্থানীয় পঞ্চবটি অ বাস করছিলেন।
০৭-১২-৭২ ইত্তেফাক	মোজামেল আলী। ৪ঠা ডিসেম্বর রাতে দিনাজপুর জেলা মীরগঞ্জ থানার ৩ মাইল দূ গোপাল গঞ্জে এক উচ্ছৃংখল ও মারমুখী জনতার উপর পুলিশ গুলীব করলে ২ ব্যক্তি নিহত এবং অপর কয়েকজন আহত হয় বলে পত্রিকা প্রকাশিত খবরে জানা যায়। পূর্বাহ্নে পুলিশ কর্তৃক গ্রেফতারকৃত ব কথিত ২ ব্যক্তিকে বলপূর্বক ছিনাইয়া নিয়ে যাওয়ায় ক্যাম্পে হা চালাইলে এই গোলযোগের সুত্রপাত ঘটে।
১৩-১২-৭২ ইত্তেফাক	মোজাম্মেল আলী। ৪ঠা ডিসেম্বর সুনামগঞ্জের বীরগাঁও ইউনিয়নের টাইলা গ্রামের মোজাম্মে আলী নামক জনৈক আওয়ামী লীগের কর্মীকে দুষ্কৃতিকারীরা গুলী কর হত্যা করে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ একদল দুষ্কৃতিকারী গভীর রাতে মোজাম্মেল আলীর বাড়ীতে হানা দিয়ে তাহার হাত পা ও চক্ষু বাঁধি গৃহের বাহিরে নিয়ে আসে এবং ষ্টেনগানের ১২ টি গুলি করে নির্মমভাবে হত্যা করে। দুষ্কৃতিকারীরা গৃহের অন্যান্য লোকজনকেও মারধর করে।
১৩-১২-৭২ ইত্তেফাক	জাহাঙ্গীর। ১২ ই ডিসেম্বর রাত ৯টার দিকে ঢাকার জোনাকী সিনেমা হলের সম্মুখে জাহাঙ্গীর নামক একটি ছাত্র বুলেটে বিদ্ধ হয়। তাহাকে ঢাকা মেডিকাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। জাহাঙ্গীর ঢাকা জগন্নাথ কলেজের ২য় বর্ষ বিজ্ঞানের ছাত্র বলে জানা যায়।
১৯-১২-৭২ ইত্তেফাক	ইদ্রিস আলী (চঞ্চল)। ১৮ই ডিসেম্বর সন্ধ্যায় পাবনার বাণী সিনেমার সম্মুখে চাটমোহর থানার

	প্রাক্তন মুজিব বাহিনী কমান্ডার এবং থানা ছাত্রলীগের সভাপতি জনাব ইদ্রিস আলী (চঞ্চল) দুষ্কৃতিকারীর গুলিতে নিহত হন। তিনি পাবনা পলিটেকনিক্যাল ইনষ্টিটিউটের ছাত্র ছিলেন।
২০-১২-৭২ ইত্তেফাক	শরীফ মিয়া। ১৯ শে ডিসেম্বর ঢাকার বনগ্রাম সড়কে সকাল ১০টায় আততায়ীর গুলিতে ৩০ বৎসর বয়সী ঢাকার ৬০ গোয়াল ঘাট নিবাসী ফুটপাতের ক্ষুদ্র জুতা ব্যবসায়ী শরীফ মিয়া প্রাণ হারাইয়াছে।
২০-১২-৭২ ইত্তেফাক	শ্রী হারানিধি চৌধুরী ও একজন দুষ্কৃতিকারী। ঢাকা জেলার শ্রীনগর থানাধীন কুকুটিয়া ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক শ্রী হারানিধি চৌধুরী গত ১৮ই ডিসেম্বর প্রকাশ্য দিবালোকে দুইজন সশস্ত্র দুষ্কৃতিকারীর গুলিতে নিহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। গুলিবিদ্ধ করার পর গ্রামের লোকজন দুষ্কৃতিকারীদের ধাওয়া করে। দুষ্কৃতিকারীদ্বয় জনতার উদ্দেশ্যে গুলি ছুড়লেও জনতা তাদের দুইটি পিস্তলসহ ধরিতে সক্ষম হয়। ঘটনাস্থলে জনতার প্রহারে একজন দুষ্কৃতিকারীর মৃত্যু ঘটে এবং অপর জনের চক্ষু উপড়াইয়া ফেলা হয়।
২০-১২-৭২ ইত্তেফাক	আবুল হোসেন জোয়ার্দার। কুষ্টিয়া জেলার খোকসা থানার আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি জনাব আবুল হোসেন জোয়ার্দার গত ১৯ শে ডিসেম্বর সন্ধ্যায় কতিপয় অজ্ঞাত পরিচয় দুষ্কৃতিকারীর গুলিবর্ষণে নিহত হয়েছে।
২০-১২-৭২ ইত্তেফাক	গোলাম আলী। কুষ্টিয়া জেলার খোকসা থানা ন্যাপের সম্পাদক জনাব গোলাম আলীও ১৯ শে ডিসেম্বর কতিপয় অজ্ঞাত পরিচয় দুষ্কৃতিকারীর গুলি বর্ষণে নিহত হন।

১৯৭৩ সালে দৈনিক ইত্তেফাক ও গণকণ্ঠ পত্রিকায় প্রকাশিত নিহতদের তথ্য

তাং, তথ্যসূত্র	নিহতদের নাম ও ঠিকানা এবং ঘটনার বিবরণ
০২-০১-৭৩ ইত্তেফাক	মতিউল ইসলাম, দর্শন বিভাগের ছাত্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; মির্জা কাদের, ঢাকা কলেজ। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, ভিয়েতনামে মার্কিন বোমা বর্ষণের প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাকসু ও ছাত্র-ইউনিয়নের উদ্যোগে মার্কিন দূতাবাসের সম্মুখে বিক্ষোভ প্রদর্শনের সময়ে পুলিশের গুলিবর্ষণে দু'জন ছাত্র নিহত হয়।
০৩-০১-৭৩ ইত্তেফাক	মীর জাহান আলী, পটুয়াখালীর বাংলাদেশ ছাত্রলীগ শাখার সাংস্কৃতিক সম্পাদক। পটুয়াখালীর বাংলাদেশ ছাত্রলীগ শাখার সাংস্কৃতিক সম্পাদক মীর জাহান আলীকে কতিপয় দুষ্কৃতিকারী প্রথমে অপহরণ করে একং পরে নৃশংসভাবে হত্যা করে।
০৫-০১-৭৩ গণকণ্ঠ	সওগতুল আলম প্রাক্তন এমসিএ মঠবাড়িয়া থানা, বরিশাল। বরিশাল (নিজস্ব সংবাদদাতা) ৪ঠা জানুয়ারি মঠবাড়িয়া থানার প্রাক্তন এমসিএ জনাব সওগতুল আলম রাত ৮-৪০ মিঃ অজ্ঞাতনামা আততায়ীর গুলিতে নিহত হয়েছেন।
১১-০১-৭৩ গণকণ্ঠ	শাহাদাত হোসেন বাদল, মানিকগঞ্জ জেলা শাখার যুগ্ম আহবায়ক। জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের মানিকগঞ্জ জেলা শাখার যুগ্ম আহবায়ক জনাব শাহাদাত হোসেন বাদলকে মুজিববাদী গুন্ডারা ১০ই জানুয়ারি বেয়নেট দিয়ে আঘাত করে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে।
১৯-০১-৭৩ গণকণ্ঠ	মীরজা হারুণ আহমেদ মৌলভীবাজার। মৌলভীবাজার থানার মাথারকাপুর গ্রামের মীরজা হারুণ আহমদ তাদের গ্রামের বাড়িতে আততায়ীর গুলিতে নিহত হয়েছে।

তাং, তথ্যসূত্র	নিহতদের নাম ও ঠিকানা এবং ঘটনার বিবরণ
০৬-০২-৭০ গণকণ্ঠ	৫০ (পঞ্চাশ) জন নিহত চট্টগ্রাম (নাম উল্লেখ নাই)। ৪ঠা ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রামের বারবকুণ্ড শিল্পাঞ্চলে আর আর টেক্সটাইল মিলের নিরীহ শ্রমিকদের উপর একটি সশস্ত্র গুন্ডাবাহিনী হামলা চালিয়ে ৫০ জন শ্রমিককে হত্যা করে।
১০-০২-৭০ গণকণ্ঠ	আলী আহাদ, পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধা, গজনবী রোড, মোহাম্মদপুর। ৮ই ফেব্রুয়ারি বরিশালের প্রাক্তন এমসিএ হেমায়েত হোসেনের ভাই আব্দুর রহমান আলী আহাদ নামক জনৈক পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধাকে গুলি করে হত্যা করেছে বলে জানা গেছে।
২৭-০২-৭৩ গণকণ্ঠ	৬ ব্যক্তি নিহত শহীদের হাট, সন্দীপ। ২৫ ফেব্রুয়ারি সন্দীপের শহীদেরহাট নামক স্থানে আওয়ামী লীগ আয়োজিত জনসভায় একটি গ্রেনেড বিস্ফোরণের ফলে প্রায় ৬ ব্যক্তি নিহত ও ২৫ ব্যক্তি আহত হয়।
২৮-২-৭৩ গণকণ্ঠ	৮/১০ বছরের একটি ছেলে। গোপালগঞ্জের বর্ণিন গ্রামে ছাত্রলীগের বহিস্কৃত অংশের সভাপতি প্রভাবশালী পিতার লেলিয়ে দেয়া পুলিশ বাহিনীর লাঠির আঘাতে ৮/১০ বছরের একটি ছেলে মারা যায়।
১০-৩-৭৩ গণকণ্ঠ	আবদুল মন্নাফ, ধারমাই ঢাকা জেলা। ঢাকা জেলার ধামরাইতে রক্ষীবাহিনী বাংলাদেশের জাতীয় লীগের বিশিষ্ট কর্মী আবদুল মন্নাফকে প্রকাশ্য দিবালোকে পিটিয়ে হত্যা করেছে।
১১-৩-৭৩ গণকণ্ঠ	৫ জন নিহত গোপালগঞ্জ। ১০ই মার্চ শনিবার সকালে বাংলাদেশের কম্যুনিষ্ট পার্টি মোজাফফর ন্যাপ ও বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের স্থানীয় কয়েকজন নেতা ও কর্মী কোটালী পাড়া থেকে গোপালগঞ্জ যাওয়ার পথে দুর্বৃত্তদের দ্বারা আক্রান্ত হন। দুর্বৃত্তদের এলোপাথারি লাঠিপেটায় ঘটনাস্থলেই ৪ জন ও পরে আরো ১ জন মোট ৫ জন নিহত হন।
০১-০৪-৭৩ ইত্তেফাক	জনাব জাফর আলী, বীরগঞ্জ থানার আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক। দিনাজপুরের বীরগঞ্জ থানার সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব জাফর আলীকে গভীর রাতে একদল সশস্ত্র দুষ্কৃতিকারী তার বাড়িতে এসে গুলি করে

তাং, তথ্যসূত্র	নিহতদের নাম ও ঠিকানা এবং ঘটনার বিবরণ
	হত্যা করেছে।
০১-০৪-৭৩ ইত্তেফাক	জনাব মুজতবা আলী, ঝিনাইদহ থানার আওয়ামী লীগ কর্মী। বদরগঞ্জ হাটে তার নিজস্ব দোকানে কাজ করার সময় জনাব মুজতব আলীকে একদল সশস্ত্র দুষ্কৃতিকারী গুলি করে হত্যা করে।
০৭-০৪-৭৩ ইত্তেফাক	জনাব আবুল কাসেম প্রাক্তন মুক্তিযোদ্ধা ও ছাত্রলীগ কর্মী ফুলপুর, দিনাজপু কিশোরগঞ্জ জেলার আওয়ামী লীগ কর্মী জনাব মোহাম্মদ জামিল। ময়মনসিংহ জেলার কটিয়াদি থানার বরগাঁও এ সশস্ত্র দুষ্কৃতিকারীদের গুলিতে তিনি নিহত হন।
১২-৪-৭৩ ইত্তেফাক	জনাব আনিসুর রহমান মোহনপুর ইউনিয়নের আওয়ামী লীগ কর্মী ও রিলিফ কমিটির চেয়ারম্যান। রাজশাহী জেলার গোদাপাই থানার আওয়ামী লীগ কর্মী ও রিলিফ কমিটির চেয়ারম্যানকে একদল সশস্ত্র দুষ্কৃতিকারী গুলি করে হত্যা করে।
২৩-৪-৭৩ ইত্তেফাক	গোলাম মোস্তাফা (ছাত্র) রাজশাহী গোদাদা কলেজ। প্রকাশ্য দিবালোকে কয়েকজন অজ্ঞাতনামা দুষ্কৃতিকারী পিছন থেকে আক্রমণ করে গোলাম মোস্তফাকে নিহত করে।
০৪-০৫-৭৩ ইত্তেফাক	শ্রী কালাচান ভট্টাচার্য, পাবনা জেলার আতাইকুল। শ্রী কালাচান ভট্টাচার্য হাট থেকে বাড়ি ফেরার পথে আততায়ীর গুলিতে নিহত হন।
০৪-০৫-৭৩ ইত্তেফাক	বিহারী লাল মন্ডল গৌরনদী বরিশাল। ঘটনার দিন সন্ধ্যায় কয়েকজন স্কুল শিক্ষক ডেকে নিয়ে যায়। তার কিছুক্ষণ পরেই অজ্ঞাত দুর্বৃত্তের গুলিতে বিহারীলাল মন্ডল মারা যান।
০৬-০৫-৭৩ ইত্তেফাক	হাবিবুর রহমান ও লেদুমিয়া, চৌমুহনী বেগমগঞ্জ। হাবিবুর রহমান ও তার পুত্র লেদু মিয়া রাতে বাড়ি ফেরার সময় দুষ্কৃতিকারীর বেয়নেটের আঘাতে মারা যায়।
১৪-৫-৭৩ ইত্তেফাক	জনাব নাসিরউদ্দিন, টাংগাইল রিলিফ কমিটির চেয়ারম্যান। কয়েকজন দুষ্কৃতিকারী গভীর রাতে নাসিরউদ্দিনকে হত্যা করে নগদ

	টাকা ও ঘরের মালপত্র নিয়ে পালিয়ে যায়।
১৮-৫-৭৩ ইত্তেফাক	মাগুড়ার শালিখা থানার মধুখালি গ্রামের (১) লাল মিয়া, (২) আবদুস সালাম (৩) আবদুল খায়ের (৪) অধীর কুমার বিশ্বাস (৫) জহিরুল হক। গত ৪ মে শালিখা থানার মধুখালী গ্রামের লাল মিয়া, আবদুস সালাম ও আবুল খায়েরকে একদল অজ্ঞাত পরিচয় দুষ্কৃতিকারী গভীর রাতে বিভিন্ন পোষাকে সজ্জিত রাইফেরধারী তাদেরকে একই রশিতে বেঁধে খোলা মাঠে গুলি করে হত্যা করে। অপর এক খবরে প্রকাশ, শালিখা থানার ছান্দড়া গ্রামের অধীর কুমার বিশ্বাস ও জহুরুল হককে একই কায়দায় দুষ্কৃতিকারীরা হত্যা করে।
২২-৫-৭৩ গণকণ্ঠ	নুর হোসেন, বাংলাদেশ বিমানের পণ্য সরবরাহ বিভাগের কর্মচারী। আওয়ামী লীগের প্রাইভেট বাহিনীগুলো হরতালের দিনে কমপক্ষে ১০ জনকে হত্যা করেছে। নিহত ১০ জনের মধ্যে কেবল বাংলাদেশ বিমানের পণ্য সরবরাহ বিভাগের কর্মচারী নূর হোসেনের পরিচয় পাওয়া গেছে। কোন লাশের সন্ধান পাওয়া যায়নি।
২৬-৫-৭৩ গণকণ্ঠ	রিয়াজ উদ্দিন, ঈশ্বরদী থানার শাহপুর গ্রামের ছাত্রলীগ কর্মী। মুজিববাদী গুন্ডারা ঈশ্বরদী থানার শাহপুর গ্রামের ছাত্রলীগ কর্মী রিয়াজউদ্দিনকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে।
২৮-০৫-৭৩ গণকণ্ঠ	৯ জন নিহত (নাম উল্লেখ নাই)। সরকারি গুণ্ডাবাহিনীর গুলিতে নরসিংদী রক্তাক্ত। জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের আহুত গণবিক্ষোভ দিবসের মিছিলে গুলী চালানো হয়। ফলে ৯ জন বঞ্চিত মানুষ ঘটইনাস্থলে প্রাণ হারায়। এদের কারই পরিচয় পাওয়া যায়নি।
২৮-৫-৭৩ গণকণ্ঠ	(৭ জন নিহত) মোহাম্মাদ আলী উদ্দিন ও আব্দুল মোমেন, বাকিদের নাম জানা যায় নাই। জাসদের মিছেলের উপর ব্রাস ফায়ার করা হয় ফলে ৭ জন জাসদ কর্মী নিহত হয়।
২৯-০৫-৭৩ ইত্তেফাক	(১) আফাজউদ্দিন ও (২) নন্দগোপাল, পাবনা জেলার আটঘড়িয়া। কতিপয় দুষ্কৃতিকারী বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে হত্যা করে।

তাং, তথ্যসূত্র	নিহতদের নাম ও ঠিকানা এবং ঘটনার বিবরণ
০১-০৬-৭৩ ইত্তেফাক	দুই জন দুষ্কৃতিকারী (নাম উল্লেখ নাই)। মাদারীপুরের নড়িয়া এলাকা থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য নুরুল হক-এর কথিত হত্যাকারী দুই জন জনতার প্রহারে নিহত হয় বলে বাস জানায়।
০৫-০৬-৭৩ ইত্তেফাক	(১) রংপুরের আওয়ামী লীগ নেতা, রিলিফ কমিটির চেয়ারম্যান, আফজাল হোসেন সরকার (২) দিনাজপুরের ঘোরাঘাট থানার আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক খন্দকার আব্দুর রহিম ও (৩) রাজশাহীর নাচোল থানা আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক মুজিবুর রহমান। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, এই তিনজন আওয়ামী লীগ নেতাকে সশস্ত্র দুষ্কৃতিকারীরা গুলি করে হত্যা করেছে।
১২-০৬-৭৩ ইত্তেফাক	আমানুল্লাহ। ফেনী মহকুমার আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব আমানুল্লাহ তার নিজ বাসভবনে আততায়ীর গুলিতে নিহত হন।
১২-০৬-৭৩ ইত্তেফাক	জনাব জোনাব আলী নীলফামারী থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য আততায়ীর গুলিতে নিজ গ্রামের বাড়িতে নিহত হন।
১৪-০৬-৭৩ ইত্তেফাক	গোপালগঞ্জ মহকুমার কাশিয়ানী থানার ঘারহাট নিবাসী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব আবদুল হালিম কাজী। আততায়ীর গুলিতে নিহত হন।
১৬-০৬-৭৩ গণকণ্ঠ	ফারুক আলম জাসদ কর্মী। ১৩ জুন জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের কর্মী ফারুক আলম দুষ্কৃতিকারীদের হাতে নৃশংসভাবে নিহত হয়েছেন।
১৮-০৬-৭৩ গণকণ্ঠ	মানিক দাশ গুপ্ত, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের সম্পাদক ও সভাপতি আতা ও রঞ্জু ছাত্রলীগ কর্মী। রক্ষীবাহিনীর নির্মম শিকারে পরিণত হয়ে দুপুর ১২ টার সময় বগুড়ার স্থানীয় কারাগারে জাসদের অন্যতম কর্মী শ্রী মানিক দাস গুপ্ত মৃত্যুবরণ করে। ৮ জুন বিকেল ৫টায় মুজিববাদী গুন্ডারা প্রকাশ্যে দিবালোকে বগুড়ার রাজপথে আতা ও রঞ্জু নামে ছাত্রলীগের দু'জন কর্মীকে গুলী করে হত্যা করে।

তাং, তথ্যসূত্র	নিহতদের নাম ও ঠিকানা এবং ঘটনার বিবরণ
০২-০৭-৭৩ গণকণ্ঠ	মোঃ আলাউদ্দিন, কালীগঞ্জ মসলিন কটন মিলের শ্রমিক। রক্ষীবাহিনী কালীগঞ্জ মসলিন কটন মিলের শ্রমিক মোঃ আলাউদ্দিনকে গত শনিবার মিল থেকে অপহরণ করে নিয়ে যায় এবং পরে তাকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। তার অপরাধ ছিল যে, সে নির্বাচনের সময় জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের পক্ষে কাজ করেছে।
০৩-০৭-৭৩ ইত্তেফাক	সৈয়দ শামসুল, নওগাঁ ডিগ্রি কলেজের ছাত্র। নওগাঁ, ২রা জুলাই (নিজস্ব সংবাদদাতার তার) নওগাঁ ডিগ্রি কলেজের ছাত্র সৈয়দ শামসুল ওরফে হীরা মহাদেবপুরে আততায়ীর গুলিতে নিহত হয়েছে।
০৩-০৭-৭৩ ইত্তেফাক	আসির উদ্দিন মোল্লা। নওগাঁ থানার চোনিয়াগরারী গ্রাম নিবাসী ও আওয়ামী লীগ কর্মী আসিরউদ্দিন মোল্লা অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির গুলিতে নিহত হয়েছে।
০৬-০৭-৭৩ ইত্তেফাক	(১) ফেলু ঠাকুর (২) সুধা চন্দ্র পাল, গোপালপুর, টাংগাইল এবং (৩) লাল মিয়া, মঠবাড়িয়া বরিশাল। টাংগাইল জেলার গোপালপুর, গ্রামে দুইজন আওয়ামী লীগ কর্মী সশস্ত্র দুষ্কৃতিকারীদের হাতে নিহত হন। এছাড়া বরিশালের মঠবাড়িয়া থানা আওয়ামীলীগের অস্থায়ী কমিটির সদস্য জনাব লাল মিয়া দুষ্কৃতিকারীদের হাতে নিহত হন।
০৬-০৭-৭৩ ইত্তেফাক	(১) মোঃ মকবুল হোসেন ও (২) মোঃ রেজাউল করিম। ভেড়ামারা (কুষ্টিয়া) ২ রা জুলাই নিজস্ব সংবাদদাতা। সম্প্রতি দৌলতপুর থানার দৌলতখালি গ্রামের মোঃ মকবুল হোসেন ও তার পুত্র মোঃ রেজাউল করিম অজ্ঞাতনামা আততায়ীর হাতে নিহত হন। উল্লেখ্য যে, মকবুল হোসেন একজন বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ কর্মী ও স্থানীয় রিলিফ কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন।
০৮-০৮-৭৩ ইত্তেফাক	আবদুল খালেক। সিরাজগঞ্জ (পাবনা) ৬ই আগষ্ট। সম্প্রতি বেলকুচী থানা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব আবদুল খালেক প্রকাশ্য দিবালোকে কতিপয় দুষ্কৃতিকারীর গুলিতে নিহত হয়েছেন।

তাং, তথ্যসূত্র	নিহতদের নাম ও ঠিকানা এবং ঘটনার বিবরণ
০৯-০৮-৭৩ ইত্তেফাক	(১) ডাঃ আবদুল জব্বার এবং (২) মিঃ রাজেন্দ্র নাথ শিকদার। কিশোরগঞ্জ ৮ই আগষ্ট-সম্প্রতি পাকুন্ডিয়া থানাধীন জাঙ্গালিয়া ইউনিয়ন রিলিফ কমিটির চেয়ারম্যান ও আওয়ামী লীগের প্রবীণ কর্মী ডাঃ আব্দুল জব্বার কতিপয় অজ্ঞাতনামা দুষ্কৃতিকারীর হাতে নিহত হন। অপর এক খবরে প্রকাশ, খুলনা জেলার তেরখাদা থানার অন্তর্গত সাচিয়াদা ইউনিয়নের প্রবীণ আওয়ামী লীগ কর্মী মিঃ রাজেন্দ্র নাথ শিকদার সম্প্রতি দুষ্কৃতকারীর হাতে নিহত হন।
১৭-০৮-৭৩ ইত্তেফাক	মিঃ অমল কৃষ্ণ চক্রবর্তী। ইত্তেফাক রিপোর্ট। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ রাজবাড়ি শাখার সাধারণ সম্পাদক এবং রাজবাড়ি টাউন রিলিফ কমিটির চেয়ারম্যান মিঃ অমল কৃষ্ণ চক্রবর্তী গত ১৪ই আগষ্ট রাতে দুষ্কৃতিকারীর গুলিতে নিহত হন।
২০-০৮-৭৩ ইত্তেফাক	আবদুর রহমান। নারায়ণগঞ্জ, ১৯ শে আগষ্ট (নিজস্ব প্রতিনিধি)-বক্তাবলী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি জনাব আবদুর রহমান ডাক্তার গত বৃহস্পতিবার রাতে অজ্ঞাত পরিচয় আততায়ীর গুলীতে নিহত হন।
২২-০৮-৭৩ ইত্তেফাক	ফখরুল ইসলাম ও আরো দুইজন। পাবনা থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা। গতকাল শাহজাদপুরের বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ নেতা ও সাবেক মুক্তিযোদ্ধা আব্দুর রাজ্জাক মুকুলের ভাই ফখরুল ইসলামসহ আরো ২ জন কতিপয় অজ্ঞাতনামা দুষ্কৃতিকারীর গুলিতে নিহত হন।
২৩-০৮-৭৩ ইত্তেফাক	মোঃ খালেদ ও নুরুল ইসলাম। গতকাল (বুধবার) খুলনায় প্রকাশ্য দিবালোক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির গুলিতে শ্রমিক নেতা মোঃ খালেদ ও একজন ছাত্র ছুরিকাঘাতে নিহত হয়েছে।
২৩-০৮-৭৩ ইত্তেফাক	রুস্তর আলী বিশ্বাস। (বিপিআই) সম্প্রতি শিবগঞ্জ থানার চাকলা গ্রামের একদল সশস্ত্র দুষ্কৃতিকারী কর্তৃক আওয়ামী লীগ কর্মী রুস্তম আলী বিশ্বাস তার বাসগৃহে নিহত হন।

২৪-০৮-৭৩ ইত্তেফাক	ওয়াসেক আলী। ইত্তেফাকের পাবনাস্থ সংবাদদাতা। গত বুধবার রাত ১১ টায় ঈশ্বরদী থানা আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর প্রধান জনাব ওয়াসেক আলী দুষ্কৃতিকারীর গুলিতে নিহত হয়েছেন।
২৪-০৮-৭৩ ইত্তেফাক	ডাঃ ইব্রাহীম হোসেন। বিপিআই পরিবেশিত এক খবরে প্রকাশ সম্প্রতি বগুড়ার শেরপুর থানার কুসুমবি গ্রামে একদল দুষ্কৃতিকারী জনৈক ডাঃ ইব্রাহীম হোসেনকে হত্যা করে।
৩০-০৮-৭৩ ইত্তেফাক	শাহাদাত হোসেন। নিজস্ব সংবাদদাতা নেত্রকোনো, ২৮ শে আগষ্ট। আমতলা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি ও রিলিফ কমিটির চেয়ারম্যান জনাব শাহাদাত হোসেনকে একদল সশস্ত্র দুর্বৃত্ত গতরাতে ঘর থেকে ডেকে নিয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করে।
০৭-০৭-৭৩ ইত্তেফাক	চান মিয়া মল্লিক। বুনাগতি (যশোর), ৫ই জুলাই বিপিআই/এনা/সম্প্রতি নড়াইল থানার অরিয়া ইউনিয়নের রিলিফ কমিটির চেয়ারম্যান ও বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ কর্মী জনাব চান মিয়া মল্লিক কতিপয় অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির গুলিতে নিহত হয়েছেন।
০৭-০৭-৭৩ ইত্তেফাক	লাল মোহাম্মদ। মঠবাড়িয়া থানা আওয়ামী লীগের সদস্য সাবেক মুক্তিযোদ্ধা জনাব লাল মোহাম্মদ অজ্ঞাত পরিচয় দুষ্কৃতিকারীর গুলিতে নিহত হয়েছে।
১৭-০৭-৭৩ ইত্তেফাক	দুধু মিয়া পাটোয়ারী। কুমিল্লা, ১৪ই জুলাই (সংবাদদাতা প্রেরিত) সম্প্রতি অত্র জেলার চাঁদপুর মহকুমার বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ কর্মী জনাব দুধুমিয়া পাটোয়ারী একদল দুষ্কৃতকারীর হাতে নির্মমভাবে নিহত হন।
১৮-০৭-৭৩ ইত্তেফাক	সাঈদ আহমেদ। রাজশাহী জেলার চাঁপাই নবাবগঞ্জের বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ কর্মী জনাব সাঈদ আহমেদ কতিপয় অজ্ঞাতনামা আততায়ীর গুলিতে নিহত হন।

তাং, তথ্যসূত্র	নিহতদের নাম ও ঠিকানা এবং ঘটনার বিবরণ
২১-০৭-৭৩ ইত্তেফাক	(১) মাওলা বক্স (২) আমিন ও (৩) শ্রী হরিশ কুমার দেব। ভেড়ামারা, ২০ শে জুলাই-আল্লাহর দরগাহ রিলিফ কমিটির চেয়ার... জনাব মাওলা বক্স, আমিন ও দৌলতপুর থানা আওয়ামী লীগের সদস্য... হরিশ কুমার দেব গতরাতে দুষ্কৃতিকারীদের হাতে নৃশংসভাবে খুন হ...
২২-০৭-৭৩ ইত্তেফাক	শ্রী রাধাকান্ত মল্লিক। বিপিআই-এর খবরে বলা হয়েছে, খুলনা সদর মহকুমার আওয়ামী লী... কৃষি সেক্রেটারী শ্রী রাধাকান্ত মল্লিক সশস্ত্র দুষ্কৃতিকারী কর্তৃক নি... হয়েছেন।
২৭-০৭-৭৩ ইত্তেফাক	আবদুল খালেক। হালুয়াঘাট (ময়মনসিংহ) ২০ শে জুলাই। হালুয়াঘাট থানার ... গাজীরভিটা ইউনিয়নের জনৈক আবদুল খালেককে কতিপয় অজ্ঞাত... আততায়ী অতর্কিতে আক্রমণ করে নৃশংসভাবে হত্যা করে।
০২-০৮-৭৩ ইত্তেফাক	অরুণ কুমার সরকার। খুলনা, নিজস্ব সংবাদদাতার টেলিফোন (১লা আগষ্ট) গতকাল রা... ৮টায় খান জাহান আলী রোডে ভাসানী ন্যাপের খুলনা শাখার সাংগঠনি... সম্পাদক অরুণ কুমার সরকারকে কে বা কারা গুলি করে হত্যা ক... এই হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে ভাসানী ন্যাপ, জাসদ ও মোজাফফর না... একযোগে হরতালের ডাক দেয়।
০৩-০৮-৭৩ গণকণ্ঠ	তিনজন অজ্ঞাতনামার মৃত্যু (নাম উল্লেখ নাই)। কুষ্টিয়া আমলা গ্রামের অধিবাসীরা কুষ্টিয়া জেলার মিরপুর থানা আক্র... করলে কর্তব্যরত পুলিশদের সাথে তাদের কয়েক দফা গুলিবিনি... হয়। এক অসমর্থিত সংবাদে বলা হয়, এতে তিনজন অজ্ঞতনামা ব্যা... মারা যায়।
০৭-০৮-৭৩ ইত্তেফাক	আশরাফুজ্জামান চৌধুরী। মানিকগঞ্জ, ৫ই আগষ্ট (বিপিআই)-গত শুক্রবার রাত্রিতে এক... দুষ্কৃতিকারীর গুলিতে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের হরিরামপুর থানা শা... সাধারণ সম্পাদক জনাব আশরাফুজ্জামান চৌধুরী নিহত হয়েছেন।
০৭-০৮-৭৩	শাহ আলম গাজী নলছিটি থানা জাসদের সভাপতি।

তাং, তথ্যসূত্র	নিহতদের নাম ও ঠিকানা এবং ঘটনার বিবরণ
গণকণ্ঠ	নলছিটি থানা জাসদের সভাপতি শাহ আলম গাজী ৪ঠা আগস্ট জনৈক দুষ্কৃতিকারীর গুলিতে নিহত হন।
০৩-০৮-৭৩ গণকণ্ঠ	ইয়ামেন হোসেন। কুষ্টিয়া থেকে এনা পরিবেশিত অপর এক সংবাদে প্রকাশ, অরোরা পাড়ার জনৈক এনায়েত হোসেনের ছেলে ইয়ামেন হোসেন মিন্টু সম্প্রতি আততায়ীর হাতে নিহত হয়েছেন।
০৭-০৯-৭৩ ইত্তেফাক	৪ জন তরুণ মুশতাক, আজাদ, মন্টু ও শহীদ। গতকাল রাত সাড়ে দশটা। শামসুন্নাহার হল ও জগন্নাথ হলের মাঝখানে জীপে করে এনে হাত পিঠমোড়া দেয়া, চোখ বাঁধা অবস্থায় ৫ জন তরুণকে স্টেনগান দিয়ে গুলি করে ঝাঁঝরা করে দেয়া হয়। ১ জন বাদে ঘটনাস্থলে ৪ জনের মৃত্যু হয়।
১০-০৯-৭৩ ইত্তেফাক	৩ জন খুন ১ জন অপহরণ। গত দুইদিনে নারায়ণগঞ্জ মহকুমার বৈদ্যের বাজার থানার দুইটি স্থানে ৩ জন খুন এবং আওয়ামী যুবলীগ নেতা স্বপনকে অপহরণ করে নিয়ে গেছে।
১৬-০৯-৭৩ ইত্তেফাক	(১) শওকত ও (২) সিরাজুল ইসলাম। ইত্তেফাক রিপোর্ট-নবাবগঞ্জের আগলা বাজারে কতিপয় দুষ্কৃতিকারী গুলীতে নবাবগঞ্জ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর প্রধান ও সাবেক মুক্তিযোদ্ধা জনাব শওকত ওরফে আংগুর নিহত হয়। এছাড়া সিদ্ধিরগঞ্জ থানার জালকুড়ি গ্রামে কতিপয় দুষ্কৃতিকারী সাবেক মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার সিরাজুল ইসলামকে বেয়নেট চার্জে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে।
১৯-০৯-৭৩ গণকণ্ঠ	(১) খালিদ হোসেন সম্পদ, নওয়াবগঞ্জ থানা বাংলাদেশ, ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক, (২) এবাদত আলী, বাংলাদেশ ছাত্রলীগ আগলা হাইস্কুল বাগমারা সভাপতি (৩) বাবলু, ছাত্রলীগের বিশিষ্ট কর্মী (৪) রবি, ছাত্রলীগ কর্মী, (৫) মোতালেব (৬) কালু এবং (৭) এবাদত। অপরাহ্নের দিকে রক্ষীবাহিনী এবং মুজিববাদীরা বাবলুকে বাগমার নিয়ে যায়। বাগমারার রবি'র সিগারেটের দোকানে খালিদ হোসেনকে অগণিত ভয়ার্ত জনতার সামনে গুলী করে হত্যা করে।

তাং, তথ্যসূত্র	নিহতদের নাম ও ঠিকানা এবং ঘটনার বিবরণ
২১-০৯-৭৩ গণকণ্ঠ	মহিবুল হক মধু। মানিকগঞ্জ-গত ১২ ই সেপ্টেম্বর গভীর রাতে প্রাক্তন মুক্তিযোদ্ধা জ মহিবুল হক মধু কতিপয় দুষ্কৃতিকারী কর্তৃক অপহৃত হন এবং দুই পর নদীতে তার লাশ পাওয়া যায়।
২৭-০৯-৭৩ গণকণ্ঠ	রফিকুল ইসলাম। সিরাজগঞ্জ হইতে প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, গত ২৫ শে সেপ্টেম্বর কাম থানা আওয়ামীলীগের সহ-সভাপতি ও ভদ্রঘাট ইউনিয়ন রিলিফ কমি চেয়ারম্যান জনাব রফিকুল ইসলামকে দুষ্কৃতিকারী হত্যা করে।
৩০-০৯-৭৩ ইত্তেফাক	১২ জন নাম উল্লেখ নাই। ইত্তেফাক রিপোর্ট-গতকাল, রাজশাহী থেকে ইত্তেফাক এর নিজ সংবাদদাতা জানিয়েছেন গত শুক্রবার রাত্রিতে একদল সশস্ত্র লো শহর থেকে ৩০ মাইল দূরে বাঘমারা দোমনাসত পুলিশ ফাঁড়িতে হাম চালালে ৭ জন পুলিশসহ অন্যান্য ১২ ব্যক্তি নিহত হয়েছে।
০২-০১-৭৩ গণকণ্ঠ	সফিউল্লাহ। দাউদকান্দি (কুমিল্লা) ৩০ শে সেপ্টেম্বর। সম্প্রতি গৌরীপুর বাজা ড্রেজারের পিলম্যান সফিউল্লাহ আততায়ীর গুলীতে নিহত হন।
০৩-০১-৭৩ ইত্তেফাক	গোলাম কিবরিয়া। বগুড়া থেকে ইত্তেফাকের নিজস্ব সংবাদদাতা জানিয়েছেন যে, গত ২র অক্টোবর দুপুরে একদল অজ্ঞাতনামা আততায়ী গোলাম কিবরিয়া নাম জনৈক ২১ বৎসর বয়স্ক যুবকের ঘরে প্রবেশ করে তাহাকে গুলি কর হত্যা করে। জনাব গোলাম কিবরিয়া মালতিনগরের জন আসাদুজ্জামানের পুত্র।
০৫-১০-৭৩ ইত্তেফাক	৮ জন সশস্ত্র ব্যক্তি নাম উল্লেখ নেই। রক্ষীবাহিনীর সাথে গুলী বিনিময়ে ৮ জন নিহত। ৪ঠা অক্টোবর রা শাহজাদপুর থানার খুকশী নামক স্থানে রক্ষীবাহনীর সাথে গুলী বিনিম ৮ জন সশস্ত্র ব্যক্তি নিহত হয়েছে। ৭ জন ঘটনাস্থলেই নিহত হয় এব গুলীবিদ্ধ অবস্থায় সিরাজগঞ্জ নিয়ে আসার সময় আর একজন পথে মারা যায়। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, সশস্ত্র ব্যক্তিদের সন্ধান গোপন সূ হতে পেয়ে রক্ষীবাহিনী যখন নৌকা যোগে ঐস্থান অতিক্রম করিতেছি

	তখন রক্ষীবাহিনী তাদের চ্যালেঞ্জ করে। এর জবাবে নৌকা হতে গুলী ছোঁড়লে রক্ষী বাহিনীও পাল্টা গুলী চালায়। ফলে উক্ত নৌকাটি ডুবে যায় এবং ৭ জন ঘটনাস্থলে নিহত হয়। এই দলের নিকট হতে দুটি স্টেনগান সহ প্রচুর গোলাবারুদ উদ্ধার করা হয়।
০৬-১০-৭৩ ইত্তেফাক	৬ জন নাম উল্লেখ নাই। নওগাঁ ৫ই অক্টোবর (এনা)- গত সোমবার নওগাঁ থানার নান্দাইল গ্রামে অজ্ঞাতনামা দুস্কৃতিকারীদের হাতে ছ' ব্যক্তি খুন হয়েছে। নিহত ব্যক্তিরা একই পরিবারের সদস্য।
০৬-১০-৭৩ ইত্তেফাক	আওলাদ হোসেন ও আসলাম। স্টাফ রিপোর্টার কেরানীগঞ্জ। পুলিশ গতকাল শুক্রবার ভোরে জিঞ্জিরার ইমামবাড়ি এলাকা থেকে আওলাদ হোসেন (১৯) ও আসলাম (২০) নামে দু' যুবকের লাশ উদ্ধার করে।
০৮-১০-৭৩ ইত্তেফাক	(১) মুজিবুর রহমান আক্কলপুরী ও (২) ইসমাইল আকন্দ। বিশিষ্ট আওয়ামীলীগ নেতা ও সাবেক গণপরিষদ সদস্য। ৬৫ বৎসর বয়স্ক প্রবীণ রাজনীতিক জনাব মুজিবর রহমান আক্কেলপুরী গত ৭ই অক্টোবর সন্ধ্যায় মোটর সাইকেল যোগে গুপীনাথপুর হতে যাওয়অর পথে ঘাতকেরা ব্রাস ফায়ার করে। ঐ একই মোটর সাইকেলে তাহার সঙ্গী ইসমাইল আকন্দও গুলীবিদ্ধ হয়ে প্রাণ হারান।
০৮-১০-৭৩ ইত্তেফাক	৮ জনকে হত্যা আসমান আলী, দানেশ, মকবুল হোসেন, আবুল হোসেন, মোবারক মন্ডল, নেপাল মন্ডল ও সাত্তার। ৫ই অক্টোবর শনিবার দিবাগত রাতে চুয়াডাঙ্গার যাদবপুর শঙ্কর চন্দ্র ফুলবাড়িয়া সমাদ্দি, ছয় ঘরিয়া ও তিতুদাহ গ্রামে একদল সশস্ত্র ব্যক্তি বাড়ি হানা দিয়ে ৮ জনকে হত্যা করে। নিহতদের মধ্যে একজন চুয়াডাঙ্গা কৃষক সমিতির সহ-সভাপতি এবং অবশিষ্টরা আওয়ামীলীগ সমর্থক।
০৮-১০-৭৩ গণকণ্ঠ	বোরহান উদ্দিন রোকন। স্টাফ রিপোর্টার। জাকসুর সাধারণ সম্পাদক বোরহানউদ্দিন রোকন গত শনিবার রাতে জাসদ অফিস থেকে ফেরার পথে অপহৃত হয়ে পরে গুপ্ত হত্যার শিকার হন।

তাং, তথ্যসূত্র	নিহতদের নাম ও ঠিকানা এবং ঘটনার বিবরণ
০৯-১০-৭৩ ইত্তেফাক	হাতেম আলী বিশ্বাস, আবদুল লতিফ, আবদুল হান্নান আহমেদ। শনিবার রাতে ৮টি হত্যাকান্ড সংঘটিত হওয়া পর পরবর্তী ২৪ ... মধ্যে রবিবার রাতে চুয়াডাঙ্গা মহকুমায় আরো ৬টি নির্মম হত্যা... সংঘটিত হয়েছে। প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ যে, রবিবার রাতে শতাধিক ... সশস্ত্র দুষ্কৃতিকারী প্রথমে আলম ডাঙ্গা থানার তিয়ারভিলা গ্রামে ... দেয় সেখানে হাতেম আলী বিশ্বাস, আবুল লতিফ ও আবদুল হা... দন্ডাইল গ্রামের আহমেদ আলী ও আবুল কাশেম এবং শম্ভুনগর গ্রামে... সন্তোষ চক্রবর্তীকে একই ভাবে হত্যা করে। দুষ্কৃতিকারীরা কয়েক জন... অপহরণ করেও নিয়ে যায়।
১০-১০-৭৩ ইত্তেফাক	১ জন মহিলা। ডোমার নীল ফামারী ৭ই অক্টোবর। ডোমার থানার নাওপাড়া গ্রামে... কতিপয় দুর্বৃত্তের হাতে জনৈক হরিয়াল আহত ও তার স্ত্রী নিহত হয়েছে...
১২-১০-৭৩ গণকণ্ঠ	বাবুল। স্টাফ রিপোর্টার। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শেরে বাংলা হলের একটি... মুখ চেনা মহল বাস্তুহারা ছেলে বাবুলকে পিটিয়ে হত্যা করেছে।
১৯-১০-৭৩ গণকণ্ঠ	২ জন অজ্ঞাত নাম উল্লেখ নাই। স্টাফ রিপোর্টার। গত বুধবার বৈদ্যেরবাজার থানার কলতাপাড়া নামক... একটি জঙ্গলে রক্ষীবাহিনী ও স্পেশাল পুলিশ বাহিনীর সাথে... দুষ্কৃতিকারীদের প্রায় একঘণ্টা ব্যাপী গুলীবিনিময়ের সময় পুলিশের হাতে... ২ জন দুষ্কৃতিকারী নিহত হয়।
২১-১০-৭৩ ইত্তেফাক	জালালউদ্দিন। নারায়ণগঞ্জ পুলিশ সূত্রে প্রকাশ, ১৯ শে অক্টোবর শুক্রবার রাতে রায়পুরা... থানার হাসনাবাদ গ্রামের আওয়ামী লীগ কর্মী জালাল উদ্দিন সশস্ত্র... দুর্বৃত্তদের হাতে নিহত হন।
২২-১০-৭৩ ইত্তেফাক	পুলিশ খুন, নাম উল্লেখ নাই। গত ২১ শে অক্টোবর একদল সশস্ত্র ব্যক্তি রবিশাল জেলার উজিরপুর... থানার হারতা পুলিশ ফাঁড়িতে হামলা চালিয়ে ফাঁড়ির সকল অস্ত্র শস্ত্র লুট... করে নেয়। সশস্ত্র ব্যক্তিদের গুলীতে দুইজন পুলিশ খুন ও অপর দুইজন... আহত হয়।

তাং, তথ্যসূত্র	নিহতদের নাম ও ঠিকানা এবং ঘটনার বিবরণ
২২-১০-৭৩ ইত্তেফাক	আহমেদ আলী। ১০ই অক্টোবর ময়মনসিংহ জেলার বাজিতপুর থানার চেঙ্গহাটি দীঘির পার গ্রামের জনৈক আহমেদ আলী তিনজন মাঝি ও সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা লইয়া ব্যবসা বা ভাড়া বহন করিবার উদ্দেশ্যে বাড়ি হইতে রওনা হইয়া ৭-৮ মাইল দূরে হুমাইপুর গ্রামের নিকট পৌছে। তখন দুর্বৃত্তরা নৌকাটিকে হাওরের মধ্যে আটকাইয়া মাঝি তিনজনকে নৌকার মধ্যে বাধিয়া ফেলে। পরে আহমেদের লাশ ভাসতে দেখা যায়।
২২-১০-৭৩ গণকণ্ঠ	হাবিবুর রহমান। গত শনিবার রাত ১টা থেকে ২টার মধ্যে একদল লোক নারী শিক্ষা মন্দিরের দারোয়ান হাবিবুর রহমানকে পিটিয়ে হত্যা করে।
২২-১০-৭৩ গণকণ্ঠ	২ জন নাম উল্লেখ নাই। বরিশাল ২০ শে অক্টোবর (এনা) গত বৃহস্পতিবার রাতে মেহেদীগঞ্জে অজ্ঞাত পরিচয় দুষ্কৃতিকারীরা দুই ব্যক্তিকে গুলি করে হত্যা করেছে।
২৪-১০-৭৩ গণকণ্ঠ	আবদুল খালেক ও তাঁর ভাই। মনোহরদী ঢাকা ২২ শে অক্টোবর। সম্প্রতি উক্ত থানার পাটলী ইউনিয়নের দলিল পাড়া গ্রামে দুই সহোদরকে নির্মমভাবে কুড়াল ও লোহার রড দিয়ে হত্যা করে।
২৪-১০-৭৩ ইত্তেফাক	(১) গোলাম সরওয়ার বুলবুল (২) কিবরিয়া। গত ২৩ শে অক্টোবর, সকাল ৯ টায় ঢাকার অরফেনেজ রোডের মোমিন মোটর কোম্পানীর কারখানায় এক অপ্রীতিকর ঘটনায় দুইজন তরুণ কারখানার শ্রমিক সমবেত জনতার প্রহারে নিহত হইয়াছে ঘটনাস্থলে। এ ব্যাপারে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের ভাষ্য হইতে জানা যায় যে তাহারা ছাত্রলীগের বিশিষ্ট কর্মী এবং সুপরিকল্পিভাবে তাহাদেরকে হত্যা করা হইয়াছে। এই ঘটনায় ইউনিয়নের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ ১২ জন শ্রমিককে পুলিশ গ্রেফতার করিয়াছে।
২৪-১০-৭৩ ইত্তেফাক	সিরাজ মিয়া। জামালপুর হইতে ইত্তেফাকের নিজস্ব সংবাদদাতা জানাইয়াছেন যে ২৩-১০-৭৩ তারিখে দুপুর ২-৩০ মিনিটের সময় জামালপুর জেটিপি অফিস ও গোডাউনের মধ্যবর্তী স্থানে সিরাজ মিয়া নামক একজন বিশিষ্ট পাট

	ব্যবসায়ীকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হইয়াছে। সিরাজ মিয়াকে ছুরি... হত্যা করা হয়।
২৫-১০-৭৩ ইত্তেফাক	রাজশাহীতে জাসদ নেতা খুন। গত ২২ শে অক্টোবর সোমবার রা... রাজশাহীর বাঘামারা হইতে গত সাধারণ নির্বাচনে জাতীয় সমাজ... দলের পক্ষ হইতে মনোনীত নির্বাচন প্রার্থী জনাব মনির উ... রক্ষীবাহিনীর গুলীতে নিহত হইয়াছেন বলিয়া গতকাল জাসদের ... প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়।
৩১-১০-৭৩ ইত্তেফাক	তিনজন পুলিশ নিহত, নাম উল্লেখ নেই। পটুয়াখালী থেকে ইত্তেফাকের নিজস্ব সংবাদদাতা জানিয়েছেন যে ঈদ... দিন শতাধিক সশস্ত্র ব্যক্তি পাথর ঘাটা থানা লুট করে। বেলা ১১... দিকে থানায় ডিউটিরত তিনজন পুলিশ ব্যতীত অন্যরা থানার অদূ... স্থানীয় ঈদের জামাতে নামাজ আদায় করতে গেলে সশস্ত্র ব্য... আকস্মিকভাবে থানার উপর হামলা চালায়। উভয় পক্ষের মধ্যে আধ... কাল ধরিয়া গুলী বিনিময় চলে। সশস্ত্র ব্যক্তিদের গুলীতে ঘটনা... ফাঁড়ির তিনজন পুলিশ নিহত হয়।
৩১-১০-৭৩ ইত্তেফাক	সাজ্জাদ হোসেন, কোষাধ্যক্ষ শিবগঞ্জ থানা আওয়ামী লীগ। চাপাই নবাবগঞ্জ থেকে ইত্তেফাকের সংবাদদাতা জানাইয়াছেন যে শিব... থানা আওয়ামীলীগের কোষাধ্যক্ষ জনাব সাজ্জাদ হোসেনকে গত ... তারিখ শনিবার সন্ধ্যা রাতে থানা আওয়ামী লীগ কার্যালয়ের সম্মুখে ... বা কাহারা গুলী করে হত্যা করে।
০১-১১-৭৩ গণকণ্ঠ	শ্রী বিভূতি ভূষণ ও কবির। লোহাগড়া (যশোর)-২৬ শে অক্টোবর। সম্প্রতি নড়াইলের জাসদ নে... শ্রী বিভূতি ভূষণ এবং কালিয়া থানার জনাব কবির নামে এক ব্যক্তি... রক্ষীবাহিনী পিটিয়ে হত্যা করেছে।
০৭-১১-৭৩ গণকণ্ঠ	শরীফুল ইসলাম। ঢাকার বাবর রোডে রক্ষীবাহিনীর সাথে গুলিবিনিময়ের সময় সংঘ... মোঃ শরীফুল ইসলাম নিহত হয়েছেন।
০৯-১১-৭৩	নুরুল ইসলাম সরকার।

তাং, তথ্যসূত্র	নিহতদের নাম ও ঠিকানা এবং ঘটনার বিবরণ
গণকণ্ঠ	গাইবান্ধা (৭ নভেম্বর) গত ৫ই নভেম্বর সন্ধ্যায় গাইবান্ধা আওয়ামী লীগের বহুদিনের বিবদমান দুটি উপদলের মধ্যে সংঘর্ষে সরকারি শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি নুরুল ইসলাম সরকার নিহত হন।
০৯-১১-৭৩ গণকণ্ঠ	জালাল উদ্দিন সরদার ও তার স্ত্রী। নাটোরে পাওয়া অপর এক খবরে জানা গেছে গত ২৯ শে অক্টোবর আত্রাই থানার বড়ভিটা নিবাসী জনাব জালাল উদ্দিন সরদার ও তার স্ত্রীকে রক্ষীবাহিনী গুলী করে হত্যা করে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ উগ্রপন্থী নকশালকে ধরতে গেলে এ ঘটনা ঘটে।
১১-১১-৭৩ গণকণ্ঠ	৫ জন নাম উল্লেখ নাই। চুয়াডাঙ্গা ১০ নভেম্বর গতরাতে আলমডাঙ্গা থানার আলিয়াত নগর গ্রামের দুই পরিবারের ৫ জন দুষ্কৃতিকারীর গুলিতে নিহত হয়।
১৭-১১-৭৩ ইত্তেফাক	মোহাম্মদ আলী, নোয়াখালী জেলার লক্ষ্মীপুর থানার মাদারী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান। ১৬ ই নভেম্বর বৃহস্পতিবার আসন্ন ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে নোয়াখালী জেলা লক্ষ্মীপুর থানার মাদারী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান পদের অন্যতম প্রার্থী জনাব মোহাম্মদ আলী খুন হয়েছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী হইয়া মনোনয়নপত্র দাখিলের পর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর প্রধান জনাব মোঃ আলী সন্ধ্যার পর মান্দারী বাজারে লোকজনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বাড়ির দিকে রওনা হওয়ার পর বাজারের পথেই কয়েকজন অস্ত্রধারী তাহাকে ঘিরিয়া ফেলে এবং সেই অস্ত্রধারীদের গুলির আঘাতে তিনি ঘটনাস্থলে প্রাণ হারান।
১৯-১১-৭৩ ইত্তেফাক	ডাঃ তাহাজউদ্দিন, দুইপুত্র চাঁদ কামাল, নয়ন আলী ও আবদুস সাত্তার। কুষ্টিয়া জেলার আলমডাঙ্গা থানাধীন আলীয়াট নগর ও ফুলবগাদী গ্রামে একের পর লোমহর্ষক হত্যাকান্ড সংঘটিত হয়। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ তথাকথিত উগ্রপন্থী সন্ত্রাসবাদী দলের হাতে বুলেট বিদ্ধ হইয়া উল্লেখিত আলীয়াট নগর গ্রামের জনৈক ডাক্তার ও তদীয় দুই পুত্র এবং পাশের বাড়ির অপর দুই ব্যক্তি ঘটনাস্থলে করুণ মৃত্যুবরণ করেন।
২৪-১১-৭৩ ইত্তেফাক	জসিম উদ্দিন মাস্টার। ঢাকার নবাবগঞ্জ থানার জাসদ সভাপতি জনাব জসিমউদ্দিন মাস্টারকে

তাং, তথ্যসূত্র	নিহতদের নাম ও ঠিকানা এবং ঘটনার বিবরণ
	মুজিববাদীরা গত ১৫ই নভেম্বর বিকেল চারটায় নৃশংসভাবে হত্যা কর
২৪-১১-৭৩ ইত্তেফাক	আলী আশরাফ পুলিশ কনস্টেবল, দুষ্কৃতিকারীরা (১) মোহসিন (২) মিয়া (৩) সুলতান (৪) মোহসেনের স্ত্রী (৫) সুলতানের স্ত্রী। সশস্ত্র দুর্বৃত্তদের সহিত গুলি বিনিময়ে ১ জন পুলিশসহ ৬ ব্যক্তি নিহ গত ২৩ শে নভেম্বর ভোররাতে কেরানীগঞ্জ থানা এলাকায় পুলিশ সশস্ত্র ব্যক্তিদের মধ্যে গুলি বিনিময়ের ফলে ২ জন মহিলাসহ ৫ জ সশস্ত্র দুর্বৃত্ত এবং একজন পুলিশ কনস্টেবল নিহত হয়। ঘটনাটি ঘ কেরানীগঞ্জ থানা থেকে মাত্র ৫ শত গজ দূরে আগারগাও গ্রামে। ঘটনার দিন সন্ধ্যার দিকে দুর্বৃত্ত মোহসিন আগারগাও কাঠের পুলের নিকট কারণেই রাইফেলের ফাঁকা গুলি ছুঁড়ে। এই গুলির পরেই স্থানীয় বি পুলিশ কেরানীগঞ্জের থানায় খবর দেয়।
২৭-১১-৭৩ ইত্তেফাক	ডাঃ জিল্লুর রহমান, ইউনিয়ন পরিষদের আসন্ন নির্বাচন প্রার্থী। নাটোর থেকে সংসদ সদস্য ডাঃ মেসবাহুল হক এনাকে জানান যে, গ ২৬ শে নভেম্বর চাঁপাই নওয়াবগঞ্জ থানার পার্বতীপুর গ্রামে স্থানী ইউনিয়ন পরিষদের আসন্ন নির্বাচন প্রার্থী ডাঃ জিল্লুর রহমান দুর্বৃত্তদে হাতে নৃশংসভাবে খুন হয়েছেন। ঐদিন রাত ৮ টার দিকে ৫ জন সশস্ত্র লোক তাকে ঘর থেকে বাইরে ডেকে এনে প্রথমে গলা কাটে তার প গুলি করে হত্যা করে।
১২-১২-৭৩ গণকণ্ঠ	আবদুর সালাম জাসদ/রাজশাহী জেলা শাখার সভাপতি। রাজশাহী ১লা ডিসেম্বর-জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের রাজশাহী জেলা শাখার সহ-সভাপতি ও জাসদ গোদাগাড়ি থানা শাখার সভাপতি জনাব সালামের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে।
১২-১২-৭৩ গণকণ্ঠ	নূরুল ইসলাম। খুলনা, ১১ই ডিসেম্বর খুলনা থেকে ৭ মাইল দূরে ডোবা নামক একটি গ্রাম থেকে ফেরার সময় রক্ষী বাহিনী ও পুলিশ বোঝাই একটি লঞ্চ একদল অজ্ঞাতনামা সশস্ত্র ব্যক্তিদের গুলিতে লঞ্চের ক্রু জনাব নূরুল ইসলাম ঘটনাস্থলেই মারা গেছেন।
১২-১২-৭৩ ইত্তেফাক	(১) বনপদ সাহা চৌধুরী গ্রাম মাইতাবপুর (২) মোঃ কাদের গ্রাম সোনাপু (৩) জালাল মন্ডল খাটিয়া গ্রাম (৪) কাশেম আলী মন্ডল মদনমহন গ্রাম

	১১ ই ডিসেম্বর মঙ্গলবার ঢাকার নবাবগঞ্জ থানা এলাকা থেকে ৪টি আংশিক বিকৃত লাশ ময়না তদন্তের জন্য ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে আনা হয়। মৃত ব্যক্তিরা সকলেই বয়সে বৃদ্ধ এবং তিন জনেরই গলা কাটা ছিলো। ৪ র্থ ব্যক্তিকে গলায় দড়ি দিয়া অথবা গলা টিপিয়া হত্যা করা হইয়াছে। এই নিহত ব্যক্তিরা ৪টি গ্রামের বাসিন্দা।
১৭-১২-৭৩ ইত্তেফাক	মিঃ যোগেন্দ্র পাল, আওয়ামী লীগ কর্মী। ১৬ই ডিসেম্বর সিলেট জেলার চুনারুঘাট থানাধীন নিরালী ইউনিয়নের চেয়ারম্যন পদপ্রার্থী আওয়ামী লীগ কর্মী মিঃ যোগেন্দ্র পাল গভীর রাতে নিজগৃহে একদল অজ্ঞাত পরিচয় সশস্ত্র দুর্বৃত্তের হাতে খুন হইয়াছেন বলিয়া জানা যায়।
১৭-১২-৭৩ ইত্তেফাক	আবদুল মান্নান, ইউনিয়ন কাউন্সিল নির্বাচন প্রার্থী। গত ১২ই ডিসেম্বর বরিশাল জেলার মঠবাড়িয়া থানার বান্ধাবপাড়া বাজারে আসন্ন ইউনিয়ন কাউন্সিল নির্বাচনে সদস্য পদপ্রার্থী জনাব আবুদল মান্নানকে দুস্কৃতিকারীরা গুলি করিয়া হত্যা করিয়াছে।
২৪-১২-৭৩ ইত্তেফাক	৩জন খুন নাম উল্লেখ নাই। গত ২৩ শে ডিসেম্বর ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনে দেশের বিভিন্ন স্থানে খুন জখম হাঙ্গামা, এবং ব্যালট ব্যাক্স ছিনতাই এই খবর পাওয়া গিয়াছে। চাঁদপুর মতলব থানায় দুইজন নিহত হয় এবং জামালপুরের নামকরা একজন জনৈক প্রার্থী খুন হয়।
২২-১২-৭৩ গণকণ্ঠ	২ জন পোলিং অফিসার। নোয়াখালীর সদর মহকুমার ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে সেনাবাগে ২ জন পোলিং অফিসার গুলিতে নিহত হয়েছে।
২৬-১২-৭৩ গণকণ্ঠ	আবদুল রহমান। রাণীনগর, রাজশাহী ২২ শে ডিসেম্বর। সম্প্রতি রাণীনগর থানাধীন কচুয়া গ্রামের জনৈক আবদুর রহমানকে কতিপয় অস্ত্রধারী ব্যক্তি নৃশংসভাবে হত্যা করে।
২৭-১২-৭৩ গণকণ্ঠ	আনিসুর রহমান, আওয়ামী লীগ কর্মী। দিনাজপুর জেলার হাকিমপুর থানাধীন বিরামপুর ইউনিয়নের রিলিফ

তাং, তথ্যসূত্র	নিহতদের নাম ও ঠিকানা এবং ঘটনার বিবরণ
	কমিটির চেয়ারম্যান ও আওয়ামী লীগ কর্মী জনাব আনিসুর র... শে ডিসেম্বর তারিখে নিজ বাসগৃহে অজ্ঞাত নামা সশস্ত্র দুর্বৃত্তে... নিহত হইয়াছেন।
২৮-১২-৭৩ গণকণ্ঠ	আনসার আলী ও আরকান আলী। হবিগঞ্জ ২৬ শে ডিসেম্বর, সম্প্রতি মহকুমার বাহুবল থানাধীন ... গ্রামের দু' ব্যক্তিকে গুলি করে হত্যা করে।

১৯৭৪ সালে দৈনিক ইত্তেফাক ও গণকণ্ঠ পত্রিকায় প্রকাশিত নিহতদের তথ্য

তাং, তথ্যসূত্র	নিহতদের নাম ও ঠিকানা এবং ঘটনার বিবরণ
০১-০১-৭৪ ইত্তেফাক	জহুরুল ইসলাম ভোলার আওয়ামী লীগ নেতা। ভোলার আওয়ামী লীগের শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদক জহুরুল ইসলাম অজ্ঞাত পরিচয় সশস্ত্র আততায়ীর গুলিতে নিহত হয়েছে।
০৩-০১-৭৪ ইত্তেফাক	আব্দুল হাফিজ বাসাবো। ঢাকার বাসাবো এলাকার ৩০ নং বাসা থেকে ৭৫ নম্বর বাসায় যাওয়ার পথে দুর্বৃত্তদের স্টেনগানের গুলিতে জনাব আব্দুল হাফিজ নিহত হন।
০৭-০১-৭৪ ইত্তেফাক	কাজী শামুদ্দিন ও এ্যাডিশন্যাল এস পি পুত্র বাবুল। বাসাবো ও খিলগাঁও এলাকার আওয়ামী লীগের কর্মী শামসুদ্দিন এবং মালিবাগের এ্যাডিশন্যাল এস পি'র পুত্র বাবুল অজ্ঞাত আততায়ীর গুলিতে নিহত হয়।
০৭-০১-৭৪ ইত্তেফাক	জনাব মোঃ আলী ও তার সঙ্গী বাজিতপুর ময়মনসিংহ আওয়ামী লীগ নেতা। প্রকাশ্য দিবালোকে অজ্ঞাত নামা আততায়ী গুলি করে হত্যা করে।
০৮-০১-৭৪ ইত্তেফাক	আনজব আলী ও আরফান আলী হবিগঞ্জ। আততায়ী তাদের হাত পিছনে বেঁধে গুলি করে হত্যা করে।
০৮-০১-৭৪ ইত্তেফাক	আজিদ মিয়া, চুনারুঘাট। অজ্ঞাতনামা আততায়ীর গুলিতে নিহত।
০৯-০১-৭৪ ইত্তেফাক	তিনজন খুন (নাম উল্লেখ নাই), বগুড়া। বগুড়া শহরের উপকণ্ঠে অজ্ঞাত আততায়ীর গুলিতে তিন ব্যক্তি নিহত।

তাং, তথ্যসূত্র	নিহতদের নাম ও ঠিকানা এবং ঘটনার বিবরণ
০৯-০১-৭৪ ইত্তেফাক	আব্দুর রাজ্জাক ওরফে ভোলা (২২) পোস্তাগোলা, হাবিব মেটাল ই শ্রমিক। ছুরিকাঘাতে নিহত হন।
১১-০১-৭৪ ইত্তেফাক	জনাব মোতাহার উদ্দিন, ভোলার জাতীয় সংসদ সদস্য। জনাব মোতাহার ভোলার বুরহান উদ্দিন থানাধীন গজারিয়া ই কাউন্সিল অফিসে কয়েকজন স্থানীয় লোকের সাথে আলা আততায়ীর গুলিতে নিহত হন।
১২-০১-৭৪ গণকণ্ঠ	প্রেমানন্দ দাস মুন্সিগঞ্জ। বিবৃতিতে বলা হয়েছে গত ৭ জানুয়ারি রাত সাড়ে ১১ টায় মুন্সিগঞ্জ বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের সাবেক সভাপতি রিক্সা শ্রমিক ইউনি কোষাধ্যক্ষ ও লেনিনবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির কর্মী প্রেমানন্দ দাসকে স সমর্থিত সশস্ত্র গুণ্ডারা স্টেনগানের গুলিতে তার বাড়িতে হত্যা করে
১৩-০১-৭৪ ইত্তেফাক	৫ জন খুন (নাম উল্লেখ নাই)। আততায়ীর গুলিতে ফরিদপুরে ৪ জন ও ঢাকায় একজন নিহত।
১৯-০১-৭৪ ইত্তেফাক	আনোয়ার হোসেন করিম জুট মিলের শ্রমিক ইউনিয়নের সহ-সভাপ ডেমরা। সশস্ত্র দুষ্কৃতিকারীর গুলিতে নিহত।
২৩-০১-৭৪ ইত্তেফাক	মোহাম্মদ হোসেন, কেরানীগঞ্জ। বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গুলি করে হত্যা।
৩০-০১-৭৪ ইত্তেফাক	আবুল হোসেন, কদমতলী, সিদ্ধিরগঞ্জ। বাজার থেকে বাড়ি যাওয়ার পথে অজ্ঞাত বন্দুকধারীর গুলিতে নিহত
০১-০২-৭৪ ইত্তেফাক	সিরাজুর হক ফরহাদ (ছাত্র) ইন্টার: টেক: ইন্স:। খবরে প্রকাশ, একাধিক গুলির শব্দ শুনে জনৈক শিক্ষক বের হয়ে এ যুবকের লাশ দেখতে পান।
০৪-০২-৭৪ ইত্তেফাক	মোশাররফ হোসেন, জাসদ নেতা, যশোর। নিজ চেম্বারে এ্যাডভোকেট আব্দুল কাদেরের সাথে কথা বলার সম

	মুখোশধারী দুই অজ্ঞাত ষ্টেনগান পিস্তল নিয়ে এসে তাকে গুলি করে হত্যা করে।
০৮-০২-৭৪ ইত্তেফাক	আবদুল আজিজ, প্রধান শিক্ষক নারিকেল বাড়িয়া উচ্চ বিদ্যালয়, যশোর। প্রধান শিক্ষক তার দুইজন ছাত্র সহ স্কুলে যাওয়ার পথে অজ্ঞাত নামা দুষ্কৃতিকারীর হাতে খুন হন।
১১-০২-৭৪ ইত্তেফাক	হালিম ও বারী, ছাত্রলীগ কর্মী, বগুড়া। বগুড়ার তালোড়া রেল ষ্টেশনের কাছে অজ্ঞাত নামা আততায়ী ব্রাস ফায়ার করে হত্যা করা হয়।
১১-০২-৭৪ ইত্তেফাক	আবদুল হানিফ, রাজশাহী। একদল খাকি পোশাকধারী আব্দুল হানিফকে জীপে করে ধরে নিয়ে হত্যা করে ফেলে রেখে যায়।
১২-০২-৭৪ ইত্তেফাক	আব্দুল হান্নান, পিপলস জুট মিলের শ্রমিক নেতা, খুলনা। আব্দুল হান্নান একটি কর্মী সভা শেষে বাড়ি ফেরার পথে একদল দুষ্কৃতিকারী ষ্টেনগানের গুলি ছোড়ে। আহত অবস্থায় হাসপাতালে নেয়ার পর মার যান।
১৩-০২-৭৪ ইত্তেফাক	মোঃ খলিল, খিলগাঁও। পুলিশ সূত্র : কয়েক ব্যক্তি খলিলকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে পিটিয়ে হত্যা করে।
১৩-০২-৭৪ ইত্তেফাক	৮ ব্যক্তি নিহত, দেশের বিভিন্ন স্থানে, গত দুই দিনে নাম উল্লেখ নাই। ঘটনায় প্রকাশ গত ২/৩ দিনে দেশের বিভিন্ন স্থানে ৮ ব্যক্তি খুন হয়েছে। তাদের মধ্যে মাদারীপুরের জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক, জেলা আওয়ামী স্বেচ্ছাবাহিনী।
১৫-০২-৭৪ ইত্তেফাক	জনাব মোজাম্মেল, উত্তর খান ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ও রিলিফ কমিটির চেয়ারম্যান। জনাব মোজাম্মেল হক ভেসপা যোগে গুলশান থেকে গাবতলী আসার পর কতিপয় যুবক তাকে গুলি করে হত্যা করে।

তাং, তথ্যসূত্র	নিহতদের নাম ও ঠিকানা এবং ঘটনার বিবরণ
১৫-০২-৭৪ ইত্তেফাক	শাহজাহানওয়ারী ১ জন নিহত। অজ্ঞাত আততায়ীর গুলিতে নিহত।
২০-০২-৭৪ ইত্তেফাক	১ জন নিহত। ঢাকা জুটমিলের বাহিরে দোকানে চা পান করার সময় ব্রা[illegible] জন নিহত ও ৬ জন আহত।
২৪-০২-৭৪ ইত্তেফাক	ফরহাদ, শিক্ষানবিশ পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর খুলনা। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, উক্ত ফরহাদ যশোর রোড দিয়ে যা[illegible] পিছন দিক থেকে কতিপয় লোক তার গলা টিপে ধরে এবং [illegible] ঘটনা স্থলেই মেরে ফেলে রেখে যায়।
০২-০৩-৭৪ গণকণ্ঠ	একরামুল, যশোর। নিজ বাড়ির সামনে অজ্ঞাত পরিচয় এক দুষ্কৃতিকারীর গুলিতে [illegible]
০৩-০৩-৭৪ ইত্তেফাক	সিরাজ ও কালু মিয়া কাওলা, গুলশান। বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে হত্যা করা হয়।
০৪-০৩-৭৪ ইত্তেফাক	নাম উল্লেখ নাই। গত ২৭ শে ফেব্রুয়ারি (পিরোজপুর) কাকচিরার নিকট পা[illegible] রক্ষী বাহিনীর উপর একদল সশস্ত্র দুষ্কৃতিকারীর হামলায় রক্ষী বা[illegible] একজন সদস্য নিহত হয়।
১০-০৩-৭৪ ইত্তেফাক	আবদুল মান্নান খান মীরপুর এলাকায় অজ্ঞাতনামা সশস্ত্র ব্যক্তিদের গুলিতে নিহত হ[illegible]
১৮-০৩-৭৪ ইত্তেফাক	৬ জন নিহত। জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলে ঘেরাও আন্দোলনের সূচনায় স্বরা[illegible] বাসভবন ঘেরাও এর সময় পুলিশ ও রক্ষীবাহিনীর গুলিতে ৬ জন [illegible]
১৮-০৩-৭৪ ইত্তেফাক	গাজী ফজলুল রহমান জাতীয় সংসদ সদস্য মনোহরদী। সশস্ত্র দুষ্কৃতিকারীর গুলিতে নিহত।
০১-০৪-৭৪	মানিক চন্দ্র সাহা গ্রাম-মুস্তাফাপুর, কালিগঞ্জ থানা, যশোর।

তাং, তথ্যসূত্র	নিহতদের নাম ও ঠিকানা এবং ঘটনার বিবরণ
ইত্তেফাক	(নিজস্ব সংবাদদাতার তার) ৩১ শে মার্চ রাতে একদল দুষ্কৃতিকারী যশোর জেলার গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য কেন্দ্র, বড় বাজারে হামলা চালিয়ে এক জনকে নিহত এবং অন্তত ৩০ জনকে আহত করে। দুষ্কৃতিকারীরা রাইফেল, ছোড়া, লাঠি সজ্জিত ছিল এবং নগদ কয়েক লক্ষ টাকা লইয়া প্রস্থান করে।
০১-০৪-৭৪ ইত্তেফাক	মইনুদ্দীন, দাদুনিয়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান। (নিজস্ব সংবাদদাতার টেলিফোন) ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, কতিপয় সশস্ত্র দুষ্কৃতিকারী ৩০ মার্চ গভীর রাতে জনাব মইনুদ্দিনের গৃহে প্রবেশ করিয়া তাহাকে গুলি বিদ্ধ করিয়া হত্যা করে।
০১-০৪-৭৪ ইত্তেফাক	আব্দুল আজিজ, লোহাগড়ার সাবেক রিলিফ কমিটির চেয়ারম্যান, যশোর। গত ২৮ শে মার্চ রাতে যশোর জেলার লোহাগড়ার সাবেক রিলিফ কমিটির চেয়ারম্যান ও বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ কর্মী জনাব আব্দুল আজিজকে সশস্ত্র দুষ্কৃতিকারীরা হত্যা করে।
০৩-০৪-৭৪ ইত্তেফাক	লোকমান, রমনা থানা আওয়ামী লীগের সম্পাদক। ২রা এপ্রিল রাতে কতিপয় অজ্ঞাত পরিচয় দুষ্কৃতিকারীর গুলিতে রমনা থানা আওয়ামী লীগের সম্পাদক জনাব লোকমান নিহত হন। জনাব লোকমান রাত্রি সাড়ে ৯টার দিকে সংগঠনের কার্যালয় হইতে যখন গৃহে ফিরিতেছিলেন তখন পথিমধ্যে বঙ্গবন্ধু এভিন্যুতে দুষ্কৃতিকারীরা তাহাকে লক্ষ্য করিয়া ব্রাসফায়ার করে এবং তিনি ঘটনাস্থলেই মারা যান।
০৪-০৪-৭৪ ইত্তেফাক	আব্দুল আউয়াল, কুলিয়ারচর থানার ভাইস চেয়ারম্যান ফরিদপুর ইউনিয়ন, ময়মনসিংহ। (সংবাদদাতা প্রেরিত) প্রি-কুলিয়ারচর (ময়মনসিংহ)। রাতে অত্র থানায় ফরিদপুর ইউনিয়নের নব নির্বাচিত ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুল আউয়াল নিজ গৃহে ঘুমন্ত অবস্থায় দুষ্কৃতিকারীর হাতে গুলি বিদ্ধ হয়ে নিহত হন।
০৪-০৪-৭৪ ইত্তেফাক	আব্দুল আজিজ, গ্রাম লোহাগড়া, থানা যশোর। লোহাগড়া থানার মহিশারা গ্রামের আওয়ামী লীগ কর্মী আব্দুল আজিজকে দুর্বৃত্তরা ঘুমন্ত অবস্থায় তাহার বাস ভবনে ধারাল অস্ত্র দ্বারা আঘাত করে হত্যা করে।

তাং, তথ্যসূত্র	নিহতদের নাম ও ঠিকানা এবং ঘটনার বিবরণ
০৬-০৪-৭৪ ইত্তেফাক	১। নাজমুল হক, কোহিনুর ২য় পর্ব এম এ সোসিওলোজী। ২। ইদ্রিস এম কম. ১ম পর্ব। ৩। রেজওয়ানুর রব, ১ম পর্ব সোসিওলোজী ৪। সৈয়দ মাসুদ মাহমুদ প্রথম বর্ষ সোসিওলজী বশির উদ্দিন আহমদ প্রথম বর্ষ এম কম ৬। আবুল হোসেন সম্মান সোজিওলজি ৭। এবাদখান ১ম বর্ষ সম্মান সোজিওলজি গতকাল ভোরের দিকে একদল সশস্ত্র দুষ্কৃতিকারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সূর্যসেন হলে প্রবেশ করে জোর পূর্বক ৭ জন ছাত্রকে মহসিন হল নিয়ে গিয়ে গুলি করে হত্যা করে।
১৭-০৪-৭৪ ইত্তেফাক	১। মোতালেব ২। আখতারুজ্জামান ৩। আজহার, তিনজন ছাত্র ছাগতাইল বাড়ি গ্রাম, টাংগাইল। (নিজস্ব সংবাদদাতার তার) টাংগাইল, ১৬ এপ্রিল। মোতালেব, আখতারুজ্জামান ও আজহার, করটিয়া সাদত কলেজের এই তিনজন এইচ এস সি পরীক্ষার্থী গত রবিবার মধ্যরাতে বাসাইল থানার বহুরিয়াছাগতাইল বাড়ি গ্রামে খুন হইয়াছেন।
২৩-০৪-৭৪ ইত্তেফাক	আলী হোসেন, গ্রাম-বড় পাড়া, কুমিল্লা। (নিজস্ব সংবাদদাতার তার) কুমিল্লা ২২ এপ্রিল রাত্রি আটটায় কুমিল্লা হইতে দুই মাইল দূরে বড় পাড়া গ্রামে আলী হোসেন নামে একজন আওয়ামী লীগ কর্মী দুষ্কৃতিকারীদের গুলিতে নিহত হন। খবরে জানা যায় যে, রাত্রে দোকান বন্ধ করার সময় নিকটবর্তীস্থান হইতে তাহার প্রতি গুলি নিক্ষেপ করা হয়।
২৪-০৪-৭৪ ইত্তেফাক	আবদুল গনি আহমদ, ধালাধুন ইউনিয়ন, নেত্রকোনা, যশোর। (নিজস্ব সংবাদদাতার তার) নেত্রকোনা (যশোর) ২৩ এপ্রিল, ধালাধুন ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি, সাবেক কোম্পানি কমান্ডার, সমবায় ব্যাংকের পরিচালক ও জেলা কৃষক লীগের কোষাধ্যক্ষ জনাব আবদুল গনি আহমদ গতকাল গভীর রাতে একটি বাড়িতে অজ্ঞাতনামা আততায়ীদের হাতে নৃশংসভাবে খুন হইয়াছেন।
২৪-০৪-৭৪ ইত্তেফাক	বজলুর রশীদ, চাটমোহন থানার হাতিয়াল ইউনিয়নের ভাইস চেয়ারম্যান পাবনা। চাটমোহন থানার অন্তর্গত হাতিয়াল ইউনিয়নের নবনির্বাচিত ভাইস চেয়ারম্যান জনাব বজলুর রশীদ গতকাল প্রকাশ্য দিবালোকে আততায়ী

তাং, তথ্যসূত্র	নিহতদের নাম ও ঠিকানা এবং ঘটনার বিবরণ
	গুলিতে নিহত হইয়াছেন।
০৪-০৫-৭৪ ইত্তেফাক	আতিয়ার রহমান, মৌরাজ ইউনিয়নের চেয়ারম্যান, পাংশা থানা, রাজবাড়ি। (নিজস্ব সংবাদদাতার টেলিফোন) ১৪ মে রাজবাড়ির পাংশা থানার অন্তর্গত মেওরাজ ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জনাব আতিয়ার রহমান আজ অপরাহ্ন ৫টায় সশস্ত্র ব্যক্তিদের গুলিতে নিহত হয়েছেন। ঘটনার বিবরণে জানা যায়। চেয়ারম্যান সাহেব যখন বাড়ি হইতে বাজারে যাচ্ছিলেন তখন তাকে লক্ষ্য করে উপর্যুপরি কয়েক রাউন্ড গুলি বর্ষণ করা হলে তিনি ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান।
৩১-০৫-৭৪ ইত্তেফাক	৩ ব্যক্তি নিহত, চুনকুটিয়া, কেরানীগঞ্জ। গত ২৯শে মে কেরানীগঞ্জের চুনকুটিয়া গ্রামে আততায়ীর ব্রাশ ফায়ারে তিন ব্যক্তি নিহত হয়।
০৯-০৬-৭৪ গণকণ্ঠ	শোয়েজান ও আব্দুর রউফ, নারায়ণগঞ্জ। অজ্ঞাতনামা আততায়ীর গুলিতে দুজন যুবলীগ নেতা নিহত।
১৪-০৬-৭৪ ইত্তেফাক	হারুনুর রশীদ নীরু মাদারীপুর আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সহ-সম্পাদক ও মাদারীপুর মহকুমা শাখার সাধারণ সম্পাদক। মাদারীপুরে সশস্ত্র ব্যক্তির গুলিতে নিহত হন।
১৮-০৬-৭৪ গণকণ্ঠ	পরীবানু (২৪), বাবু-০৬, নারায়ণগঞ্জ। ১৭ই জুন দুপুরে বন্দর থানায় পুলিশ নবীগঞ্জ রেলস্টেশনের নিকটস্থ খাল থেকে হাত পা বাঁধা অবস্থায় দুটি লাশ উদ্ধার করেছে। তাদের নাম পরিবানু ও বাবু, পরীবানুর ছেলে।
২৭-০৬-৭৪ গণকণ্ঠ	৪ জনকে হত্যা (নাম উল্লেখ নাই) দুপবানচিরা থানার মাদাইমুড়ী গ্রাম, বগুড়া। বগুড়া ২৫ শে জুন। এখানকার দুপবানচিরা থানার মাদাইমুড়ী গ্রামে ৪ ব্যক্তিকে ক্রুদ্ধ গ্রামবাসী পিটিয়ে হত্যা করেছে।
০১-০৮-৭৪ ইত্তেফাক	ঈমান আলী, ময়মনসিংহ জেলা আওয়ামী লীগ কোষাধ্যক্ষ। ময়মনসিংহ জেলা আওয়ামী লীগ কোষাধ্যক্ষ ও সাবেক এমসি এ ঈমান আলী গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হন। তিনি অজ্ঞাত সশস্ত্র দুষ্কৃতিকারীর

তাং, তথ্যসূত্র	নিহতদের নাম ও ঠিকানা এবং ঘটনার বিবরণ
	গুলিতে নিহত হন।
১১-০৮-৭৪ ইত্তেফাক	সুভাষ চন্দ্র দত্ত, কুমিল্লার পারুয়া থানার দাদরা উত্তর ইউনিয়নের চেয়ার... বরুয়া থানার দাদরা উত্তর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সুভাষ চন্দ্র ... বাজার হতে তার ঘরে ফেরার সময় অজ্ঞাত নামা আততায়ীর ... নিহত হন।
১৩-০৮-৭৪ ইত্তেফাক	১। আব্দুর রশিদ, আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক, অপর ... বালিকা ২। সিরাজ সরদার, মাদারীপুর, জেলা ছাত্রলীগের সহকারী সম্পা... ৩। ওমর আলী, আওয়ামী লীগ কর্মী। শ্রীনগর থানা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক আবদুর রশিদ ... একটি বালিকা সশস্ত্র আততায়ীর গুলিতে নিহত হয়। জাজির... লাউখোলা বাজারের একটি রেস্তোরায় চা পান করার সময় ... আততায়ীর গুলিতে ছাত্রলীগের সহকারী সাধারণ সম্পাদক সিরাজ ... ও আওয়ামী লীগ কর্মী ওমর আলী নিহত হয়।
২১-০৮-৭৪ ইত্তেফাক	জিয়াউল ইসলাম, পলিটেকনিকেল ছাত্র। পলিটেকনিকের ছাত্র জিয়াউল ইসলামকে হোস্টেল থেকে ধরে ... হত্যা করা হয়।
৩০-০৮-৭৪ ইত্তেফাক	আবুল হোসেন, গৌরনদী থানাধীন মাহিলারা হাইস্কুলের প্রধান ... ও যুবলীগ নেতা। গৌরনদী থানাধীন মাহিলারা হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক ও যুবলী... আবুল হোসেন অজ্ঞাত পরিচয় আততায়ীর গুলিতে নিহত হন।
২৪-০৯-৭৪ ইত্তেফাক	আব্দুল মান্নান, মুন্সিগঞ্জ এর শ্রীনগর থানার দোগাছী গ্রামের ... লীগের কর্মী। মুন্সিগঞ্জ এর শ্রী নগর থানার দোগাছি গ্রামের বিশিষ্ট আওয়ামী ... আব্দুল মান্নান অজ্ঞাত নামা আততায়ীর গুলিতে নিহত হয়।
২৭-০৯-৭৪ ইত্তেফাক	আরিফ আহমদ দিপু, জগন্নাথ কলেজের ছাত্র, অপর দুজন ... নামা। "ট্রিপল মার্ডার" নিহত একজন ছাত্র। অন্য দুইজনের পরিচয় ...

তাং, তথ্যসূত্র	নিহতদের নাম ও ঠিকানা এবং ঘটনার বিবরণ
	ঢাকা ময়মনসিংহ রোডে সন্ধ্যা ৭টায় একটি জীপ গাড়িতে করে কতিপয় অজ্ঞাত নামা ব্যক্তি দুজন যুবকের লাশ আজম পাড়া এবং ১ জন এর লাশ দত্তপাড়ার কাছে নিক্ষেপ করে ঢাকার পথে চলে আসে। ঐদিন রাত পৌনে ৭টায় একটি জীপ গাড়িতে কতিপয় অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি ৩ জন যুবককে স্টেনগানের গুলিতে নৃশংসভাবে হত্যা করে।
১৪-১০-৭৪ ইত্তেফাক	১২ জন রক্ষীসহ ৯ ব্যক্তি নিহত (নাম উল্লেখ নাই)। একদল সশস্ত্র ব্যক্তি ফরিদপুরের মাদারীপুর মহকুমার ফালগিনি থানার সাহেব রামপুরাস্থ রক্ষীবাহিনীর ক্যাম্পে হামলা করিলে উভয় পক্ষের মধ্যে গুলি বিনিময়ে একজন রক্ষী ও ৮ জন সশস্ত্র ব্যক্তি নিহত হয়।
১৫-১০-৭৪ ইত্তেফাক	১। আব্দুল মান্নান, সাধারণ গ্রামবাসী ২। মোহর উদ্দিন, নওভদ্রা গ্রামের রিকশা চালক। ৩। আহাদ আলী, স্কুল শিক্ষক। পাবনা থানার সশস্ত্র ব্যক্তিরা আরও দুইজনকে গলাকেটে হত্যা করে। নিহতদের একজন পাইকপাড়া গ্রামের সাধারণ গ্রামবাসী আব্দুল মান্নান অপরজন নওভদ্রা গ্রামের রিকশা চালক মোহর উদ্দিন। বাঘামারা থানার দাউদকান্দি হাই স্কুলের শিক্ষক আহাদ আলী ও সূর্য পাড়া গ্রামে সশস্ত্র ব্যক্তিদের গুলিতে নিহত হয়।
১৫-১০-৭৪ ইত্তেফাক	ভেলিরিয়ানো মেরিয়া, ঝিকর গাছা থানার শিমুলিয়ার রোমান ক্যাথলিক মিশনের ফাদার ও তার কর্মচারী। ঝিকরগাছা থানার শিমুলিয়ার রোমান ক্যাথলিক মিশনের ফাদার কোবে ভেলিরিয়ানো মেরিয়া ও অপর একজন কর্মচারী সশস্ত্র ব্যক্তিদের গুলিতে নিহত হয়।
৩০-১০-৭৪ ইত্তেফাক	রহমান লস্কর ঝালকাঠি থানা আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ঝালকাঠি থানা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক রহমান লস্কর কতিপয় অজ্ঞাতনামা আততায়ীর গুলিতে নিহত হন।
১১-১০-৭৪ গণকণ্ঠ	৮ জন নিহত (নিহতদের নাম উল্লেখ নাই)। ১০ই অক্টোবর, বগুড়া জেলার কোতয়ালী থানার বিভিন্ন স্থানে গত ১২ দিনে সশস্ত্র ব্যক্তিরা আটজনকে হত্যা করে। তাদের মধ্যে একজন মুজিববাদী ছাত্র সংগঠনের কর্মী। চারজন যুবক এবং একজন ইউনিয়ন কাউন্সিলের মেম্বর। এ ব্যাপারে পৃথক পৃথক মামলা দায়ের করেছেন।

তাং, তথ্যসূত্র	নিহতদের নাম ও ঠিকানা এবং ঘটনার বিবরণ
০১-১১-৭৪	শ্রী ত্রাণকৃষ্ণ মন্টু।
গণকণ্ঠ	মাদারীপুর ৩১ শে অক্টোবর (বিপিআই) মাদারীপুর জেলা মুজি... ছাত্র সংগঠনের শাখার সমাজ কল্যাণ সম্পাদক শ্রী ত্রাণকৃষ্ণ মন্টু অ... পরিচয় ব্যক্তির হাতে খুন হয়েছে।
০২-১১-৭৪	৯ জন সশস্ত্র ব্যক্তি নিহত (নাম উল্লেখ নাই)।
ইত্তেফাক	গত বুধবার খুলনার সরন খোলায় একদল সশস্ত্র দুষ্কৃতিকারী এবং ... বাহিনীর জোয়ানদের মধ্যে গুলি বিনিময়ে ৯ জন দুষ্কৃতিকারী নিহত ... বেশ কিছু আহত হয়।
০৪-১১-৭৪	১। কেপিসাহা পোদ্দার ২। সাজ উদ্দিন ও ৩। তাঁর ভাই
ইত্তেফাক	নওয়াবগঞ্জ (ঢাকা) ২রা নভেম্বর, এনা। বাংলাদেশ চিকিৎসক সমি... নওয়াবগঞ্জ দোহার শাখার সভাপতি মিঃ কেপিসাহা পোদ্দার ... নরসিংদীর শিবপুর থানার পুটিয়া ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য জনাব ... উদ্দিন ও তার ভাই সম্প্রতি দুষ্কৃতিকারী কর্তৃক নিহত হয়।
০৫-১১-৭৪	মোঃ হামিদুল হক।
গণকণ্ঠ	মেহেরপুর (কুষ্টিয়া) ২রা নভেম্বর। সম্প্রতি এখান থেকে দেড় মাই... দূরে মেহেরপুর কুষ্টিয়া সড়কের গোপালপুর গ্রামের সন্নিকটে ... গ্রামের নোনা পাড়ার মোঃ হামিদুর হক (২৯) নামক জনৈক যুবক... গলায় ছুরি চালিয়ে হত্যা করা হয়েছে।
১১-১১-৭৪	জনাব মফিজ।
গণকণ্ঠ	ঝালকাঠি (বরিশাল) ৯ই নভেম্বর (বিপিআই)। নলছিটি থানার অ... বাইচাঁদি ইউনিয়নের পরিষদের সদস্য জনাব মফিজ কতিপয় অজ্ঞা... ব্যক্তির গুলিতে নিহত হয়েছেন।
১৪-১১-৭৪	মোজাম্মেল হক, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের সাধা... সম্পাদক।
ইত্তেফাক	ইত্তেফাক রিপোর্ট-আততায়ীর গুলিতে আহত জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ব বিদ্যাল... ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক ও বাংলাদেশ ছাত্রলীগের জাতীয় কমি... সদস্য মোজাম্মেল হক গত মঙ্গলবার (১২ নভেম্বর) সন্ধ্যা ৬ টায় ঢা... মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে।

১৫-১১-৭৪ গণকণ্ঠ	নগেন্দ্র চন্দ্র আচার্য। ময়মনসিংহ, ১৩ই নভেম্বর। গত শনিবার রাত ১টায় ৫০ জন লোকের একটি দল ত্রিশাল থানা আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য নগেন্দ্র চন্দ্র আচার্যকে ধরে নিয়ে যায়। পরে সোমবার ব্রহ্মপুত্র নদীতে তার মস্তক বিহীন লাশ পাওয়া গেছে।
১৭-১১-৭৪ ইত্তেফাক	নুরুল হুদা। বাজিতপুর (ময়মনসিংহ)-১৫ই নভেম্বর। সম্প্রতি হুমাইপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব নুরুল হুদা দলীয় কর্মীদের নিয়ে বাজিতপুরের এক জনসভা শেষে ফিরার পথে সশস্ত্র ব্যক্তিরা নূরুল হুদাকে সহ আরো ৪ জনকে গুলি করে হত্যা করে।
১৮-১১-৭৪ ইত্তেফাক	মিঃ সুরুজমল আগরওয়ালা। রংপুর, ১৭ ই নভেম্বর (বিপিআই)। সৈয়দপুরের প্রখ্যাত ব্যবসায়ী মিঃ সুরুজমল আগরওয়ালা দুর্বৃত্তের হাতে নিহত হয়েছেন।
২৭-১১-৭৪ ইত্তেফাক	অজ্ঞাত ২ জন নিহত। গত মংগলবার জাসদ আহুত হরতালের সময় ঢাকা শহর ও নারায়ণগঞ্জে হাত বোমা ও গ্রেনেড নিক্ষেপে ২ জন নিহত ১৭ জন আহত হয়েছে।
১৮-১১-৭৪ ইত্তেফাক	অজ্ঞাত ৫ জন নিহত। কুষ্টিয়ার আলম ডাংগায় গত একমাসে দুর্বৃত্তের হাতে ৫ জন নিহত হয়েছে।
০৩-১২-৭৪ গণকণ্ঠ	আবু সাইদ। নেত্রকোনা, ২রা ডিসেম্বর। গত ২৬ শে নভেম্বর হরতালের দিন পুলিশের গুলিতে আহত নেত্রকোনা জেলার বারহাট্টা থানার জাসদ কর্মী জনাব আবু সাইদ গত ২৮ শে নভেম্বর রাতে মৃত্যুবরণ করেছেন।
০৪-১১-৭৪ ইত্তেফাক	শাহজাহান আলী ও হামিদুর হক। রাজবাড়ি (ফরিদপুর) ৩রা ডিসেম্বর গতকাল বিকেলে অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তিদের ব্রাশ ফায়ারে আহত ২ জনের মধ্যে একজন আজ সকালে মারা গেছেন। নিহত ব্যক্তির নাম শাহজাহান আলী রুব। উল্লেখ্য যে, এই ব্রাশ ফায়ারে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ নেতা হামিদুল হক ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান।

তাং, তথ্যসূত্র	নিহতদের নাম ও ঠিকানা এবং ঘটনার বিবরণ
০৫-১১-৭৪ ইত্তেফাক	২২ জন নিহত। মুন্সিগঞ্জ মহকুমা ও বগুড়া সদরে সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপে কম প... ব্যক্তির গুম হওয়ার খবর পাওয়া গিয়াছে। প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, মু... মহকুমার গ্রামাঞ্চলে চরমপন্থিদের সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপ বৃদ্ধি পে...
০৫-১১-৭৪ ইত্তেফাক	আবু ইউসুফ আমিন উদ্দিন। ফরিদপুর আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ও সাবেক ... এ জনাব আবু ইউসুফ আমিন উদ্দিন বুধবার (০৪-১২-৭৪) অ... সশস্ত্র ব্যক্তির গুলিতে প্রাণ হারিয়েছেন।
০৭-১২-৭৪ গণকণ্ঠ	নাজির উদ্দিন আহমেদ। দৌলতপুর মানিকগঞ্জ। মিছিলে পুলিশের গুলিবর্ষণে একজন ছাত্র নি... হয়।
১০-১২-৭৪ ইত্তেফাক	শেখ কোবাক হোসেন (কুপন)। শৈলকুপা (যশোর) ৯ই ডিসেম্বর। গতকাল সন্ধ্যায় শৈলকুপা ... কাচের কোল নিবাসী প্রবীণ আওয়ামীলীগ কর্মী শেখ কোবাক হো... (কুপন) অজ্ঞাত পরিচয় আততায়ীর গুলিতে নিহত হন।
১১-১২-৭৪ ইত্তেফাক	আলী আজম। ঢাকার মোহাম্মদপুর থানা আওয়ালী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর প্রধান ... আলী আজম গত সন্ধ্যায় অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির গুলিতে নিহত হয়ে...
১১-১২-৭৪ ইত্তেফাক	হারুন-অর-রশিদ। নরসিংদী (ঢাকা) ১০ ডিসেম্বর আজ স্থানীয় মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র সং... সহ-সভাপতি মোঃ হারুন-অর-রশিদের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে স্থা... আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ ও যুবলীগের যৌথ উদ্যোগে সকাল ৬টা ... বেলা ২টা পর্যন্ত হরতাল পালিত হয়েছে।
১৮-১২-৭৪ গণকণ্ঠ	৩ জন (নাম উল্লেখ নাই)। নবাবগঞ্জ (ঢাকা)। গতকাল আনুমানিক ৭টায় সশস্ত্র মুজিববাদী... হামলায় ৩ জন নিহত হয়েছে।
২৭-১২-৭৪	১ জন নিহত।

তাং, তথ্যসূত্র	নিহতদের নাম ও ঠিকানা এবং ঘটনার বিবরণ
দৈনিকবাংলা	কুষ্টিয়া-২৭ ডিসেম্বর। সংসদ সদস্য ও কুষ্টিয়া জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি জনাব গোলাম কিবরিয়া গত বুধবার ভোরে ঈদগাহ ময়দানে ঈদের নামাজ আদায়ের সময় দুষ্কৃতিকারীদের গুলিতে নিহত হন।

১৯৭৫ সালে দৈনিক ইত্তেফাক ও গণকণ্ঠ পত্রিকায় প্রকাশিত নিহতদের তথ্য

তাং, তথ্যসূত্র	নিহতদের নাম ও ঠিকানা এবং ঘটনার বিবরণ
০৪-০১-৭৫ ইত্তেফাক	সিরাজুল হক সিকদার পূর্ববাংলা সর্বহারা পার্টির নেতা। ১লা জানুয়ারি সিরাজুল হক সিকদার ওরফে সিরাজ সিক[illegible] গ্রেফতার করা হয়। ঐদিনই তাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ঢাকায় [illegible] হয় বলে ঢাকায় পুলিশ সুপারেনটেনডেন্ট স্বাক্ষরিত এক [illegible] বিজ্ঞাপ্তিতে জানা গেছে। জিজ্ঞাসাবাদের সময় তিনি একটি স্বীকারোক্তিমূলক বিবৃতি দেন [illegible] তার দলীয় কর্মীদের ও অননুমোদিত অস্ত্র শস্ত্র ও গোলাবারুদ [illegible] গোপন আড্ডায় যাওয়ার সময় তিনি সাভারের কাছে ভ্যান থেকে [illegible] পড়েন এবং পালানোর চেষ্টা করেন। তিনি যাতে পালাতে না পারে [illegible] জন্য পুলিশ গুলি চালায় এতে সঙ্গে সঙ্গে সিরাজ সিকদার এর মৃত্যু [illegible]
০৯-১-৭৫ ইত্তেফাক	আবুল কালাম আজাদ, ছাত্র আইন বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। শৈলকুপা (যশোর) ৮ই জানুয়ারি (নিজস্ব সংবাদদাতা)। স্থানীয় [illegible] (মোঃ) কর্মী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের ছাত্র নিহত [illegible] শৈলকুপা হাট হতে বাড়ি ফিরবার পথে সশস্ত্র ব্যক্তিরা তাকে লক্ষ্য [illegible] গুলি ছুঁড়ে এবং তিনি ঘটনাস্থলেই মারা যান।
১১-০১-৭৫ ইত্তেফাক	মি. শুটকা প্রাক্তন চেয়ারম্যান, হেমায়েত পুর ইউনিয়ন, পাবনা। (নিজস্ব সংবাদদাতার টেলিফোন) পাবনা ১০ জানুয়ারি। শহরের [illegible] ঘাট রোডে হেমায়েতপুর ইউনিয়নের প্রাক্তন চেয়ারম্যান মি. শুকটা [illegible] আততায়ীর গুলিতে নিহত হন।
১১-০১-৭৫ ইত্তেফাক	মিঃ নগেন্দ্রকুমার, হোটেল মালিক, সিলেট। (নিজস্ব সংবাদদাতা) ১০ তারিখ রাত ১২ টায় সিলেট শহরের [illegible] হোটেলের মালিক মিঃ নগেন্দ্র কুমার দেব (৫০) অজ্ঞাত পরি[illegible] আততায়ীর গুলিতে নিহত হয়েছেন।

তাং, তথ্যসূত্র	নিহতদের নাম ও ঠিকানা এবং ঘটনার বিবরণ
১৭-০১-৭৫ ইত্তেফাক	লাল মিয়া, তামাক বেপারী। শম্বরসেনা গ্রাম শ্রীমঙ্গল, সিলেট। শ্রীমংগল থানা সূত্রে প্রকাশ, শম্বরসেনা গ্রামে তামাক বেপারী লাল মিয়া রাতে যখন ঘুমাইতেছিলেন তখন ১০/১২ জন লোক তার ঘরের দরজা ভেঙে ভিতরে প্রবেশ করে তাকে ধরে বাড়ির উঠানে নিয়ে আসে এবং পর পর দুটি গুলি করে তাকে হত্যা করে।
২২-০১-৭৫ ইত্তেফাক	রহমতউল্লাহ, জগন্নাথ সাহা রোড ঢাকা। (ইত্তেফাক রিপোর্ট) প্রকাশ্য দিবালোকে গতকাল জগন্নাথ সাহা রোডে সকাল সাড়ে ১০ টায় রহমতউল্লাহ নামক ২২/২৩ বছরের যুবক তাহার ৩০১ নং রোডের বাসভবন হতে বের হলে ৩ জন সশস্ত্র যুবক তাকে লক্ষ্য করে ব্রাশ ফায়ার করলে সাথে সাথে নিহত হয়।
০১-০২-৭৫ ইত্তেফাক	২ জন নিহত (নাম উল্লেখ নেই) মঠবাড়িয়া থানার চান্দুখালী গ্রাম, বরিশাল। বরিশাল ৩১ শে জানুয়ালি (নিজস্ব সংবাদদাতা)। গতকাল সন্ধ্যায় মঠবাড়িয়া থানার চান্দুখালী গ্রাম রক্ষীবাহিনী ও একদল সশস্ত্র ব্যক্তির মধ্যে গুলি বিনিময়ের সময় রক্ষীবাহিনী জোয়ানদের গুলিতে দুইজন সশস্ত্র ব্যক্তি ঘটনাস্থলে প্রাণ হারিয়েছে।
০৪-০২-৭৫ ইত্তেফাক	৪জন পুলিশ নিহত (নাম উল্লেখ নাই) মিরপুর থানা, কুষ্টিয়া। কুষ্টিয়া ৩রা ফেব্রুয়ারি (নিজস্ব সংবাদদাতা) মিরপুর থানাধীন কাকলিদাহ ইক্ষু ক্রয় কেন্দ্রে পুলিশ ও সশস্ত্র ব্যক্তিদের মধ্যে গুলি বিনিময়ের ফলে ২ জন পুলিশ ও ২ জন সশস্ত্র ব্যক্তি নিহত হয়।
০৮-০২-৭৪ ইত্তেফাক	সাবের আলী মণ্ডল, নলডাঙ্গা, নাটোর, মহকুমা, রাজশাহী। ৭ই ফেব্রুয়ারি নাটোর মহকুমার নলডাঙা হাটে সেই গ্রামের বিশিষ্ট আওয়ামীলীগ কর্মী জনাব সাবের আলী মণ্ডল (৩৮) প্রকাশ্য বিদালোকে দুর্বৃত্তদের গুলিতে ঘটনাস্থলেই নিহত হন।
১৩-০২-৭৫ ইত্তেফাক	তিন জন নিহত (নাম উল্লেখ নাই) ময়মনসিংহ জেলার ফুলপুর থানার তারকান্দা বাজার। ১১ ফেব্রুয়ারি রাতে ময়মনসিংহ জেলার ফুলপুর থানার তারাকান্দা বাজারে একদল সশস্ত্র ব্যক্তির সাথে পুলিশের গুলি বিনিময়ের ফলে একজন হেড কনষ্টেবল ও ২ জন সশস্ত্র ব্যক্তি নিহত হয়।

০

তাং, তথ্যসূত্র	নিহতদের নাম ও ঠিকানা এবং ঘটনার বিবরণ
১৫-০২-৭৫ ইত্তেফাক	১ জন নিহত (নাম উল্লেখ নেই) কাশিপুর কলেজ নারায়ণগঞ্জ। ১৩ ফেব্রুয়ারি রাত ১টার সময় কাশিপুর কলেজ সংলগ্ন মাঠে একদল সশস্ত্র ব্যক্তির সহিত পুলিশের গুলি বিনিময়ের সময় ঘটনাস্থলেই একজন নিহত হয়। ঘটনার বিবরণে জানা যায় পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে দলটি পুলিশকে লক্ষ্য করিয়া গুলি ছোঁড়ে। দুপক্ষে গুলি বিনিময়ের সময় একজন নিহত হয়।
১৯-০২-৭৫ ইত্তেফাক	৪ জন নিহত, ওয়ারুক বাজার, হাজীগঞ্জ। ১৭ ফেব্রুয়ারি রাতে হাজীগঞ্জ থানার ওয়ারুক বাজারের নিকট একদল সশস্ত্র ব্যক্তির সহিত পুলিশের গুলি বিনিময়ের ফলে একজন পুলিশ ও ৩ জন সশস্ত্র ব্যক্তি নিহত হয়।
১২-৩-৭৫ ইত্তেফাক	আশুতোষ মহাজন। চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়ার বাকশাল কর্মী মিঃ আশুতোষ মহাজন প্রকাশ্য দিবালোকে সশস্ত্র কয়েক ব্যক্তির আক্রমণে নিহত হয়েছে। উক্ত সশস্ত্র ব্যক্তিরা রাজনৈতিক শ্লোগান দেয় এবং কয়েকটি দোকান লুট করে এবং পরে তারা নিকটবর্তী জংগলে পালিয়ে দেয়।
১২-০৩-৭৫ ইত্তেফাক	সাভার কলেজ ছাত্র ১। ফারুক ২। মাহবুব। ১০ই মার্চ ৭৫ তারিখে রাতে সাভারের গেণ্ডাস্থ জনাব মোহাম্মদ আশরাফের বাড়িতে সশস্ত্র কয়েক ব্যক্তির গুলিকে ২ জন ছাত্র নিহত হয়। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংবাদদাতা জানান ঐ দিন রাতে সশস্ত্র ব্যক্তিরা বাড়িতে এসে সাভার ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব আশরাফের খোঁজ করে তাকে না পেয়ে সশস্ত্র ব্যক্তিরা সাভার কলেজের ছাত্র ফারুক ও মাহবুবকে গুলি করলে ঘটনাস্থলে দু'জনই মারা যায়।
১৩-০৩-৭৫ ইত্তেফাক	১। মোশাররফ আলী আহমেদ ২। সামসুদ্দীন আহমেদ ৩। কাউসার আলী ৪। তারাপদ ৫। রুহুল কুদ্দুস গত ১২ই মার্চ ঝিনাইদহ জেলার হরিনাকুণ্ড থানার কুমারখালী নদীতে বাকশাল কর্মী জনাব মোশাররফ আলী আহমেদ ও তার ৪ জন সহযোগী মাছ ধরতে গিয়ে সশস্ত্র ব্যক্তিদের কর্তৃক গুলিতে নিহত হয়। হত্যাকাণ্ডের কারণ সম্পর্কে যদিও জানা যায়নি তবে প্রত্যক্ষদর্শীরা এই হত্যাকাণ্ডকে রাজনৈতিক বলে অভিহিত করেন।

তাং, তথ্যসূত্র	নিহতদের নাম ও ঠিকানা এবং ঘটনার বিবরণ
১৩-০৪-৭৫ ইত্তেফাক	মিঃ অমর নাথ বিশ্বাস, নড়াইল জেলা বাকশালের নেতা। গত ৭ই এপ্রিল কতিপয় সশস্ত্র ব্যক্তিরা নড়াইল জেলা বাকশালের নেতা মিঃ অমর নাথ বিশ্বাসকে সিঙ্গিরা ষোলপুর বাজার হইতে অপহরণ করিয়া সিঙ্গিরা উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে নির্দয়ভাবে প্রহার করে। গুরুতরভাবে আহত অবস্থায় মিঃ বিশ্বাসকে যশোর সদর হাসপাতালে ভর্তি করার পর তিনি সেখানে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।
১৪-০৪-৭৫ ইত্তেফাক	১ জন নিহত, নাম উল্লেখ নাই। গত ১৩ই এপ্রিল চুয়াডাঙ্গার স্থানীয় এক সিনেমা হলের সম্মুখে সশস্ত্র ব্যক্তিরা ৪/৫ রাউন্ড গুলি বর্ষণ করে। এই গুলি বর্ষণের ফলে একজন নিহত হয় এবং একজন বিডিআর জোয়ান গুরুতরভাবে আহত হয় এবং নিহত ব্যক্তিকে সনাক্ত করা সম্ভব হয় নাই।
১৪-০৪-৭৫ ইত্তেফাক	শাহ মোহাম্মদ হোসেন। গত ৮ই এপ্রিল বুধবার রাতে ফরিদপুর এর রাজবাড়ির বাকশাল নেতা এবং বরতিয়া ইউনিয়ন কমিটির চেয়ারম্যান শাহ মোহাম্মদ হোসেন অজ্ঞাত পরিচয় আততায়ীদের হাতে নিহত হয়েছেন। আততায়ীরা তাহাকে লক্ষ্য করে গুলি বর্ষণ করে এবং পরে বেয়োনেট চার্জ করে হত্যা করে।
১৯-০৪-৭৫ ইত্তেফাক	১। মিলন সিকদার ২। খোরশেদ, কনষ্টেবল লাঙ্গলবন্দ পুলিশ ফাড়ি। ফাড়ি লুট। দুইজন পুলিশ নিহত। গত ১৭ই এপ্রিল বৃহস্পতিবার প্রকাশ দিবালোকে একদল সশস্ত্র ব্যক্তি আগুরা মহকুমার শ্রীপুর থানাধীন লাঙ্গলবন্দ পুলিশ ফাড়িটি লুট করে। সশস্ত্র ব্যক্তিদের গুলিতে ফাড়িতে কর্তব্যরত ২ জন পুলিশ কনষ্টেবল নিহত ১ জন সুবেদার গুরুতর রূপে আহত হয়েছেন। ফাড়িতে ৯ জন কনষ্টেবল ছিলেন। নিহত কনষ্টেবলদের নাম মিলন সিকদার ও খোরশেদ।
২৭-০৪-৭৫ ইত্তেফাক	মাজেদুর রহমান, মকসুদপুর থানা বাকশালের সহ-সভাপতি ও কাশালিয়া ইউপি চেয়ারম্যান। ২২ শে এপ্রিল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সশস্ত্র ব্যক্তিদের গুলিতে ফরিদপুর জেলার মকসুদপুর থানার বাকশালের সহ-সভাপতি ও কাশালিয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব মাজেদুর রহমান নিহত হন।

তাং, তথ্যসূত্র	নিহতদের নাম ও ঠিকানা এবং ঘটনার বিবরণ
২৭-০৪-৭৫ ইত্তেফাক	১। শ্যামাপদ বিশ্বাস (বাকশাল কর্মী) ২। শাহাদাত আলী (বাকশাল কর্মী গত ৫ দিনে ২ জন বাকশাল কর্মী গুপ্ত ঘাতকের হাতে খুন হয়েছে চুয়াডাঙ্গা থানার কুতুবপুর ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য শ্যামাপদ বিশ্বাসকে ২২ শে এপ্রিল বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে হত্যা করে এবং ২৬ শে এপ্রিল সকাল সাড়ে ৯ টায় ডিঙ্গাদহ বাজারস্থ নিজ বাড়ি হইতে বাজারের দিকে আসার সময় বাকশাল কর্মী শাহাদাত আলীকে গুলি করে ঘাতকেরা পালিয়ে যায়।
০৯-০৫-৭৫ ইত্তেফাক	ডাঃ গিরিন্দ্র নাথ। ১৬ ই মে শুক্রবার রাতে হরিনাকুণ্ড থানার প্রবীণ বাকশাল কর্মী ডাঃ গিরিন্দ্র নাথ একদল সশস্ত্র লোকের হাতে প্রাণ হারিয়েছেন। জানা গিয়েছে সশস্ত্র ব্যক্তিরা গভীর রাতে জোরপূর্বক তাহার ঘরে প্রবেশ করে তাকে বাহিরে নিয়ে আসে এবং তার প্রতি গুলি ছুঁড়ে। ফলে ঘটনাস্থলেই তিনি প্রাণ হারান।
২৭-০৬-৭৫ ইত্তেফাক	১। কফিল উদ্দিন ২। শহর আলী গত ২৪ জুন মঙ্গলবার দুষ্কৃতিকারীদের গুলিতে বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহ-সভাপতি জনাব কফিল উদ্দিন এবং স্থানীয় বাকশাল সদস্য জনাব শহর আলী নিহত হয়েছেল।
১২-০৭-৭৫ ইত্তেফাক	ওমর আলী মিস্ত্রি, বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা ও বৈদ্যের বাজার থানার কাঁচপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান। বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা ও বৈদ্যের বাজার থানার কাঁচপুর ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ওমর আলী মিস্ত্রি ঢাকায় তাঁর বিজয়নগরস্থ বাসভবনে দুর্বৃত্তের গুলিতে নিহত হন।
১৮-০৭-৭৫ ইত্তেফাক	আলাউদ্দিন আহমেদ, জাতীয় দল, পাঁচ বিবি থানা শাখার সাধারণ সম্পাদক (বাকশাল) জাতীয় দল পাঁচ বিবি থানা শাখার সাধারণ সম্পাদক আলাউদ্দিন আহমেদ সশস্ত্র ব্যক্তিদের গুলিতে নিহত হন। সশস্ত্র ব্যক্তিরা তার বাড়িতে ঢুকে গুলি করে তাকে হত্যা করে।
১৯-০৭-৭৫ ইত্তেফাক	১। মোঃ ইসরাফিল আলী ২। মান্নান ৩। শমসের আলী পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির আঞ্চলিক অধিনায়ক। দামর দর রক্ষী বাহিনীর জোয়ানরা মেহেরপুর থানার বালিগারপুর গ্রামে

	আশ্রয় গ্রহণকারী একদল উগ্রপন্থীর উপর আক্রমণ চালায়। উভয় পক্ষের মধ্যে গুলি বিনিময়ের ফলে ২ জন উগ্রপন্থী মারা যায়।
০৩-০৮-৭৫ ইত্তেফাক	আজিজুল ইসলাম, রাম থানার বাকশালের সাধারণ সম্পাদক। রাম থানা বাকশালের সাধারণ সম্পাদক আজিজুল ইসলাম তাঁর গ্রামের বাড়িতে দুষ্কৃতিকারীদের গুলিতে নিহত হন।
০৫-০৮-৭৫ ইত্তেফাক	আফতাবউদ্দিন, বগুড়া জেলার কাহালু থানার বাকশালের বিশিষ্ট কর্মী ও মালঞ্চ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান। বগুড়া জেলার কাহালু থানা বাকশালের বিশিষ্ট কর্মী ও মালঞ্চ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আফতাব উদ্দিন দুষ্কৃতিকারীদের গুলিতে নিহত হন।
১০-০৮-৭৫ ইত্তেফাক	৪ ব্যক্তি নিহত (নাম উল্লেখ নেই) শেরপুর থানা, বগুড়া। বগুড়া জেলার শেরপুর থানাধীন কুসুম্বী হাটে সশস্ত্র দুষ্কৃতিকারীর গুলিতে ৪ ব্যক্তি নিহত হয়।
১০-০৮-৭৫ ইত্তেফাক	তোফায়েল হোসেন, ডিমলা ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য। ডিমলার মার্কেটিং অফিসারের (উন্নয়ন) অফিসের নিকট ডিমলা ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য তোফায়েল হোসেন দুষ্কৃতিকারীদের গুলিতে নিহত হন।

ISBN 984-458-318-7
9789844583184
www.somoy.com